সার্বিক দিকনির্দেশনায় : মো: সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনায় : জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, ম্যানেজার (মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন)

সার্বিক সহযোগিতায় :

মো: শামছুল হক, সহকারী পরিচালক (মাইক্রো ফাইন্যান্স)
মহিব উল্যাহ,ঋণ সমন্বয়কারী (এমই)
এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম, সমন্বয়কারী (ফাইন্যান্স)
মোঃ হান্নান মোল্যা, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

তথ্য ও উপাত্ত সংকলনে সহযোগিতায়:

- ❑ সকল কর্মসূচি/প্রকল্প অফিসার/সমন্বয়কারীবৃন্দ (ব্র্যাক-ইএসপি) ইউপিপি উজ্জীবীত,সমৃদ্ধি, প্রবীণ, ভেড়া পালন, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া)
- ❑ কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট
- ❑ প্রশাসনিক বিভাগ
- ❑ হিসাব বিভাগ (প্রধান কার্যালয়)
- ❑ মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি (সকল এলাকা ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক)
- ❑ অডিট এন্ড মনিটরিং সেকশন
- ❑ আইটি সেকশন

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) স্বরণে-

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব)
জন্ম-০২ জানুয়ারি ১৯৩২ইং, মৃত্যু-০৮ নভেম্বর ১৯৯৫ইং

সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) দরিদ্র পীড়িত ও প্রকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য মৃতের দাফন ও সৎকার করেছেন এবং এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে নি:স্বার্থভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টিম লীডার হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সিপিপি'র গ্রাম ও ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠন ও সফলভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সদস্যদের খুবই আপনজন, প্রিয়ভাজন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সমাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও মুক্তিকামী জনগণকে সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। হক সাহেব তাঁর সমমনা কিছু সঙ্গী সাথী ও কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দদের নিয়ে সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন। দিনভর রাত পর্যন্ত সংস্থার কাজে নিয়োজিত ১৯৯৫ সনের ৮ নভেম্বর রাতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র
নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোঃ রুহুল মতিন
জন্ম-০১ জুলাই ১৯৪২ খ্রী:, মৃত্যু-২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি:

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল মতিন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক তাঁরই ভাই মরহুম জনাব ফজলুল হক (হক সাহেব) এর মৃত্যু পর ১৯৯৬ সালে সংস্থায় নির্বাহী পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি সংস্থায় দীর্ঘ ২২ বছর কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মকালে তিনি সংস্থাকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাড় করিয়ে ভাল সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), অন্যান্য পার্টনার সংস্থা ও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের খুবই আস্থাভাজন ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সংস্থায় তাঁর কর্ম মেয়াদকালে সংস্থার কর্মএলাকা ও ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্টাফদের জন্য গ্রাচুয়িটি, বীমা, মহার্ঘ্র ভাতা ও বৈশাখী ভাতাসহ আরও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। সমাজের গরিব দু:খীদের বিপদে আপদে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও কর্মকান্ডে সবসময় তিনি যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করে গেছেন। তিনি সৈকত সরকারি কলেজ গভার্নিংবডির সদস্য, খাসের হাট উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য, খাসেরহাট জামে মসজিদের সভাপতি ও দুদক সুবর্ণচর উপজেলার সভাপতি হিসাবে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি ক্যানসারে আক্তান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২২/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	প্রতিবেদনের সম্পাদীয় পাতা	
২	প্রয়াত নির্বাহী পরিচালকদের জন শ্রদ্ধাঞ্জলি পাতা	
৩	সূচিপত্র	
৪	উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অভিপ্রায়/বক্তব্য	
৫	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংস্থা পরিদর্শন	
৬	বর্তমান নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বভার গস্থহণ	
৭	সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ	
৮	ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
৯	সংস্থার নিবন্ধীকরণ তথ্য	
১০	সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও দাতা সংস্থার তথ্য	
১১	সংস্থার কর্মএলাকার তথ্য	
১২	ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (ইএসপি শিক্ষা)	
১৩	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - IV	
১৪	কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইফনিট	
১৫	লিফ্ট কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার চাষ প্রকল্প	
১৬	খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি)	
১৭	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন)	
১৮	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	
১৯	ভেড়ার জাত উন্নয়ন ও সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প	
২০	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	
২১	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	
২২	সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কৈশর কর্মসূচি	
২৩	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার	
২৪	সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা)	

২৫	শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব ও পিকেএসএফ)	
২৬	মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি	
২৭	গৃহায়ন ঋণ ও সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প	
২৮	আবাসন ঋণ কর্মসূচি	
২৯	মেনেজমেন্ট মিটিংস	
৩০	সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম	
৩১	প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি	
৩২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম	
৩৩	সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র	
৩৪	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	
৩৫	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি	
৩৬	মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম	
৩৭	প্রতিষ্ঠাতা পরিচালিকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন	
৩৮	সংস্থার প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক ও এলাকা সমন্বয়কারীর শোক বার্তা	
৩৯	সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য	
৩৯	বাজেট ব্যয় ও পরবর্তী বছরের বাজেট পরিকল্পনা তথ্য	
৪০	সংস্থার সাধারন ও কার্যকরী কমিটি	
৪১	সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স ব্যালেন্সশীট, কনসোলিডেটেড ব্যালেন্সশীট ও কনসোলিডেটেড ফিক্সড্ এসেটস্ তথ্যশীট (অডিট ফার্ম রিপোর্ট থেকে)	
৪২	সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহ	
৪৩	নেটওয়ার্কিং	
৪৪	সংস্থার কন্ট্রাক্ট পারসন	
৪৫	উপসংহার	

মুখবন্ধ

Single Photograph paste here

আমাদের প্রিয় ও সফল নির্বাহী পরিচালক ও অভিভাবক প্রয়াত মো: রুহুল মতিনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি। মানুষ ও সমাজের কল্যাণকে ব্রত করে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব)। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার অতিদরিদ্র, দরিদ্র, নদী ভাঙ্গা এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া, দূযোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্টির বহুমাত্রিক দরিদ্র্যতা দূর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে ও দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এমনকি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প অত্যন্ত সুনামের সহিত বাস্তবায়ন করেছে। অক্সফাম ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সার্বিক সহযোগিতা ও ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বয়স্ক শিক্ষা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে ।

বর্তমানে সংস্থা ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে মাইক্রো ফাইন্যান্সকে আরো গতিশীল, দরিদ্র মানুষের মানবিক চাহিদা ও মর্যাদা এবং সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য সংস্থা ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য ইনসুরেন্স, পশু ইনসুরেন্স, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্ট্যাফদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র থেকে উত্তরণ এর জন্য উজ্জীবিত কর্মসুচি,ক্ষুদ্রবীমা কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করে স্বাবলম্বী করা এবং সংস্থা মূল কার্যক্রম এর সাথে প্রাণিসম্পদ ইউনিট, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট অত্র অঞ্চলের কৃষকদের টেকনিক্যাল নলেজ এবং ডেমো সাপোর্ট এর মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ এর ব্যাপক উন্নয়ন করে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের বাস্তবতা ও গতিধারা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে এ রকম বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মানব-মর্যদায় প্রতিষ্টিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সমন্বিত মানব উন্নয়ন ধারনার অনুসরণে পরিবার ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষে পিকেএসএফ "সমৃদ্ধি" কর্মসূচি সংস্থার কর্মএলাকা চর এলাহি ইফনিয়নস চর আমান উল্লা ইউনিয়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই ২টি ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে প্রবীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন শান্তিময় ও জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে। পরিবারে তাদের গ্রহণযোগ্যাতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহমর্মিতার মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা সুবর্ণচর ও নোয়াখালী সদর উপজেলায় প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যায়ে সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী সমাবেশ সফলভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থাকে এসব সৃজনশীল কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রতি বছরের মত সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সকল কার্যক্রম উপস্থাপিত করতে পেরে আমরা খুই আনন্দিত। দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ উত্তোরণের নতুন নতুন পন্থাও আবিস্কৃত হচ্ছে । এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সাগরিকার ভবিষ্যত কর্ম পন্থা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী। এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com নম্বরে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

(মো: সাইফুল ইসলাম)
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

সংস্থার সভাপতির কথা

শুরুতে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব), প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক ও আমাদের অভিভাবক মরহুম মো: রুহুল মতিন, সাবেক সভাপতি মরহুম দ্বীন মোহাম্মদ (এমএসসি) সহ সাগরিকার সাথে সম্পৃক্ত সকল মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। সংস্থার কর্মএলাকার পিছিয়ে থাকা দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের বহুমাত্রিক দরিদ্রতা দূর করে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মুখে হাসি ফোটানোই হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের নীবিড় সহযোগিতায় সংস্থা সফল ভাবে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ঋণ কর্মসূচি সহায়তার ফলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলো তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁদের আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে তাঁদের উন্নতির লক্ষণ গুলো দৃশ্যমান হচ্ছে।

প্রতি বছরের মত সংস্থার প্রকল্প ও মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট এবং কার্যক্রম পরিকল্পনাসহ সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ, সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সবার প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ।

বর্তমানে অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান দাতা সংস্থা, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি মহান আল্লাহপাকের নিকট সংস্থার উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোহাম্মদ মোনায়েম খান
সভাপতি
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
ও
অধ্যক্ষ
সৈকত সরকারি কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের কথা

সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব প্রথমে মহান আল্লাহর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এবং প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক মরহুম রুহুল মতিন এর পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করছি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজ সেবী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের বহুমাত্রিক দরিদ্রতা দূর করে মুখে হাসি ফোটানো হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংস্থার সুনির্দ্দিষ্ট নির্দেশনায় কর্মীগণ কঠোর পরিশ্রম ও নিরলসভাবে সফলতার সাথে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ঋণের সঠিক ব্যবহার ও প্রকল্প লাভজনক ও স্থায়ীত্বশীল করার জন্য ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তাবায়নে সর্বোতভাবে সহায়তা করার জন্য পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি এ সহায়তা আব্যাহত থাকবে। ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ফলে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবার গুলো তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছে এবং এর ফলে তাদের আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে তাঁদের অভাব অনটনও কমে আসছে।

সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প কার্যক্রম ও মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য ও উল্লেখযোগ্য ছবি সন্নিবেশিত করে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট ও সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাসহ প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত ও প্রসংশিত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত থেকে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মীজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

ও
সহকারী অধ্যাপক
সৈকত সরকারি কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

সংস্থার সহকারী পরিচালক'র কথা

শুরুতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) ও আমাদের প্রান প্রিয় সফল নির্বাহী পরিচালক ও অভিভাবক প্রয়াত মো: রুহুল মতিনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি। নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগে বিপদাপন্ন পরিবারের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা ও যথাসম্ভব ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জন, সমাজ ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি, দাতা সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বছর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম চলমান কার্যক্রমে ও বাজেটে একনজরে তুলে ধরা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে সকল ক্ষেত্রে সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com নম্বরে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

মো: শামছুল হক
সহকারী পরিচালক (মাইক্রো ফাইন্যান্স)
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সংস্থা পরিদর্শনঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র প্রধান কার্যালয় ভবনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৫ অক্টোবর' ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

সংস্থার চার তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ সেন্টার উদ্বোধন করছেন সংস্থার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, উপস্থিত আছেন সুবর্ণচর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এ, এইচ, এম খায়রুল আনম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আবু ওয়াদুদ, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, ইসি ও সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন, সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ।

সংস্থার চার তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ সেন্টার এর উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করছেন সংস্থার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, উপস্থিত আছেন সুবর্ণচর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এ, এইচ, এম খায়রুল আনম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আবু ওয়াদুদ, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, ইসি ও সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন, সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মজারী বৃন্দ।

বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পর সংস্থার পরিচালিত সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক ফোরামের ক্ষুদে সাংস্কৃতিক শিক্ষার্থীদের সাথে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ও তাঁর সহধর্মিনী সহ সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

নোয়খালী সংসদীয় আসন-৪ এর মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জননেতা একরামুল করিম চৌধুরী এমপি মহোদয় ১ জুলাই '২০১৯ তারিখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জননেতা একরামুল করিম চৌধুরী এমপি মহোদয়কে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জননেতা একরামুল করিম চৌধুরী এমপি ও সুবর্ণচর উপজেলার সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এ,এইচ,এম খায়ারুল আনম চৌধুরী সেলিম । আতিথেয়তায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম সুমন।

সংস্থার নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ভবনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।	সংস্থার নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ভবনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জননেতা অধ্যক্ষ এ,এইচ,এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম, উপজেলা চেয়ারম্যান, সুবর্ণচর ও সভাপতি, জেলা আওয়ামীলীগ, নোয়াখালী

পবিত্র ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। সংস্থার পরিচালনা ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজিক সংগঠন এর প্রতিনিধিবৃন্দ ও সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সংস্থার ২০১৯ সালের পবিত্র ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এ.এস.এম ইবনুল হাসান, সৈকত সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান	সংস্থার ২০১৯ সালের পবিত্র ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখছেন সৈকত সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান

সংস্থার বর্তমান নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠানঃ

সংস্থার বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম সুমন ১১ই মার্চ ২০১৯খ্রিঃ নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদ সদস্য, ম্যানেজমেন্ট কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের অংশগ্রহণে নিয়োগ পরবর্তী অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্থার নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলামকে ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও সংস্থার স্টাফদের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মোঃ শামছুল হক

নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ পরবর্তী অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান

নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ পরবর্তী অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামছুজ্জামান নিজাম।

নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ পরবর্তী অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মোঃ শামছুল হক।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দৃঢ়করণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS)

সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত একটি বেসরকারী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকামী প্রতিষ্ঠান। চরাঞ্চলের মানুষের খুবই দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিশিষ্ট সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মোঃ ফজলুল হক (হক সাহেব) দরিদ্রপীড়িত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত অগণিত মানুষের দাফন ও সৎকার করেছেন। রেডক্রিসেন্টের সহায়তার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টীম লীডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক কমিটির সদস্যদের দক্ষতা ও সেবার মান উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। ঘূর্ণীঝড় মহড়া ও বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দুযোর্গ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক নেতা হিসাবে তিনি সকল স্বেচ্ছাসেবকের নিকট গ্রহণী, বন্ধুভাবাপন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ঘূর্ণীঝড় ব্যবস্থাপনায় সিপিপি কর্মসুচির সকল স্তরে একজন দক্ষ স্বেচ্ছাসেবী নেতা হিসাবে তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট

হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও জনগণকে সংগঠিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন।

তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুতে গণশিক্ষা, টিউবওয়েল স্থাপন, স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরন ও স্যানিটারী লেট্রিন স্থাপন, বসতবাড়ি ও রাস্তায় সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় ভূমিহীনদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। ১৯৮৮-৮৯ সনে অক্সফামের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মো: সাইদুর রহমান (রেডক্রিসেন্টে থাকাকালীন পরিচিত)সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি ক্ষুদ্র অনুদান প্রদান করে অক্সফামের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান শুরু করেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে হক সাহেব তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দদের নিয়ে সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৫ সনের ৮ নভেম্বর রাত্রে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে জনাব মো: রুহুল মতিন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

হক সাহেব তাঁর জীবদ্ধশায় বুঝতে পেরেছিলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যতা বিমোচন ও সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর নেতৃত্বে সংস্থা ১৯৯৩ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেব অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঋণ কর্মসুচি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে সংস্থার ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকা সমূহে ঋণ কম্পোন্যান্ট যেমন- জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, লিফ্‌ট, সুফলন ও কেজিএফ সুফলন এর মাধ্যমে এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধি-আইজিএ, সম্পদসৃষ্টি ও জীবনযাত্রা ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে স্থানীয় বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঋণের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে পিকেএসএফ এর পাশাপাশি সংস্থা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক থেকে ঋণ তহবিল সংগ্রহ করে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে সংস্থা ৪০টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র-অতিদরিদ্র্য ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচেছ। নোয়াখালী জেলার সদর, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, কবিরহাট, বেগমগঞ্জ উপজেলার ৯০ টি ইউনিয়নে ও ৩টি পৌরসভায় ২২টি শাখা, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমল নগর, রায়পুর ও লক্ষীপুর সদর উপজেলার ৪৮টি ইউনিয়ন ও ৬টি পৌরসভায় ৯টি শাখা ও ফেনী জেলার দাগনভূঞা, সোনাগাজী, ফেনী সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলার বর্তমানে ২৬টি ইউনিয়নে ও ৬টি পৌরসভায় ৫টি শাখা সহ মোট ১৬৪টি ইউনিয়নে ও ১৪টি পৌরসভায় দরিদ্র-অতিদরিদ্র্য ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচেছ। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৫টি শাখা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নোয়খালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলায় ঋণ কর্মসূচি বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংস্থার নিবন্ধন তথ্য :

সংস্থার আইনগত ভিত্তি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধিকরণ নম্বর, নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ ও নিবন্ধিকরণের তারিখ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল:

নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধিকরণ নম্বর	নিবন্ধিকরণের তারিখ
জেলা সমাজ সেবা , নোয়াখালী	নং- ৪৫৮ নোয়া-৩৪	তারিখ- ০৮-০১-৮৬
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা	এফডিও/আর-৩৪৩	তারিখ -২৮-০১-৯০
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নোয়াখালী	যুউঅ/নোয়া/সদর-০৪	তারিখ-১১-০১-৯৪
এফএনবি	৫৯	তারিখ-৩১ মার্চ/২০০৮
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭	তারিখ -১৫-০১-০৮
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাইরেক্টরেট্ জেনারেল অব হেল্‌থ সার্ভিসেস (ডি,জি,এইচ,এস)	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাইসেন্স নং-১০৬৫৯	তারিখ -০১.১১.২০১৭
ইউরোপীয়ান এইড আইডি নম্বর	বিডি-২০১০-জিপিপি ০৫০১৬৩৮১১৪	তারিখ -১১-০১-২০১০
ভ্যাট রেজি: নম্বর	২০৯১০৯৪৬৭৪	তারিখ -১৩-০৫-২০০৮
টিন	৩৯৫৩০০১৩৩৯	২০০৮-২০০৯

সংস্থার ভিশন, মিশন ও লক্ষ্য:

ভিশন :

নারী- পুরুষের সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

মিশন :

লক্ষ্যভূক্ত নারী- পুরুষদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক কর্মসুচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

লক্ষ্য :

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের দুঃস্থ ও অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে উৎপাদন মূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ, অর্ন্তভূক্তকরণ এবং তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন।

মূল উদ্দেশ্য সমূহ :

- নারী কল্যাণ, শিশু কল্যাণ ও যুব কল্যাণমূলক সব ধরনের কাজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং শিশু শিক্ষার উপযুক্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করা।
- সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।
- সামাজিক পর্যায়ে সংগঠন গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে একতার মনোভাব জাগিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করা।
- নারী পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা।
- সঠিক আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি, স্যানিটেশন এবং পরিবেশ উন্নয়ন করা।
- তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর দূর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ু প্রতিক্রিয়ায় অভিযোজনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- স্থানীয় সম্পদের শুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও ভূমি উন্নয়ন করা এবং প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন।
- অসামাজিক ও ক্ষতিকর কার্যক্রম (যেমন- মাদক ব্যবহার, অনলাইনে মোবাইল ও কমিউটারের অপব্যবহার) রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (ভিক্ষুক, বিশেষ শ্রেণি/গোষ্ঠী যেমন-হরিজন সম্প্রদায়, গ্রাহস্থ্য কর্মী, কৃষি শ্রমিক, যৌনকর্মী ইত্যাদি) জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।
- সব ধরনের প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।
- সমাজের সর্ব স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার, মর্যাদাকর মানব জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করা।

সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও দাতা সংস্থার তথ্যঃ

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল (শুরু এবং শেষ তাং)	কর্মএলাকা	দাতা সংস্থার নাম
১.	শিক্ষা সহায়তা কর্মসুচি (ইএসপি)	১৯৯৭ সন- চলমান	সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাকায়,	ব্র্যাক ও সংস্থার অর্থায়নে
২.	কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট	১ নভেম্বর, ২০১৩খ্রি: - চলমান কর্মসুচি	ইউনিয়ন (চরবাটা, চরক্লার্ক, চর আমানউল্যা, পূর্ব চরবাটা ও চরজুবলী ৫টি ইউনিয়ন)	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
৩.	লিফ্ট কর্মসূচির আওতায়	জুলাই'১৮-	নোয়াখালী সদর ও সুবর্ণচর	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

	প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার চাষ প্রকল্প	জুন'২০২১খ্রিঃ	উপজেলার সংস্থার কর্মএলাকা সমূহে	(পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
৪.	খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি- উজ্জীবিত)	২ নভেম্বর ২০১৩- ৩০ এপ্রিল'২০১৯	নোয়াখালী জেলার ৬ টি উপজেলা (নোয়াখালী জেলার সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, সুবর্ণচর, হাতিয়া এবং লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলা)	ইউরোপীয় ইউনিয়ন(ই,ইউ) এর অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে
৫.	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন)	আগষ্ট ২০১৪ খ্রিঃ- চলমান	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
৬.	সমৃদ্ধি কর্মসুচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
৭.	ভেড়ার জাত উন্নয়ন ও সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প	জুলাই-২০১৭- জুন'২০২০	চরবাটা, চর আমানউল্যা, পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের ১৬টি গ্রাম,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
৮.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	জুলাই-২০১৭- চলমান	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
৯.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	জুলাই,২০১৮ইং চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
১০.	সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কৈশর কর্মসূচি	জুলাই-২০১৭- চলমান	সুবর্ণচর ও নোয়াখালী সদর উপজেলার প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার	১ জুন'২০১১খ্রিঃ- চলমান	সুবর্ণচর , বয়ারচর ও নাঙ্গলিয়ারচর	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
১১.	শিক্ষা বৃত্তি কর্মসুচি	২০১৩- চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার সমগ্র কর্মএলাকা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার অর্থায়নে
১২.	মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসুচি	১৯৯৩ সন- চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার সমগ্র কর্মএলাকা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
১৩.	গৃহায়ন ও সবার জন্য বাসস্থান কর্মসূচি	২০১৬ সন- চলমান	সুবর্ণচর ও রামগতি উপজেলা	বাংলাদেশ ব্যাংক
১৪.	আবাসন ঋণ কর্মসূচি	২০১৯ সন -চলমান	সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
১৫.	সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম	১৯৯৩ সন থেকে - চলমান	মাইক্রো ফাইন্যান্স ও সকল প্রকল্প/কর্মসুচি	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
১৬.	প্রশিক্ষণ ভেন্যু সুবিধাদি	জুন ২০১২খ্রিঃ - চলমান	সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ১ ব্যাচ (২৫-৩৫ জন) ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
১৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম	১৯৮৫ সন - চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল সমূহ	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
১৮	সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র	১৯৯৪- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
১৯.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	প্রতিষ্ঠাকাল থেকে- চলমান	সমগ্র কর্মএলাকা	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
২০.	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি	জানুয়ারী ২০১৩- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে
২১.	নারী ফোরাম	২০০০ সন- চলমান	সংস্থার স্টাফ	সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে

সংস্থার কর্মএলাকার তথ্যঃ

সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবির হাট, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ ও লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমলনগর, লক্ষীপুর, রায়পুর এবং ফেনী জেলার দাগনভূঞা, সোনাগাজী, ফেনী সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলায় মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি ও সুবর্ণচর, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিসহ সামাজিক ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং ব্র্যাক এর আর্থিক সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর পরিসংখ্যান প্রদান করা হল।

জেলা	উপজেলা	শাখার সংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভা সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা	উ: ভোগী পরিবার সংখ্যা	সমিতি সংখ্যা
নোয়াখালী	৭	২৬	৯০	৩	৪৮৫	৪৬৬৭৩	১৮৫৩
লক্ষীপুর	৪	৯	৪৮	৬	১৮১	১০৬৬৫	৫৩৬
ফেনী	৪	৫	২৬	৫	১২৬	৪০২৮	২৩৩
৩	**১৫**	**৪০**	**১৬৪**	**১৪**	**৭৯২**	**৬১৩৬৬**	**২৬২২**

ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী (ইএসপি শিক্ষা) :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় চর এলাকায় ১৯৯৭খ্রি: সন থেকে দীর্ঘ ২২ বছর যাবত ব্র্যাকের সহযোগিতায় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু বিশেষ করে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ কল্পে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সংস্থা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে।

মিটিং শেষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও ব্র্যাক সিনিয়র এ্যারিয়া ম্যানেজার জনাব কামাল পাশা এর সাথে ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচির ফোকাল পারসন, সুপারভাইজার ও কর্মসূচি সংগঠকবৃন্দ

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির একটি স্কুল

প্রথম শ্রেণির একটি স্কুল

৪র্থ শ্রেণির একটি শ্রেণি

চলমান স্কুল, শ্রেণি ও ছাত্র-ছাত্রী তথ্য :

প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছেলে-৮/১০ জন ও মেয়ে- ২০ জন সহ মোট ৩০ জন রয়েছে। বর্তমানে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের ৩৮১৩ জন ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করছে। নিম্নে সারণীতে সংস্থার শ্রেণি অনুযায়ী চলমান স্কুলের তথ্য প্রদান করা হল।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা সাজে সজ্জিত ও শিশুদের ক্রীড়া অনুষ্ঠান

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা				ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা				মন্তব্য
			৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	প্রাক-প্রা: শ্রেণি	মোট	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	প্রাক-প্রা: শ্রেণি	মোট	
নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৬	১৫	১২	৪৪	৭১	৪২৫	৩৬০	১৩২০	২১০৫	প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও অনুপাত ৩০ ও (১:২)
	হাতিয়া	২	১২	১	১৭	৩০	৩৩০	৩০	৫১০	৮৭০	
	কোম্পানীগঞ্জ	১	২	০	১০	১২	৫৮	০	৩০০	৩৫৮	
লক্ষীপুর	রামগতি	৫	০	০	১৬	১৬	০	০	৪৮০	৪৮০	
সর্বমোট	৪	১৪	২৯	১৩	৮৭	১২৯	৮১৩	৩৯০	২৬১০	৩৮১৩	

পিও'দের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । উপস্থিত আছেন ব্র্যাক এ্যারিয়া ম্যানেজার জনাব কামাল পাশা

অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

কোর্স সমাপ্ত ও সমাপণী পরীক্ষার ফলাফল তথ্য :

সংস্থার উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ২০১৪ সন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষার গুণগতদিক থেকে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জিত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সও সমাপ্ত হয়েছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার পরিচালিত স্কুলের ফলাফলের সন ভিত্তিক সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হল।

পরীক্ষার সন -২০১৮														পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জিভূত)	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
কোর্সের নাম	উপজেলা	স্কুল সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশ:	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা			জিপিএ									
			ছাত্র-ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	এ+	এ	এ-	বি	ডস	ডি			মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট ছাত্রী
৫ম শ্রেণি	সুবর্ণচর	১৩	৩৭৬	৩৭৬	১৩১	২৪৫	৭	১৪৩	৯১	৬৪	৬১	১০		৯৭৯	৯৭৬	৬৭১
	হাতিয়া	২	৫৪	৫৪	২৩	৩১	০	১	৯	১৬	২৫	৩		২৪০	২৪০	১৫৭
	কোম্পানীগঞ্জ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		৫৭	৫৭	৪০
	মোট	১৫	৪৩০	৪৩০	১৫৪	২৭৬	৭	১৪৪	১০০	৮০	৮৬	১৩		১২৭৬	১২৭৩	৮৬৮
প্রাক-প্রাথমিক	সুবর্ণচর	১২	৩৩৬	৩৩৬	১২৮	২০৮	-	-	-	-	-	-		৯৬৬	৯৬৬	৬১৩
	হাতিয়া	৪	১১২	১১২	৫১	৬১	-	-	-	-	-	-		৩৮২	৩৮২	২৪৫
	কোম্পানীগঞ্জ	০	০	০	০	০	-	-	-	-	-	-		৯০	৯০	৫৯
	মোট	১৬	৪৪৮	৪৪৮	১৭৯	২৬৯								১৪৩৮	১৪৩৮	৯১৭
সর্বমোট (৫ম শ্রেণি + প্রাপ্রা)		৩১	৮৭৮	৮৭৮	৩৩৩	৫৪৫	৭	১৪৪	১০০	৮০	৮৬	১৩		২৭১৪	২৭১১	১৭৮৫

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ ইং হতে শুরু হয়। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো পৌঁছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'কৃষি ইউনিট' এবং 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' গঠন করা হয়। বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচির শুরু থেকে সুবর্ণচর উপজেলাস্থ সংস্থার ৪ টি শাখার কর্মএলাকায় সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে সদস্যদের বাৎসরিক বাড়তি আয়েরও সুযোগ হচ্ছে।

কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর বিবরণ :

জেলা	উপজেলা	শাখারনাম	ইউনিয়ন	গ্রামের নাম	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা
নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চরবাটা শাখা	২ নং চরবাটা, ৩নং চরক্লার্ক , ৬ নং চর আমানউল্যা ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা।	চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, শিবচরণ, চর মজিদ , চরক্লার্ক, নোয়াপাড়া, হাজীপুর, পূর্ব চরবাটা	২২৮৬ জন
		চর মহিউদ্দিন শাখা	৫ নং চর জুবিলী	চরবাগ্গা, চরমজিদ, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ কচ্ছপিয়া, চর	২৬৩৩ জন

				মহিউদ্দিন, চর জিয়া উদ্দিন	
		চর জব্বর শাখা	১ নং চর জব্বর, ৪ নং চর ওয়াপদা, ৫ নং চর জুবিলী	উত্তর কচ্ছপিয়া, চর জুবিলী, চর জব্বর, চর ওয়াপদা	২১৬৫ জন
		চর ক্লার্ক শাখা	৩ নং চর ক্লার্ক, ৮ নং মোহাম্মদপুর	চর ক্লার্ক, কেরামতপুর, দক্ষিণ চর ক্লার্ক, চর উরিয়া	১৯৬২ জন
০১	০১	০৪	০৮	২১	৯০৪৬ জন

কৃষি ইউনিট কার্যক্রমের বিবরণ:

জমির আইলে সবজি চাষ, ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার, কোকোডাষ্ট ব্যবহারে প্লাষ্টিক ট্রেতে সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চমুল্যের ফসল চাষ :

চরক্লার্ক ইউনিয়নের চর বায়েজিদ গ্রামের কৃষানী রাবেয়া বেগম এর স্বামী শামসুসর্দ্দার ধান ক্ষেতের আইলে সীম চাষ করে বাড়তি টাকা আয় করেন।

চরজব্বার শাখার রংধনু-২ সমিতির কৃষক মাহমুদুল হক এর ধানের জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের ফলে ধানের বৃদ্ধি দেখে বাম্পার ফলন আশা করছেন।

চরক্লার্ক শাখার চৌরাস্তা বনিক সমিতির কৃষক মাহবুব ১৬০০০ হাজার তরমুজের চারা উৎপাদন করেন

জমির আইলে সবজি চাষ বর্তমান সময়ে একটি কার্যকরী ফসল উৎপাদনের মাধ্যম। চরক্লার্ক ইউনিয়নে এ বছর ১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চরক্লার্ক ও চরজুবলী ইউনিয়নে ৩৬ জন সদস্যের মাঝে ২১০০ কেজি গুটি ইউরিয়া বিতরন করা হয়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে সাধারণ ইউরিয়া ব্যবহারকারীর চেয়ে বিঘা প্রতি ফলন ৩-৫ মণ বৃদ্ধি পায়।

মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের কৃষক মাহবুব আলম কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রে তে ১৬,০০০ তরমুজের চারা উৎপাদন করেন যা ৫ টাকা দামে ৮০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। এই অর্থ বছরে প্রথমবারের মত ৪ জন কৃষকের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা হয়।চরবাটা, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর, চর জুবলী ইউনিয়নে উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বারি সয়াবীন-৫, সূর্যমূখী সুবর্ন, ভুট্টা কোহিনুর, বারি আলু-৪১,৭২.৭৯ এবং মিশ্র ফল বাগানসহ মোট ১১ টি প্রদর্শনী করা হয়। ভাইরাসমুক্ত পেঁপে বাগানে ইতিমধ্যে ফল আশা শুরু করেছে যা দেখে অত্র অঞ্চলে পেপে চাষ করার বিপ্লব শুরু হয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন বেবি তরমুজ চাষ, বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ, ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল:

চরক্লার্ক ও চরবাটা ইউনিয়নে ৩ জন কৃষকের মাধ্যমে প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন বেবি তরমুজের চাষ করা হয়। মোট ৫টি জাত ব্ল্যাক বেবি, ব্ল্যাক কুইন, ব্ল্যাক সুগার, ইয়েলো ড্রাগন, ইয়েলো হানি নিয়ে তরমুজ চাষ করা হয় যার মধ্যে বিশেষত্ব ছিলো তরমুজের ভিতরের অংশ হলুদ যা খেতে খুব সুস্বাদু হওয়াতে কৃষক বাজারমুল্য অনেক বেশি পেয়েছেন।

চরজব্বার শাখার চাঁদনী সমিতিতে উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে সূর্যমুখী সুবর্ন চাষবাদে ক্রপিং প্যাটার্নে নতুন ফসল চাষাবাদ শুরু হয়েছে

চরক্লার্ক শাখার সোলেমান বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কৃষক মো: সেলিম প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন বেবি তরমুজ চাষ করে লাভবান হয়েছেন।

চরক্লার্ক শাখার আশার আলো সমিতির কৃষানী আনোয়ারা বেগম বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েছেন

চরক্লার্ক, চরজুবলী, চরজব্বার, মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ এর আওতায় ২৫ জন চাষীকে ২২৫ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি টিএসপি, ১৫০ কেজি এমপি, ১৫০ কেজি জিপসাম, ১৫০০ কেজি কেঁচো সার, ৩.৬ কেজি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির বীজ, চারা, বিভিন্ন ধরনের ফল গাছের চারা, বেড়া ও মাচার জাল বিতরন করা হয়।

চরক্লার্ক শাখার ক্ষুদ্র বনিক সমিতির কৃষক মো: জামান ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন করে ধান চাষে কার্যকরী ফলাফল পেয়েছেন	চরক্লার্ক শাখার পালকি সমিতির কৃষক হারুন সর্জান পদ্ধতিতে একইসাথে কান্দিতে সীম ও নালাতে মাছ চাষ করে ডাবল অর্থ উপার্জন করেন	চরজুবলী শাখার নিশান সমিতির কৃষকরা বিষমুক্ত করলা উৎপাদন করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে

ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনীর আওতায় চর জুবলী এবং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ২৫ জন কৃষকের মাঝে ২৫টি ট্রাইকো চেম্বার ও টিন বিতরণ করা হয়েছে। চরক্লার্ক ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল হিসেবে সর্জন পদ্ধতিতে বিষমুক্ত উপায়ে দেশী সীম, শশা, বেবী তরমুজ, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা চাষ করা হয়। কান্দিতে সবজি এবং নিচে মাছ চাষ করে লবনাক্ততা দুরীকরন যেমন সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি একই জমি থেকে একই সময়ে ডাবল আয় করাও সম্ভব হয়েছে।

ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার, মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন, নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও GAP:

চরবাটা, চর জুবলী, চরজব্বার, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ২৯ জন কৃষক করলা, চিচিঙ্গা, ক্ষিরা, মিষ্টিকুমড়া, লাউ চাষে মাছি পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে কার্যকরী ফলাফল পেয়েছেন তাছাড়া ২৩ জন কৃষক তরমুজ ও সীম বিষমুক্ত রাখতে ফেরোমন ফাঁদ এর পাশাপাশি হলুদ, নীল ফাঁদ এবং ভুট্রা, সূর্যমূখী ও রসুন গাছের সমন্বিত ব্যবহার করে কার্যকরী ফলাফল পেয়েছেন, এতে মাছি পোকা এর সহিত জাব পোকা, সাদা মাছি পোকা, থ্রিপস, লিফ মাইনর বহনকারী ভাইরাস দমন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে পুরো এলাকায় যেখানে তরমুজ চাষ করে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন সেখানে আমাদের জৈব পদ্ধতি অবলম্বন করে ৬৭% কৃষক লাভবান হয়েছেন।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলাদের প্রশংসনীয় অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলের বীজ নির্বাচন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ সংরক্ষণ, এমনকি বাড়িতে বাড়িতে ছোট-খাটো বীজ ব্যবসাও পরিচালনা করেন গ্রামীণ মহিলারা। প্রদর্শনীর মাধ্যমে চরক্লার্ক ও মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন সমিতির উপকারভোগীদের মাঝে ৮০টি প্লাস্টিকের ড্রাম, ৪০টি টিনের ড্রাম, ৪০টি মাটির কলস, ৩২০ কেজি ইউরিয়া, ২৮০ কেজি টিএসপি, ২৪০ কেজি এমপি, ১২০ কেজি জিপসাম, ১২০০ কেজি কেঁচো সার, ১০০ কেজি উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান-৬৯ বীজ বিতরন করা হয়েছে। কৃষক ব্রি ধান-৬৯ চাষাবাদে প্রতি শতাংশে ২৫-৩০ কেজি করে বাম্পার ফলন পেয়েছেন, ফলে আগামীতে হাইব্রীড ধান চাষাবাদ কমে যাবে।

চর জুবলী শাখার চাঁদনী সমিতির কৃষকরা তরমুজ বিষমুক্ত রাখতে ফেরোমন ফাঁদ ও হলুদফাঁদের সমন্বিত ব্যবহার করেছেন।	চরক্লার্ক শাখার রুপসা ও রুপসী বাংলা সমিতির কৃষানীরা মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনে ব্রি ধান-৬৯ চাষাবাদ করছেন	চরজুবলী শাখার চাঁদনী সমিতির কৃষা তানজিনা বেগমের স্বামী নিরাপদ ফস উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও GA এর ব্যবহারে কার্যকরী ফলাফল পেয়েছেন

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে চর জুবলী, চরক্লার্ক ও মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ১৫ জন কৃষককে ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রোকলি, বেগুন, টমেটো, মরিচের চারার পাশাপাশি ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ ও নীল ফাঁদ প্রদান করা হয়। এতে অত্র অঞ্চলে বিষমুক্ত বা নিরাপদ সবজি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

মৎস্য প্রযুক্তির বিবরণ ঃ

কার্প-মলা, কাপ-গলদা, কার্প ফ্যাটেনিং মাছের মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ঃ

চরজব্বর ইউনিয়নের পশ্চিম চরজব্বর গ্রামের আবদুল্লাহ মিয়ার হাট ব্যবসায়ি সমিতির হেলাল উদ্দিনের কার্প-মলা মাছের প্রদর্শনী	**পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ , ইউনিট ফোকাল পার্সন জনাব সাইফুল ইসলাম এবং সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ পূর্বচরবাট ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের কার্প- গলদা প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন।**	**চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরউরিয়া গ্রামের জনতাবাজার ব্যবসায়ী সমিতির খবির উদ্দিন কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ করে সফল ।**

কার্প-মলা মিশ্রচাষ ও পাড়ে সবজি চাষ : চর ক্লার্ক ইউনিয়নে - ১৩টি , মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন - ১টি, চরজব্বর ইউনিয়ন -৯টি, চরবাটা ইউনিয়নে-২টি গ্রামের ২৫ জন চাষীর পুকুরে মলার প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কার্যক্রমের সফলতা দেখে চরক্লার্ক , চরবাটা ও পূর্বচরবাটা ইউনিয়নে ১৫ জন অনুসরনীয় চাষী এ প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্পের সাথে মলার মিশ্রচাষ করছে।

কার্প-গলদা মিশ্রচাষ ও পাড়ে সবজি চাষ ঃ চরক্লার্ক ইউনিয়নে দক্ষিন চরক্লার্ক এবং চরউরিয়া গ্রামে ৯টি, পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলীয়া গ্রামে ৫টি কার্প-গলদা, চরওয়াপদা ইউনিয়নের চর আমিনুল হক গ্রামের ১ টি , চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামে ৫টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন করা হয়। কার্যক্রমের সফলতা দেখে চর আমান উল্লাহ ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে ৩ জন চাষী উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্প-গলদা মিশ্রচাষ করছেন । প্রদর্শনী পুকুর পাড়ে সীম, করলা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া এবং কলা চাষ করে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কার্প-ফ্যাটেনিং ঃ সাধারণ পদ্ধতিতে বেশি মাছ পুকুরে ছেড়ে সামান্য রড় হতেই বাজারজাত করা হয় । কিন্তু কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ পুকুরে পাতলা করে চাষ করা হয় । তাই এ পদ্ধতিতে ৫ থেকে ৬ গুণ বেশি মাছ চাষ করা হয় । কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছের পোনা নির্ধারন করাই মূখ্য বিষয় । এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে হলে পোনাকে অধিক সংখ্যক (চাপে) কোন ১টি পুকুরে ৭ থেকে ৮ মাস রাখা হয় । এরপর পোনাগুলো ৪০০-৫০০ গ্রাম হলে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে নির্ধারিত সংখ্যায় অন্য পুকুরে ছাড়া হয় । চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরউরিয়া গ্রামে ৩টি এবং চরজুবলী ইউনিয়নের চরবাগ্‌গা গ্রামে ২টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন করা হয়।

দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-কার্প ,দেশি কৈ/ভিয়েতনাম কৈ-কার্প ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষঃ

৮নং মোহাম্মদ ইউনিয়নের চরবায়েজিদ গ্রামের মোঃ রফিক শিং মাছে চাষে একজন সফল চাষী ।	৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরবায়োজিদ গ্রামের মোঃ মনির হোসেন পুকুরে শোল মাছ এবং পাড়ে সবজি চাষে একজন সফল চাষী ।	চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরউড়িয়া গ্রামের বাসুরী মহিলা উন্নয়ন সমিতির বকুল বেগমের ভিয়েতনাম কৈ মাছ চাষে সফল।

দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-কার্প ঃ নাঙ্গলীয়া গ্রামে ৮টি , চরবাটা ইউনিয়নে চরমজিদ , হাজীপুর গ্রামে ১০টি এবং চরজুবলী ইউনিয়নের চরবাগ্‌গা ও একরাম নগর গ্রামে ১১টি , চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতনগর , দক্ষিন চরক্লার্ক , চরউরিয়া গ্রামে ৮টি এবং মোহাম্মদ ইউনিয়নের চরবায়োজিদ গ্রামে ১টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে । প্রযুক্তির ফলাফল দেখে ৩ জন খামারী দেশি শিং-মাগুর- কার্প এর মিশ্রচাষ করছেন।

রাক্ষুসে মাছের মিশ্রচাষ ঃ পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলীয়া গ্রামে ২টি , চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামে ২টি এবং মোহাম্মদ ইউনিয়নের চরবায়োজিদ গ্রামে ১টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে । প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ বছর ২ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

দেশি কৈ/ভিয়েতনাম কৈ-কার্প ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ঃ চর চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামে ২টি, চর আমান উল্লাহ ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে ১টি , মোহাম্মদ ইউনিয়নের চরবায়োজিদ গ্রামে ২টি , চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরউরিয়া ,কেরামতপুর, দক্ষিন চরক্লার্ক গ্রামে ১০টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে । প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ পর্যন্ত ৫ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় দেশি কৈ/ভিয়েতনাম কৈ-কার্প **এর** মিশ্রচাষ করছে।

কুচিয়া চাষ/ মোটাতাজাকরণ, ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মিশ্রচাষ ওভেটকি - কার্প মাছের প্রদর্শনী :

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>চরওয়াপদা ইউনিয়নের আমিনুল হক গ্রামের রং-ধনু-২ মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্যা পারভীন বেগম কুচিয়া প্রদর্শনী পর্যবেক্ষন করছেন পিকেএসএফ এর কর্মকর্তা সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব শাহরিয়ার আল মাহমুদ।</td>
<td>২নং চরবাট ইউনিয়নের মধ্যচরবাটা গ্রামের আদর্শ কৃষি-২ সমিতির সদস্য মোঃ ছারোয়ার পুকুরে পাঙ্গাস চাষে একজন সফল চাষী ।</td>
<td>চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরউড়িয়া গ্রামের শাপলা মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্যা মোসলিমা বেগমের স্বামী মোঃ রিদন কোরাল মাছ চাষে সফল।</td>
</tr>
</table>

কুচিয়া চাষ বা মোটাতাজোকরণ ঃ নোয়াখালীর সুবর্ণচর এলাকা প্রথম কুচিয়া চাষ বা মোটাতাচাকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে কুচিয়া চাষ শুরু করা হয়। প্রযুক্তির আওতায় চরওয়াপদা ইউনিয়নের চর আমিনুল হক গ্রামে ৬টি, চরআমান উল্লাহ ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে ৫টি , চরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চরবাটা , চরবাটা গ্রামে ৪টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জন চাষী কুচিয়া , চরওয়াপদা ইউনিয়নের চরআমিনুল গ্রামে ৬ জন , কুচিয়া চাষের মাধ্যমে পরিবার গুলোর বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ বছর প্রদর্শনী থেকে আশানুরুপ কুচিয়া উৎপাদন করা সম্ভব হবে । কুচিয়া চাষের ব্যাপারে এলাকার অনেকের আগ্রহ বাড়ছে।

ভিয়েতনাম পাঙ্গাস- কার্প মিশ্রচাষ ঃ চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামত পুর গ্রামে ৫ জন চাষীর মাধ্যমে ভিয়েতনাম পাঙ্গাস- কার্প মিশ্রচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে । চরাঞ্চলের ছোট ও মাঝারী খামারীদের মাঝে পাঙ্গাস মাছের চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৮-১৯ অর্থবছরে চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুর, চরমজিদ গ্রামে ৩ জন এবং চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামের ১ জন খামারীকে উদ্বুদ্ধ করে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেছে এবং ২ খামারী পাঙ্গাস চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ভেটকি- কার্প - তেলাপিয়ার মিশ্রচাষ ঃ চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরউরিয়া গ্রামে ৫ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন এর ফলে ১২ জন চাষী অনুপ্রাণিত হয়ে ভেটকি মাছের চাষ শুরু করেছেন ।

ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ , বাহারী মাছ চাষ ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ঃ

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>চরজুবলী ইউনিয়নের চর বাগ্যা গ্রামের আলমগীর হোসেন ট্যাংক থেকে খাওয়ার জন্য শিং ও কৈ মাছ সংগ্রহ করছেন। উপস্থিত আছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।</td>
<td>চরক্লার্ক ইউনিয়নের দক্ষিন চরক্লার্ক গ্রামে আবদুর রব ব্যবসায়ি সমিতির সদস্য মো: দেলোয়ার হোসেন ট্যাংকে বাহারী মাছ ছাড়ছেন ।</td>
<td>সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তা পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুরা গ্রামের কঁকড়া চাষী বেচারামকে কাঁকড়া বাজারজাতকরণ সর্ম্পকে পরামর্শ দিচ্ছেন ।</td>
</tr>
</table>

ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ ঃ অর্থবছর (২০১৮-২০১৯) চরবাটা ইউনিয়নের পচিম চরবাটা গ্রামে ১ জন , পূব চরবাটা ইউনিয়নের চর নাগলিয়া গ্রামে ১জন , চরওয়াপদা ইউনিয়নের চর আমিনুলহক গ্রামে ১ জন এবং ৫ নং চরজুবলী ইউনিয়নের চরবাগ্গা গ্রামে ৭ জন চাষীর মাধ্যমে ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

বাহারী মাছ চাষ ঃ চরক্লার্ক ইউনিয়নের দক্ষিন চরক্লার্ক গ্রামে আবদুর রব বাজার ব্যবসায়ি সমিতির ২ জন , চরজুবলী ইউনিয়নের চরমদ্দিন গ্রামে ১ জন , চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামে ২জন সদস্যের মাধ্যমে বাহারী মাছের চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

কাঁকড়া চাষ / মোটাতাজাকরণ ঃ সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরবাটা শাখার আওতায় পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে ৫জন কাঁকড়া খামারীর মাধ্যমে এ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

কার্প নার্সারী , পুকুর পাড় সবুজায়ন , দেশি জাতের বিলুপ্ত মাছ ঃ

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>চরবাটা শাখার আওতায় পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের মোঃ কামাল উদ্দিন কার্প মাছের নার্সারী পুকুর থেকে পোনা মাছ বিক্রির জন্য মাছের পোনা আহরণ করছেন ।</td>
<td>পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ , ইউনিট ফোকাল পার্সন জনাব সাইফুল ইসলাম এবং সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ চরবাট ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের পুকুর পাড় সবুজায়ন প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন।</td>
<td>চরজব্বর শাখার আওতায় ১নং চরজব্বর ইউনিয়নের পশ্চিম চরজব্বর গ্রামের মোঃ হেলাল উদ্দিন বিলুপ্ত প্রায় দেশিয় প্রজাতির মাছ ভেদা, খলশা,ফলি ,টেংরা চাষের মাধ্যমে সংরক্ষণ করছেন ।</td>
</tr>
</table>

কার্প নার্সারী ঃ পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে ১ জন, চরজুবলী ইউনিয়নের দক্ষিন চরজুবলী গ্রামে ৩ জন, চর ক্লার্ক ইউনিয়নের চরউরিয়া গ্রামে ৭ জন কার্প জাতীয় মাছের নার্সারী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রদর্শনী বাস্তবায়নের ফলাফল দেখে চরজব্বর গ্রামে ১জন এবং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে ২ কার্প জাতীয় মাছের নার্সারীর করে পোনা উৎপাদন করেছে ।

পুকুরপাড় সবুজায়ন ঃ পুকুর পাড় সবুজায়ন এর উদ্দেশ্র হলো পুকরের পাড়, ঢাল বা পুকুর পাড় সংলগ্ন পতিত জমিতে উচ্চ পুষ্টি মান সম্পন্ন শাকসবজি বছরব্যাপি চাষ করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয় নিশ্চিত করা। চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরউরিয়া গ্রামে ৩০ জন এবং চরজুবলী ইউনিয়নের মধ্য চরবাগ্গা, দক্ষিন চরবাগ্গা গ্রামে ২০ জন খামারীর মাধ্যমে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে । শাকসবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লাউ,সীম ,মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কর্ম এলাকায় প্রযুক্তি অনুসরণ করে ১০ জন চাষী চাষ করছেন ।

দেশিজাতের বিলুপ্ত প্রায় মাছ ঃ ৫ নং চরজুবলী ইউনিয়নের মধ্যবাগ্গা গ্রামে ৬ জন , চরজব্বর ইউনিয়নের পশ্চিম চরজব্বর ১জন , চরওয়াপদা ইউনিয়নের চর আমিনুল গ্রামের ২ জন , পূর্ব চরবাটাইইনয়নের হাজীপুর গ্রামে ১ জন চাষীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

ফিসফিড তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ মাছের খাদ্য তৈরীতে উদ্যোক্তা সুষ্টি চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামে ১জন , চরক্লার্ক ইউনিয়নে কেরামতপুর গ্রামের ২ জন চাষীর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী ঃ

<table>
<tr>
<td> </td>
<td>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">নোয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. আবুতালেব সুবর্ণচর উপজেলার চরক্লার্ক ইউনিয়নে একরাম খালে মাছের পোনা অবমুক্তকরন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন ও দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করছেন । সাথে রয়েছেন সুবর্ণচর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব খোরশেদ আলম এবং সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তা জনাব শহীদুল আলম সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনগণ।</td>
<td>চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামের ফিশ ফিড তৈরির উদ্যোক্তা আবুল কাশেম নিজেই খাদ্য তৈরি করছেন ।</td>
</tr>
</table>

মুক্তজলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টিসহ জলাশয়ে মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ২০ জুলাই '২০১৯ সুবর্ণচর উপজেলার চরক্লার্ক ইউনিয়নে ১১ কি.মি লম্বা একরাম খালে কার্প কুচিয়া মাছসহ দেশীয় প্রজাতির মোট ৬.৫ হাজার পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়। স্থানীয় জনগণের সাথে এক আলোচনা সভায় পোনা অবমুক্তকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি কার্যক্রমের বিবরনঃ

চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের হাসিনা বেগমের গাভির খামার পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর সম্মানিত মহাব্যবস্থাপক ডঃ শরীফ আহমদ ।

উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গাভি পালন :

মাঠ পর্যায়ে উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিকরণের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভি পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নে ৬ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১৩ টি ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ১টি সহ সর্বমোট ২০ টি উন্নত ও সংকর জাতের গাভি পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়।

আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাচায় ছাগল পালন ঃ

মাঠ পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাচায় ছাগল পালন ও পাঁঠা পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি, ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নে ২ টি, ৪নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ৪ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১২ টি, ৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি ও ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ১০ টি সর্বমোট ৩০ টি আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাচায় দেশী জাতের ছাগল পালন খামার স্থাপন করা হয়।

পাঁঠা পালন/পাঁঠা মোটাতাজাকরণ ঃ

মাঠ পর্যায়ে পাঁঠা পালন/পাঁঠা মোটাতাজাকরণ কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ১ টি ও ৫ নং চর জুবলী ইউনিয়নে ৩ টি পাঁঠা পালন/পাঁঠা মোটাতাজাকরণ খামার স্থাপন করা হয়।

চর ক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামের পাহারিকা মহিলা উন্নয়ন সমিতির উন্নত জাতের

আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচাওয়ালা ঘরের ভিতর পাঁঠা হাতে সহায়তা প্রাপ্ত চর

আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচাওয়ালা ছাগলের ঘরের সামনে ছাগল

গাভি পালনকারী সদস্য তাহমিনা তার খামারের গাভিগুলোর পরিচর্যা করছেন।	জুবিলী ইউনিয়নের চর জুবিলী গ্রামের হোসনেআরা।	হাতে সহায়তা প্রাপ্ত পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামের সাবিনা ইয়াসমিন।

বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন ঃ

মাঠ পর্যায়ে বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১০ টি দেশি মুরগি পালন প্রর্দশনী খামার স্থাপন করা হয়।

সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড ব্রয়লার ও সোনালি মুরগি পালন ঃ

মাঠ পর্যায়ে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড ব্রয়লার ও সোনালি মুরগি পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ২ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৫ টি, ৪ নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ১ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১ টি সহ সর্বমোট ৯ টি হাইব্রিড ব্রয়লার মুরগি পালন একং ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি সোনালি মুরগি পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়।

চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের ফয়েজ উল্যাহ'র সোনালি মুরগী খামার পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর সম্মানিত মহাব্যবস্থাপক ডঃ শরীফ আহমদ ।	মাচা পদ্ধতিতে হাইব্রিড ব্রয়লার পালন করছেন চর ক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামের আবদুল মান্নান।	বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালনব সদস্য চর জুবিলী ইউনিয়নের চর জুবিলী গ্রামে নুরনাহার তার দেশি মুরগির বাচ্চাগুলোকে দেখাও করছে।

সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগি পালন ঃ

মাঠ পর্যায়ে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগি পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৩ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৫ টি ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি সহ সর্বমোট ১০ টি লেয়ার মুরগি পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়।

ডিমের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল/জিনডিং জাতের হাঁস পালন ঃ

মাঠ পর্যায়ে ডিমের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল/জিনডিং জাতের হাঁস পালন পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ২ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৪ টি, ৪ নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ১ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৮ টি সহ সর্বমোট ১৫ টি হাঁস পালন প্রর্দশনী খামার স্থাপন করা হয়।

সেমি স্লেটেড পদ্ধতিতে টার্কি পালন ঃ

মাঠ পর্যায়ে সেমি স্লেটেড পদ্ধতিতে টার্কি পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৮ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৪ টি সহ সর্বমোট ১২ টি টার্কি পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়।

মাচা পদ্ধতিতে লেয়াার মুরগী পালনকারী চর জুবিলী ইউনিয়নের চর জুবিলী গ্রামের আলমগীর হোসেনের খামার ।	মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালন করছেন চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের মিজানুর রহমান।	মাচা পদ্ধতিতে টার্কি পালনকারী চর জুবিলী ইউনিয়নের চর জুবিলী গ্রামের ফছেৎ উল্যার টার্কির খামার ।

উন্নত জাতের ঘাস চাষ প্রদর্শনী, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ ঃ

মাঠ পর্যায়ে বারিঝ্যিক ভিত্তিতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৭ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১৫ টি ও ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ৮টি সর্বমোট ৩০ টি উন্নত জাতের ঘাস চাষের প্রদর্শনী প্লট করা হয়।

হাইড্রোপনিক ফডার ঃ

মাঠ পর্যায়ে হাইড্রোপনিক ফডার উৎপাদন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ‘মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট’ এর মাধ্যমে ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ১ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৩ টি সহ সর্বমোট ৫ টি হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ প্রদর্শনী করা হয়।

চর জুবিলী ইউনিয়নের চর জুবিলী গ্রামের উপকারভোগী সদস্য আয়েশা বেগমের ঘাস চাষ প্রর্দশনী প্লট থেকে নেপিয়ার ঘাস কাটছেন জনৈক শ্রমিক।	চর জুবিলীা ইউনিয়নের চর ব্যাগ্‌গা গ্রামের উপকারভোগী সদস্য নুরজাহান বেগম তার হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষের প্লটের পরিচর্যা করছে।	

কেঁচো সার উৎপাদন খামার ঃ

কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ২৫ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১৫০ টি ও ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ৭৫ টি সর্বমোট ২৫০ টি কেঁচো সার উৎপাদন খামার স্থাপন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি :

প্রযুক্তি	ঈুরুষ	মহিলা	মোট
কৃষি প্রযুক্তি	৪৩ জন	১৫৭ জন	২০০ জন
মৎস্য প্রযুক্তি	৫০ জন	১৫০ জন	২০০জন
প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি	৪৫ জন	৩০৫ জন	৩৫০ জন
সর্বমোট	১৩৮জন	৬১২ জন	৭৫০ জন

চরজব্বার শাখার চরওয়াপদা ইউনিয়নে মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহোদয়।	চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামের হাজেরা বেগমের বাড়িতে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কনফারেন্স রুমে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সদস্যদেরকে ব্রয়লার ও লেয়ার পালন

	দেওয়া হচ্ছে।	বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র :

চরবাটা, চরক্লার্ক ও চরজুবলী ইউনিয়নে এই বছর ৮ টি কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। কৃষি নির্ভর এদেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের পাশাপাশি সমস্যাও দেখা দিয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সংস্থা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান , কৃষকের সমস্যা ভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান চলমান কার্যক্রম হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সমস্যাভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

চরজব্বার ইউনিয়নে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গবাদিপশু পালন বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করছেন।

চরবাটা ইউনিয়নে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পরামর্শ প্রদান করছেন।

মাঠ দিবস ও খামার দিবস:

প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাংখিত ফলাফল ব্যাপক চাষী পর্যায়ে পৌছানোর মাধ্যমই হচ্ছে মাঠ দিবস ও খামার দিবস। ২ নং চরবাটা, ৩ নং চর ক্লার্ক, ৪ নং চর ওয়াপদা, ৫ নং চর জুবিলী ও ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, চর ক্লার্ক, দক্ষিণ চর ক্লার্ক, কেরামতপুর, চর ওয়াপদা, চর মহিউদ্দিন, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ কচ্ছপিয়া, চর বাগ্‌গা, চর জুবিলী ও চর উরিয়া গ্রামে উপকারভোগী সদস্যদের প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট ফলাফল যেমন কুমড়া জাতীয় সবজি ও তরমুজ চাষে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের উপযোগিতা, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে ধান চাষ ও বিভিন্ন সবজি ও ধান বীজ সংরক্ষণ, পুকুর পাড় সবুজায়ন, থাই পাংগাস বা জায়ান্ট পাংগাস, কুচিয়া চাষের কারিগরি দিক ও কলাকৌশল সর্ম্পকে মাঠ দিবস পালন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে উন্নত জাতের গাভী পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও ব্রয়লার মুরগি পালন বিষয়ক ৩ টি এবং ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে দেশি মুরগি পালন, লেয়ার মুরগী পালন ও টার্কি পালন বিষয়ক ৩টি খামার দিবস পালন করা হয়।

চর ওয়াপদা ইউনিয়নে রংধনু-২ সমিতিতে বারি সয়াবীন-৫ এর মাঠ দিবসে পিকেএসএফ এর কর্মকর্তা সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব শাহরিয়ার

চরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চরবাটা গ্রামে কুচিয়া পালন বিষয়ক মাঠ দিবসে কুচিয়া চাষী বিউটি রাণী বক্তব্য রাখছেন

ব্রয়লার পালন বিষয়ক খামার দিবসে ব্রয়লার পালন সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের ধারণা প্রদান করছেন কেরামতপুর গ্রামের ব্রয়লার খামারী

আল মাহমুদ বক্তব্য প্রদান করছেন		কুতুব উদ্দিন।

লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় " প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি "

কুচিয়া বাংলাদেশের একটি জলজ অর্থকরী সম্পদ। কুচিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কুচিয়ার যে ভূমিকা রয়েছে , Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় " প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কুচিয়া চাষের সম্প্রসারণের লক্ষে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন এর জন্য একটি হ্যাচারীর কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ হ্যাচারী থেকে আগামী ৩ বছরে ৫০০০০০ কুচিয়া মাছের পোনা উৎপাদন করার লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে । এ হ্যাচারীটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে কুচিয়া চাষের ব্যাপকতা বাড়বে । নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্প কার্যক্রম চরবাটা, চরমহিউদ্দিন, চর জব্বর ও চর ক্লার্ক , সোলেমান বাজার এবং জনতা বাজার এই ৫টি শাখার মাধ্যমে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশানা প্রকাশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কুচিয়া চাষ / মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী ঃ

চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামে ১১ জন , পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের পূর্বচর মজিদ গ্রামে ১৫জন সদস্যমের মাধ্যমে লিফ্‌ট কুচিয়া কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কুচিয়ার ঔষধি গুনাগুন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় কুচিয়ার অবদান , পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সর্ম্পকে ধারনা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামের বিউটিরানীর কুচিয়া চাষ পরিদর্শন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম।	সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তা কুচিয়া চাষীদের কুচিয়া চাষে দক্ষতা উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন ।	মোঃ হেলাল উদ্দিন সহকারী অধ্যাপক , জীববিজ্ঞান বিভাগ , সৈকত সরকারি কলেজ , কুচিয়া চাষ প্রশিক্ষণে কুচিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সর্ম্পকে আলোচনা করছেন ।

দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঃ

মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশানা প্রকাশের মাধ্যমে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে। বর্তমানে চরক্লার্ক এবং সোলেমান বাজার শাখায় ১০০ জন চাষীকে কুচিয়া চাষে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

প্রকল্প : খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি- উজ্জীবিত)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে বুনিয়াদি ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার ও কারিগরি সহায়তা এবং কৃষিজ অকৃষিজ কারিগরি দক্ষতা অর্জনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের কার্যক্রম দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভুমিকা রাখার পাশাপাশি বেকারত্ব দূর করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অন্যদিকে সদস্যদের পারিবারিক বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। টেকসইভাবে বাংলাদেশের নারী প্রধান এবং ঝুঁকি প্রবন অতিদরিদ্র হ্রাসের উদ্দেশ্য Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) শীর্ষক প্রকল্পটি ৫ম বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সংস্থা উপকূলীয় অঞ্চলে নোয়াখালী জেলার ১১ টি শাখা ও লক্ষীপুর জেলার ১ টি শাখা মোট ১২টি শাখার আওতায় এই প্রকল্প কার্যকম বাস্তবায়ন করছে।

কর্মএলাকার বিবরণ :

নোয়াখালী জেলার ৬ টি উপজেলার (নোয়াখালী জেলার সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, সুবর্ণচর, হাতিয়া এবং লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলা) ২৬ টি ইউনিয়নের মোট ৮৭টি গ্রামে/ওয়ার্ডের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারী অতিদরিদ্র ৫১০০ পরিবারের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী পরিবারের প্রায় ২২৮৪৪ জন লোক সরাসরি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েঝে।

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে মডেল আইজিএ :

বুনিয়াদি ঋণ গ্রহন করে ১২ টি শাখার মধ্যে অনেক সদস্য সাবলম্বী হয়েছে। তার মধ্যে প্রকল্প খেকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে ৩৭২ জন মহিলা উদ্যেক্তাকে সফল খামারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

হাতিয়া বাজার শাখার আকাশী মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য ঋণ গ্রহণ করে মডেল আইজিএ বাস্তবায়ন করছে।

হাতিয়া বাজার শাখার বেগম বুনিয়াদি ঋণ গ্রহণ করে বসত বাড়িতে সবজি চাষ করছেন।

ঈর্বচরবাটা শাখার আমেনা বেগম বুনিয়াদি ঋণ গ্রহণ করে মডেল আইজিএ সৃষ্টি করছেন।

উপকূলীয় এলাকার দক্ষিণে নোয়াখালী জেরার চরাঞ্চলে অতিদরিদ্র সংস্থার বুনিয়াদি সদস্য প্রকল্পের উপকারভোগী নারী প্রধান পরিবারে রবি এবং খরিফ মৌসুমে লাউ, পুইশাক,কলমি, মিষ্টি কুমড়ার বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। অর্থবছরের ১৮০০ জন সদস্যকে বীজ বিতরন করা হয়।

সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং সেলাই, কারিগরী /বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে অতিদরিদ্র পরিবারের নারী ও কিশোরীদের নিয়ে ৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন কর্মশালায় ১২০০ পরিবারকে অবহিত করা হয়। যে সকল সেবা এই প্রতিষ্ঠান থেকে পেতে পারে সে বিষয়গুলি সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত সকলেকে অবহিত করেন। স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও মোটিভেশনের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতনতা তৈরী করে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চর লক্ষী কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে অতিদরিদ্র সদস্যদের সংযোগ স্থাপন কর্মশালায় উপস্থিত আছেন সংস্থার মনিটরিং এন্ড ডুকমেন্টশন ব্যবস্থাপক জনাব জামাল উদ্দিন ছিদ্দিকি

চর আমানউল্যাহ শাখার আওতায় ৩ মাস মেয়াদী ইলেক্ট্রিক হাউজ ওয়ারিং প্রশিক্ষণ শেষে মো: ওমর ফারুক নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

১৫ জন বেকার যুবক কে ৯০ দিন মেয়াদী ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পর ২ জন বিদেশে কর্মসংস্থান এর সুযোগ তৈরী করেছে। ৫ জন সদস্য দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ৮ জন নিজে উদ্যেক্তা তৈরী হয়ে ব্যবসা চালিয়ে নিজেরা এখন সাবলম্বী হয়েছে। প্রকল্প খেকে ৭ জনকে উপকরণ প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা :

প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যাল হতদরিদ্র পরিবারের বাড়ী পরিদর্শন ও ওজন, উচ্চতা, মূয়াক স্কেনিং এর মাধ্যমে গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী ও শিশুদের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিবিন্ন ঝুকি নির্নয় করে সেবা নিশ্চি করে। ইতি মধ্যে প্রকল্পের সুবিধা ভোগদিের প্রায় ২৬৮৩ জন শিশু, ১৮৯২ জন গর্ভবতী এবং ১৪৫৫ জন দ্ধদানকারীকে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রকল্পের প্রকল্পের ০ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের স্কেনিং করার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৪৭ জন অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু নির্বাচন করা হয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সাথে যোগাযোগের সাধ্যমে স্যাম কর্ণারে ভর্তি করানো হয় এবং চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। বর্তমানে ২৪০ জনের ওজন এবং মূয়াকের পরিবর্তন লক্ষনীয় রয়েছে। তাদেরকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সদর হাসপাতালের স্যাম কর্ণারে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার পর বর্তমানে তাদের মুয়াক, ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পোগ্রাম অফিস্যার সোস্যাল সেশন করছেন

গর্ভবতী মায়ে ব্লাড প্রেসার চেক করছেন

শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কুল ফোরাম:

সংস্থার কর্মএলাকার মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত জনপদ যেখানে শিক্ষার আলো পৌছালে ও কিশোর কিশোরীদের বয়সন্ধিকালে করনীয় বিষয় সে সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সুষম খাবার বয়স অনুযায়ী ওজন ও উচ্চতা কি হবে ১২ বছরের নিচে মেয়েদের বিএমআই কত হওয়া দরকার এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বিষয়গুলো তাদের জানার বাহিরে বিধায় প্রকল্প থেকে এ ধরনের সেবা সূমহ কিশার কিশোরী এবং তাদের মাধ্যমে পিতা-মাতাকে জানানোর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যলয়ে পুষ্টি কর্ণার ও ফোরাম তৈরী করা হয়।

উপকুলীয় চরাঞ্চলে সংস্থার কর্মএলাকায় এই পর্যন্ত ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্ণার ও পুষ্টি ফোরাম তৈরী করা হয়। এই পুষ্টি ফোরামের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫৯০ জন ছাত্র ও ছাত্রী রয়েছে তার মধ্যে ১১৪ জন সেচ্চাসেবক রয়েছে । ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৮৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। পুষ্টি ফোরামএর মাধ্যমে পুষ্টি কর্ণা তৈরী করা হয়েছে প্রত্যেকটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে দৈনিক সুষম খাবার তালিকা, উচ্চতা মাপার পিতা, উচ্চতা বৃদ্ধির চার্ট এবং একটি ওজন মাপার পিতা দেওয়া হয়েছে।

পুষ্টি ফোরাম গুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পোগ্রাম অফিসার সোস্যাল মাসিক ১টি করে সেশন পরিচালনা করেন। প্রকল্প শুরু থেকে এই পর্যন্ত ৭৮ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ৭৮২ টি সেশন করা হয় যা থেকে ৩৫২০ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বাস্থ্য পুষ্টি ও বয়সন্ধি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা প্রদানের মাধ্যমে স্থাস্থ্য সচেতন করা হয়েছে। বয়সন্ধিকালে গ্রামের কুসংস্কার গুলো স্কুল ফোরামের সেশনের মাধ্যমে পোগ্রাম অফিসার সোস্যাল কিশোরীদের এসব বিষয়ে মেডিকেল টিপস দেন এবং কুসংস্কার পরিহার করার জন্য পরামর্শপ্রদান করেন। কিশোরীদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা গ্রামের কু সংস্কার দূর করতে সক্ষম হয়েছেন বর্তমানের নিজের পাশাপাশি অন্যদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন। এবং পুষ্টি সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করেছে তাহা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন এবং সমাজে অন্য লোকদেরকে জানাচ্ছেন।

জব্বারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাত ধোয়া কর্মসূচী	হাতিয়া বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওজন দেখছেন একজন শিক্ষিকা।	হাতিয়া বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছাতীদের ওজন ও উচ্চতা বিষয়ে ধারনা প্রদান করছেন

কিশোরী ক্লাব

কিশোরীরা সমাজিক ভাবে অহেতুক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১২ থেকে ১৮ বছরের কিশোরীরা ২০-২৫ জন দল বদ্ধ হয়ে ৩২ টি ক্লাব গঠন করে যাদের কে উজ্জীবিত কিশোরী পুষ্টি ক্লাব নামকরন করে।
উজ্জীবিত কিশোরী পুষ্টি ক্লাব গুলোতে প্রকল্পের প্রেগ্রাম অফিসারগন প্রতি মাসে একটি করে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে মোট ২৬০ টি সেশন পরিচালনা করেন । টি টি টিকা প্রোয়গ নিশ্চিত করেন । ক্লাবের সদস্যরা মিলে প্রতি মাসে ৫/১০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন সে টাকা থেকে বিনোদন,কুইজ প্রতিযোগীতা ও খেলা-দুলা এবং পিকনিক আয়োজন ও নিজেরা সুষম খাবার তৈরী প্রদর্শন করেন।
সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য নিজেদের মধ্যে বাল্যবিবাহ করবনা এবং সমাজে করতে দিব না স্লেগান প্রকাশ করেন । গর্ভবতীর যত্ন, শিশুর যত্ন সর্ম্পকে তারা এখন অনেক বেশী সচেতন। প্রত্যেক কিশোরী ৫ জন করে কিশোরীকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। এরকম দু-একটি ঘটনা ঘটেছে।

কিশোরীদের সাথে পিকেএসএফ চেয়াম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এএইচএম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম।	কেরামতপুর কিশোরী ক্লাবের কিশোরী গর্ভবতী মহিরার ওজন নিচ্ছেন।

প্রি - ব্লাড গ্রুপিং ও হেল্‌থ ক্যাম্পঃ

প্রকল্পের কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৫ টি ব্লাড গ্রুপিং এর মাধ্যমে ১২০০ কিশোর কিশোরী কে রক্তের গ্রুপ নির্নয় করে দেওয়া হয়েছে এবং ৫ টি হেল্‌থ ক্যাম্পের মাধ্যমে ৮৭০ জন নারী পুরুষ ও ছাত্র/ছাত্রীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

চর ক্লার্ক উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্লাড গ্রুপিং	চর ক্লার্ক উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ক্যাম্প	লড লিওনার্ড সেচোয়ার উচ্চ বিদ্যালয় ব্লার্ড গ্রপিং

সমৃদ্ধি কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রায় সবগুলো চরাঞ্চলই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে দারুণভাবে পিছিয়ে ছিল। এই অবহেলিত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পিকেএসএফ- এর সহাতায় "সমৃদ্ধি কর্মসূচীর" মাধ্যমে চরাঞ্চলের জনগণের মাঝে আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। যার ফলস্রুতিতে চর এলাহী ইউনিয়নের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে,স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ফলে গর্ভবতীদের গর্ভকালীন জটিলতা কমে আসছে ও পরিবার ভিত্তিক ল্যাটিন বিতরণ ও মসজিদ ও মাদ্রাসা ভিত্তিক ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে । চরএলাহী ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই'২০১৮ -জুন'২০১৯) নিম্নে প্রদান করা হল।

কর্মএলাকার বিবরণ :

ক্রমিক	শাখার নাম	জেলার নাম	উপজেলা নাম	ইউনিয়ন নাম	গ্রামের সংখ্যা	উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা			মন্তব্য
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	চর এলাহী	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	চর এলাহী	১৪	৬৯৫২	১৬৭২৮	১৭৪৪৪	৩৪১৭২	

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম :-

স্বাস্থ্য পরিদর্শকের খানা পরিদর্শন:

সংস্থার কর্মএলাকার গর্ভবতী, প্রসূতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ১৪ জন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পরিদর্শক সেবা প্রদান করছে । স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা আরো জোরদারের নিমিত্তে স্বাস্থ্য পরিদর্শক দ্বারা সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রকল্প এলাকায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৭২ টি স্বাস্থ্য সচেতনমূলক সেশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত এলাকার গর্ভবতী,প্রসুতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চত করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা ঃ

এক জন মেডিকেল অফিসার(এমবিবিএস ডাক্তার) দ্বারা স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগীদের সেবাপ্রদান করা হয় । ৯৬ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ২৫৫৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে । যার ফলে উক্ত ইউনিয়নের দরিদ্র মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা নিজ ইউনিয়নে করা সম্ভব হচ্ছে । দুই জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ডিএমএফ ডাক্তার) দ্বারা স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে চর এলাকার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে । গত বছর ৩৯৩ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৪২৫৮ জন রোগীকে সেবাপ্রদান করা হয়েছে । শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা , সর্বস্তরের মানুষের সাধারন রোগসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা দেওয়ার ফলে মানুষ সাধারণ রোগের সুচিকিৎসা লাভ করছে ।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করছেন	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগী দেখছেন ডাঃ ফাতেমা আক্তার,এমবিবিএস,বিসিএস(স্বাস্থ্য)	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে রোগী দেখছেন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ জাকির হোসেন ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঔষধ বিতরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

গর্ভবতী , প্রসুতীদের জন্য ১৮৬২৮ পিস আয়রন ক্যাপসুল এবং ১৬৬৭৫ পিস ক্যালসিয়াম ৫৯৫৬ পিস শিশুদের পুষ্টিকণা ও ৮৩৮৩ পিস কৃমি বড়ি ঔষধ বিতরণ করা হয় । কৃমির ট্যাবলেট,পুষ্টিকনা,আয়রন ট্যাবলেট ও ক্যালসিয়াম ঔষধ বিতরণের ফলে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থের সার্বিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে ।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ছানি অপারেশন :

৫ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ৮৪৬ জন জটিল রোগীকে সেবাপ্রদান করা হয়েছে । যার ফলে বিভিন্ন জটিল রোগে অনেক দিনের আক্রান্ত রোগীরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের ফলে তাদের রোগ মুক্তির উপায় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। অর্থবছরের ১ টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চর এলাহী ইউনিয়নের ১৫ জন চক্ষু রোগীকে বিনা মূল্যে ছানি অপারেশন করা হয় । উক্ত এলাকার হতদরিদ্র ছানি রোগীরা তাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায় ।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগীদের সেবা প্রদান করছেন ডা: মো:সাইফ উদ্দিন,এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), এফসিপিএস(সার্জারী) নোয়াখালী সদর হাসপাতাল ।	ডা: মো: আবদুল্লাহ এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য),এফসিপিএস(চক্ষু), নোয়াখালী চক্ষু হাসপাতাল রোগিদের সেবা প্রদান করছেন	বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের পর রোগীগণ নোয়াখালী অন্ধ কল্যাণ হাসপাতালে অবস্থানরত অবস্থায় ।

পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ল্যাট্রিন ও নলকুপ স্থাপন :

১০০ (৫টি রিং,১ টি স্লাব,১ টি ঢাকনা,১ টি সাইফুন,১ টি গ্যাস পাইপ, ১ টি ডেলিভারী পাইপ) সেট করে সর্বমোট ১০০ সেট পরিবারভিত্তিক স্যানেটারী ল্যাট্রিন ১০০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয় । হতদরিদ্র উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্য সচেতনভাবে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহার করছে।

কমিউনিটি ভিত্তিক অগভীর নলকূপ পরিদর্শন করছেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি কর্মসুচির সহকারী টীম লিডার জনাব মো: আবদুল মতিন, মহা ব্যবস্থাপক ও দীপেন কুমার সাহা, সহকারী মহা ব্যবস্থাপক।	**কমিউনিটি ভিত্তিক নলকূপ স্তাপন শেষে কমিটির সদস্য বৃন্দ পরিদর্শন করেন।**	**পরিবার ভিত্তিক ল্যাট্রিন**

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম ঃ

বর্তমানে চর এলাহী ইউনিয়নে ৩৫ জন স্থানীয় শিক্ষিকার দ্বারা পরিচালিত মোট ৩৫ টি "বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে" ৯৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী (প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি) পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে শুক্রবার বাদ দিয়ে প্রতিদিন বিকেল ৩ ট থেকে ৫ টা পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে পাঠদান করানো হচ্ছে। এছাড়াও মাসিক ভিত্তিতে ৪২০ টি অভিভাবক সভা আয়োজন করার মাধ্যমে শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়া রোধকরণসহ শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে ওই এলাকায় শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে ঝড়ে পড়ার হার ব্যাপকভাবে কমেছে এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান উন্নত হয়েছে।

সমৃদ্ধি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম এবং পিকেএসএফ কর্মকর্তা জনাব মো: আবদুল মতিন ডিপোটি টিমলিডার সমৃদ্ধি কর্মসূচী দীপেন কুমার সাহা সহকারী মহাব্যবস্থাপক।	বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের অভিভাবক সভা ।	বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষন করানো হয় । প্রশিক্ষন করান ইংরেজি বিষয়ের মাস্টার ট্রেনার মো:শরীফ মাহবুব ভুইয়া ।

ভিক্ষুক পুনর্বাসনঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর এলাহী ইউনিয়নের সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড এক জন হতদরিদ্র ভিক্ষুক তাজিয়া বেগম কে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে পুর্নবার্সন করার জন্য এক জনকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা প্রদান করে । তাজিয়া বেগম ১ লক্ষ্য টাকা দিয়ে তাকে ৮০শতাংশ জমি বন্ধক, দোকান ভাড়া, দোকানের মালামাল ও ৪ টি ছাগল এবং নিজ বাসস্থান মেরামত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে নিজের উপার্জিত টাকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে ।

পুর্নবার্সনের উদ্যমী সদস্য তাজিয়া বেগম কে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম এবং প্রকল্প ফোকাল পার্সন জনাব মো: মহিব উল্যা ঋণ সমন্বয়কারী এমই

আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণী প্রশিক্ষণ ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর এলাহী ইউনিয়নে আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও যথাপোযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে গাভী পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ , ও মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বিষয়ক ১০ টি ব্যাচের মাধ্যমে ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । উক্ত প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতেছেন । যার ফলশ্রুতিতে এখন তাদের আগের চেয়ে উপার্জন বেড়েছে ।

মাছ চাষের জন্য ঋণ গ্রহনকৃত সদস্যদের মাঝে ৩ দিন ব্যাপি আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মৎস কর্মকর্তা জনাব মো: নাছির উদ্দিন হাওলাদার।

সদস্যদের পুষ্টি চাহিদাপূরনের জন্য বসত বাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ,ওয়ার্ড যুব সমন্বয় সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় সভা এবং ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা ঃ

চর এলাহী ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে দ্বি- মাসিক ওয়ার্ডে ১ টি করে মাসে ৯ টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । ৫০ টি যুব সমন্বয় সভা ,৪৬ টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সমন্বয় সভার মাধ্যমে এলাকার মানুষগণ অসুস্থ হলে ভালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং এলাকায় যৌতুক প্রথা ,বাল্য বিবাহ ,নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম হ্রাস পেয়েছে । চর এলাহি ইউনিয়নে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউনিয়নের সকল মেম্বারদের উপস্থিতিতে এবং ইউনিয়নের যুব সমাজকে নিয়ে ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভার ফলে উক্ত ইউনিয়নের সমস্যা যৌতুক প্রথা ,বাল্য বিবাহ ,নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম হ্রাস পেয়েছে ।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা ।

ওয়ার্ড যুব সমন্বয় সভার চিত্র ।

ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

ইউনিয়ন পর্যায়ে যুব কনফারেন্স, দিবস উদযাপন :

ইউনিয়ন পর্যায়ের যুব কনফারেন্স এর প্রতিযোগিদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন নির্বাহী পরিচালক মো:সাইফুল ইসলাম ।

বিশ্ব মা দিবসে র‍্যালি

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আলোচনা সভা

সমৃদ্ধি বাড়ি ঃ

মো: দিদারুল ইসলামের সমৃদ্ধ বাড়ি পরিদর্শন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং পিকেএসএফ

মোহাম্মদ আলীর সমৃদ্ধি বাড়ী পরিদর্শন

কর্মকর্তা জনাব মো: আবদুল মতিন মহা ব্যবস্থাপক ও দীপেন কুমার সাহা সহকারী মহা ব্যবস্থাপক	**করেন পিকেএসএফ কমর্তা ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক**

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এবছর ৩০ টি বাড়িকে সমৃদ্ধি বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে । ৩০টি বাড়িতে প্রতিটিতে -বন্ধুচুলা, কবুতরের ঘর, কেঁচোসার তৈরীর রিং,শাক-সবজির বীজ, ফেরোমন ট্রেপ,ফলের গাছ-১০টি,ঔষধি গাছ-২টি ও সমৃদ্ধি বাড়ির গেইট দেওয়া হয় । সমৃদ্ধি বাড়ির আদলে প্রত্যেকটি বাড়িতে ফল গাছ - (আম ,কাঁঠাল, লেবু ,পেয়ারা,আমড়া,কামরাঙ্গা ,কলা,পেঁপে) ঔষধি গাছ - (সাজনা,বাসক,নিম ,অর্জুন) ফুলের গাছ- (গোলাপ ,গাঁদা,পাতাবাহার,ও গেটফুল) মাছ চাষ - (রুই,কাতলা ,মৃগেল ,সিলভারকার্প,তেলাপিয়া,কমনকার্প) চাষ এবং গাভী পালন, ছাগল পালন , হাঁস-মুরগী পালন , কবুতর পালনের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৫০০০-৭০০০ টাকা আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়েছে ।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

চর এলাহী ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র- ছাত্রী ,ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ ও ইউনিয়নের যুব সমাজের যুবক-যুবতীদের নিয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয় । বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০ মিটার দৌড়,গণিত দৌড়,মোরগ লড়াই,দড়ি লাফ,সংগীত প্রতিযোগীতা ,ছড়া/কবিতা আবৃত্তি ,চিত্রাঙ্কন , সাধারণ জ্ঞান,একক নৃত্য,দলীয় নৃত্য প্রতিযোগীতা অভিভাবকদের জন্য বালিশ খেলা ও যুবক - যুবতীদের জন্য চেয়ার খেলা,সংগীত প্রতিযোগীতা ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয় । উক্ত খেলায় ওয়ার্ড পর্যায়ের বিজয়ী ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মোরগ লড়াই প্রতিযোগীতার অংশ ।

যুবকদের প্রতি ফুটবল টুনামেন্ট প্রতিযোগিরা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি (৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। মানুষের জীবন বহুমাত্রিক এবং দারিদ্রও। কাজেই টেকসই দারিদ্রবিমোচন এবং তৎপরবর্তী আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপুর্ণ অনুষঙ্গ-সম্বলিত প্রক্রিয়া জরুরি। সমৃদ্ধি কর্মসুচির মূলে রয়েছে মানবকেন্দ্রিকতা অর্থ্যাৎ কোনো নির্দিষ্ট করণীয়কে কেন্দ্র করে নয়, বরং মানুষকে কেন্দ্র করে সকল কর্মকান্ডের বিন্যাস ঘটানোর বিষয়। কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, যে গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগতে পারে। তাই এই ধ্রুবতারাকে নিশানা করে সকল দরিদ্র মানুষ যাতে এগিয়ে চলতে পারেন সমৃদ্ধির মাধ্যমে সেই অভিযাত্রায় সকলকে অনুপ্রাণিত করাই সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ২০১৮ সনের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সুবর্ণচর উপজেলার আমানুল্যা ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও হাতধোঁয়া কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউনিয়নে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। চর আমান উল্যা ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই'২০১৮ - জুন'২০১৯) নিম্নে প্রদান করা হল।

কর্মএলাকার বিবরণ :

শাখার	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম /ওয়ার্ড সংখ্যা	উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা		
						পুরুষ	মহিলা	মোট

চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন	০৯	৫৫৯১	১৩৮৮৫	১২৯৯৬	২৬৮৮১

শিক্ষা কার্যক্রম :

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় ৩৫টি বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র আছে, শিক্ষা কেন্দ্র গুলোতে ৪৩৬জন ছাত্র ও ৪৮০জন ছাত্রী মোট ৯১৬জন শিক্ষার্থী আছে। প্রতি স্কুলে শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ২৫-৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠদান করা হয়। বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদেরকে মুলত তাদের স্কুল ও মাদ্রাসার পড়া লেখা গুলো তৈরি করে দেওয়া হয়।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ৫নং ওয়ার্ডের রাধাগবিন্দ মন্দিরস্থ স্কুল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের জাতীয় সংগীত ও শপথ বাক্য পাঠ করান এবং হাজিরা খাতায় মন্তব্য লিখেন।

শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ, বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে অভিভাবক সভা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাঃ

শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ: প্রতি অর্থবছরের জুন মাসের বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের সকল শিক্ষিকাদের পাঠদানের গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলার শিক্ষা অফিসের মাষ্টার ট্রেইনার দিয়ে ৩৫ জন শিক্ষিকাকে ০৩দিন ব্যাপী বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অভিভাবক সভা : প্রত্যেকটি স্কুলে প্রতি মাসে একটি করে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক, ওয়ার্ড যুব ও ওয়ার্ড প্রতিনিধিরা ও উপস্থিত থাকেন। অভিভাবক সভায় তাদের সন্তানদের পড়ালেখার অগ্রগতি, অনুপস্থিতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন প্রকার সচেতনমূলক আলোচনা করা হয়।

০৩ দিন ব্যাপী শিক্ষিকাদের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে	প্রশিক্ষণ সমাপণী পর্বে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ।	অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

চর জব্বারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে শীতকালীন ইউনিয়নের যুব ও ৩৫টি বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দের অংশ গ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বৈকালিন শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৫০জন ছাত্র ছাত্রী একত্রে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে ও উপস্থিতি সকল ছাত্র-ছাত্রীগণ একযোগে শপথ বাক্যও পাঠ করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ওয়ার্ড ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বের পর ইউনিয়ন পর্যায়ে চুড়ান্ত পর্ব ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশন	শপথ পাঠ অনুষ্ঠান	চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন দিবস উদযাপন :

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে এবছর জাতীয় যুব দিবস, জাতীয় সামাজিক সেবা দিবস, বিশ্ব মা দিবস ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। কর্মসূচির উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ স্বতস্ফূর্তভাবে দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব মা দিবস র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জনাব আইয়ুব খাঁন উপ-পরিচালক সমাজ সেবা কার্যালয় নোয়াখালী, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও চর আমান উল্যা ইউনিয়ন পষিদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো: বেলায়েত হোসেন।

জাতীয় যুব দিবস	জাতীয় সামাজিক সেবা দিবস	বিশ্ব মা দিবস

সমৃদ্ধি বাড়ী গঠন:

এ পর্যন্ত আমানউল্যা ইউনিয়নে ১০টি সমৃদ্ধি বাড়ী গঠন করা হয়। সমৃদ্ধি বাড়ির বৈশিষ্ট্য হাঁস, মুরগী ও কবুতর পালন, গরু ছাগল পালন, জৈব পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরী. পুকুরে মাছ চাষ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, ফুল, ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছ, বন্ধুচুলা, সোলার সিস্টেম, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, স্বাস্থ্যকার্ড, বাড়ির সামনে ফুলেল বেষ্টিত সমৃদ্ধি গেইট থাকবে।

সমৃদ্ধি বাড়ীর ৩নং ওয়ার্ডের আব্দুল কাদেরের বাড়ীটি পরিদর্শন করছেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি কর্মসুচির সহকারী টীম লিডার জনাব আব্দুল মতিন ও জনাব দিপেন কুমার সাহা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

আইজিএ প্রশিক্ষণ ও যুব প্রশিক্ষণ:

আইজিএ প্রশিক্ষণঃ এ বছর ১০ব্যাচ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে পুঃ মঃ জন, ২৪৪জন সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীগন উন্নত পদ্ধতিতে পুকুরে মাছ চাষ, জৈব পদ্ধতিতে শাক সবজি চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, গাভী পালন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরীর উপর দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে আইজিএ প্রকল্প গুলি বাস্তবায়ন হবে।

যুব প্রশিক্ষণঃ ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডের যুব কমিটির সদস্য ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা ও স্কুল শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের অংশগ্রহণে ০২দিন ব্যাপী মোট ১০ব্যাচ যুব প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ৩০০জন অংশ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে বাল্য বিবাহ, নেতৃত্ববিকাশ, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি প্রক্রিয়া, সফল উদ্যোক্তা ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক ভিডিও প্রদর্শন ও প্রশ্ন উত্তর পর্ব করা হয়েছে।

আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	যুব প্রশিক্ষণ

গাছের চারা বিতরণ ঃ

১১জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও ৩৫জন শিক্ষিকাদের মাঝে সাজনা, লেবু, পেয়ারা, আমড়া, আকাশমনি প্রত্যেককে ০৫টি করে মোট ২৩০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ।	স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল মতিন ও উপ-পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।	

স্বাস্থ্য কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের খানা পরিদর্শন: ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে মোট ৫৫৯১টি খানা আছে, প্রত্যেক স্বাস্থ্য পরিদর্শক নূন্যতম ৫০০টি খানা পরিদর্শন করেন। খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারকে নিরাপদ পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার, গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যা, অপুষ্ট শিশুদের পরামর্শ , জটিল রোগীদের রেফারেল সার্ভিস, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে পরামর্শ, ডায়াবেটিকস চেক আপ, ওজন মাপন, রক্তের চাপ নির্ণয়, স্বাস্থ্য কার্ড, স্বাস্থ্য সচেতনমুলক আলোচনা সভা করন ইত্যাদি কাজ করে থাকেন।

ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক:

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ মাসে ১৬টি করে বিভিন্ন জায়গায় ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করেন। বিগত অর্থবছরে ৩৮৪টি ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করে তার মাধ্যমে সেবা প্রদান করেন । সেবা প্রদান করা হয়েছে ৩৯৪৫জনকে ।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক :

কর্মএলাকার ০৮টি জায়গায় প্রতিমাসে মোট ০৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। এমবিবিএস ডাক্তার স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগীদের সেবা প্রদান করেন। অর্থ বছরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ৯৬টি। সেবা প্রদান করা হয়েছে ২৫৫০জনকে।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক খানা পরিদর্শন করছেন	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্ট্যাটিক ক্লিনিকে রোগীকে সেবা দিচ্ছেন	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগীকে সেবা দিচ্ছেন ডাঃ মাহফুজ্জামান, এমবিবিএস, আর এম ও প্রাইম হাসপাতাল নোয়াখালী।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ

চক্ষু ক্যাম্প, গাইনী ক্যাম্প, শিশু ক্যাম্প, মেডিসিন ক্যাম্প অর্থ-বৎসরে মোট ০৪টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের আওতায় ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের দরিদ্র ও অতি দরিদ্র রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়েছে, স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ৭৪৫জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

চক্ষু ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডা: মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, এমবিবিএস, পিজিটি চক্ষু, আরএমও, মাইজদী চক্ষু হসপিটাল ।	শিশু ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডাঃ মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), পিজিটি (শিশু) ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম।	গাইনি বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডাঃ নাজনীন রশিদ, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য),এফসিপিএস (গাইনী)। স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন জনাব বেলায়েত হোসেন, চেয়াম্যান আমানউল্যাহ ইউনিয়ন।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক মৌলিক প্রশিক্ষণ :

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অর্থবৎসরে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ০৩দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ করানো হয়, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় মৌলিক প্রশিক্ষণে সেশান পরিচালনা করছেন ডাঃ কার্তিক চন্দ্র দাস, এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য), পিজিটি (মেডিসিন), প্রাক্তন পরিচালক জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা এবং ডাঃ মোমিনুর রহমান, এমবিবিএস, ডিউটি ডাক্তার উডল্যান্ড জেনারেল হসপিটাল, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী । স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রশিক্ষণে পুরষ্কার বিতরণ ও সমাপনি বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম।

বধির ক্যাম্পঃ

বধিরতা যাচাই ও সঠিক চিকিৎসা পরামর্শ বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প । উক্ত ক্যাম্পে ৫৯ জন বিভিন্ন ধরণের কানের রোগীকে সেবা প্রদান করা হয় যার মধ্যে ৩৬ জন ছিল বধির । এ ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন জনাব ডাক্তার মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মিয়াজি, এমবিবিএস, এফসিপিএস,(নাক-কান-গলা) ।

টিকা দিবসে অংশগ্রহণ:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ, শিক্ষিকাগণ নিজ নিজ ওয়ার্ডে টিকা দিবসে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ তাদের কাজ তদারকি করেন।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রশিক্ষণ	বধির ক্যাম্পে বধিরতা যাচাই	টিকা দিবসে অংশগ্রহণ

স্যানিটারী ল্যাট্রিনঃ

পরিবার উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ১০০ সেট টয়লেট নির্মান করা হয়। প্রতি ল্যাট্রিনি ১টি স্ল্যাব ও ০৫টি রিং স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত ২০০ সেট টয়লেট নির্মান করা হয়েছে। টয়লেট গুলো পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সংস্থা ও উপকারভোগীর যৌথ আর্থিক সহায়তায় নির্মান করা হয়েছে। প্রতি ল্যাট্রিনে তারা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে ব্যবহার করছে।

ল্যাটিন উপকারভোগীদেও মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান করছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব শামছুল হক,	স্থাপিত একটি স্যানিটারী ল্যাটিন

ভিক্ষুক পুর্ণবাসন ঃ

ভিক্ষুক পূর্ণবাসনের উদ্দেশ্যে এ অর্থবছরে প্রত্যেক ভিক্ষুককে ১লক্ষ টাকা করে ০২জনকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ০৪জন ভিক্ষুক পুর্ণবাসন করা হয়েছে। ভিক্ষুকরা উক্ত কার্যক্রমের ফলে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বাবাভিক জীবন যাপন করছে । এবছর ভিক্ষুকের হাতে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আইয়ুব খাঁন, উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা কার্যালয়, নোয়াখালী, ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

পূণর্বাসিত সদস্য ফকির আহাম্মদের গরু পালন প্রকল্পের ছবি।	ভিক্ষুকের হাতে চেক বিতরণ করছেন জনাব আইয়ুব খাঁন, উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা কার্যালয়, নোয়াখালী।

লিফট কর্মসূচীর আওতায় " ভেড়া পালন "প্রকল্প

প্রায় দুই দশক সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় প্রাণি সম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় আধুনিক প্রাণি সম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি গুলো পৌছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিগত ২৪/4/২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পরিচালনা পর্ষদের ২০৮ তম সভায় Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসুচির আওতায় " দেশী উন্নত জাতের ও সংকর জাতের ভেড়া পালন ও সংরক্ষন এবং পারিবারিক ও প্রজনন / প্রদর্শনী খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন"প্রকল্প গ্রহন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায়" ভেড়া পালন" প্রকল্প অক্টোবর , ২০১৭ ইং হতে শুরু করে। সংস্থা পর্যায়ে একটি ব্রিড়িং খামার স্থাপন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কর্মএলাকার বিবরণ ঃ

ক্রম নং	শাখার নাম	জেলার নাম	উপজেলা নাম	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা		
							পুরুষ	এহিলা	মোট
০১	চরবাটা, চরআমানউল্যা, পূর্বচরবাটা	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চরবাটা, চর আমানউল্যা , পূর্বচরবাটা	১৬	২২৯৮	১১৬০	১১৩৮	২২৯৮

আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন প্রর্দশনী ঃ

চর আমানউল্যা শাখার সাতাশদ্রোন গ্রামে দিগন্ত কৃষি উন্নয়ন সমিতির লিফট কর্মসূচির ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্য সিরাজুল ইসলামের ভেড়ার খামার পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা মহাব্যবস্থাপক ড: শরীফ আহম্মদ চৌধুরী ।	ভেড়া পালন কর্মসুচি চর আমানউল্যা শাখার দাসেরহাট ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির মোঃ জহিরের খামার সরজমিনে পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা সহকারী ম্যানেজার মোঃ শাহারিয়ার আল মাহামুদ।	চর আমানউল্যা শাখার চর আমানউল্যা ইউনিয়নের সাতাশদ্রোন গ্রামে দাসেরহাট ব্যবস্যা উঃ সমিতির সদস্য মোঃ জহিরের খামার ।

আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ১২৮ টি মাচাসহ ঘর তৈরি করার মাধ্যমে ভেড়া পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয় । খামার সমুহ যথাক্রমে চরবাটা ইউনিয়নে ৭৪ জন, চর আমানউল্যা ইউনিয়নে ৩৯ জন এবং পুর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ১৫ জন। ভেড়া পালনকারী সদস্যরা ভেড়া বিক্রয় করে বার্ষিক প্রায় ৩০০০০-৩৫০০০ টাকা আয় করে লাভবান হয়েছে।

ভেড়া পালন প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য ২০১৮ আগস্ট থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৭০০০০০/- টাকা ৯১ জন সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ঋণ বিতরন করা হয় যেমন– বুনিয়াদ ৫ জন, জাগরণ ৬০ জন ও অগ্রসর ২৬ জন। এই ঋণের বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড এবং পরবর্তি ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ যোগ্য। এ ছাড়া ঘর তৈরী, ঘাস চাষ, টিকা ও কৃমিনাশক ইত্যাদি খরচ বাবদ অনুদান প্রদান করা হয় ২৬৫৮৬১/-টাকা ।

ঘাস উৎপাদন প্রর্দশনী :

সংস্থার কর্মএলাকার জনসাধারণের মধ্যে উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও ঘাস উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের পালিত গবাদী পশুর সারা বৎসর ব্যাপি কাঁচা ঘাসের চাহিদা পূরণ ও এলাকায় উন্নত জাতের ঘাস চাষকে সদস্য পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষে ঘাস উৎপাদন প্রর্দশনীর আওতায় ৭ জন সদস্যকে প্রর্দশনীর খরচে স্থায়ী ঘাস হিসাবে ৩৫০০ টি জার্মান ঘাসের কাটিং এবং ৭০০ কেজি কেঁচো সার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সংস্থার ১১০ জন সদস্যদের মধ্যে প্রতি জনকে ১০০টি করে মোট ১১০০০টি উন্নত জাতের জার্মান ঘাসের কাটিং বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

চরবাটা শাখার প্রজাপতি মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য চরমজিদ গ্রামের মোছা: জান্নাত বেগমের খামার।	চরবাটা শাখার শুকতারা মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য কহিনুর বেগমের ঘাস চাষ প্রদর্শনী।	চরবাটা শাখার জবা মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌসীর ঘাস চাষ প্রদর্শনী।

প্রশিক্ষণ ঃ

ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ বছরে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৬ ব্যাচে ১৫০ জন সদস্য এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষনে সদস্যর সাথে কথা বলছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফূল ইসলাম।	ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষনে সদস্যর সাথে মত বিনিময় করছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শামছুল হক।	ভেড়া পালন বিষয়ে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সুবর্ণ চর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: গৌতম কুমার দাস ।

চিকিৎসা ও ভ্যাক্সিনেশন :

প্রকল্পের মাধ্যমে জুলাই, ২০১৮ ইং হতে **জুন/২০১৯** পর্যন্ত কর্মএলাকার মোট ১২৬ জন উপকারভোগী ও সাধারণ কৃষকের পালিত অসুস্থ ভেড়া ও ছাগলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার চরবাটা শাখা, পূর্ব চরবাটা শাখা ও চর আমানুল্যাহ শাখার কর্মএলাকার বিভিন্ন সমিতির উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ভেড়া পালন বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মএলাকার সাধারণ জনগণকে তাদের অসুস্থ ভেড়া ও ছাগলের সুচিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে সরাসরি উপকৃত হয়েছে। বোভাইন এপিমেরাল ফিভার, নিউমোনিয়া, ওলান প্রদাহ, গর্ভফুল আটকে যাওয়া, গবাদীপশু ডাকে না আসা, রিপিট ব্রিডিং, ব্যাবিসিয়োসিস, পেট ফাপা, মায়াসিস, সিম্পল্ ইনডাইজেশন, পিং আই, দুগ্ধ জ্বর, পিপি আর, নেভাল ইল, ডায়রিয়া, ডার্মাটাইটিস, পরজীবী সংক্রমণ, অপুষ্টিহীনতা, কুকুড়ে কামড়ানো, শিং ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ভেড়া ও ছাগলের টিকা দান কর্মসূচির মাধ্যমে ৬২০ টি ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা এবং ৩২০টি ভেড়াকে এফএমডি (ক্ষুরা রোগ) রোগের টিকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া উপকারভোগী সদস্যদের ভেড়াকে খাওয়ানোর জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০০টি কৃমিনাশক ঔষধ স্বল্পমূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় টিকাদান কর্মসূচিতে প্যারাভেট ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা দিচ্ছে ।	পূর্ব চরবাটা শাখার পলাশ মহিলা সমিতির সদস্য রাজিয়া বেগমের ভেড়াকে নিউমোনিয়া রোগের জন্য চিকিৎসা দিচ্ছেন প্রকল্পের প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন) :

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছর গুলোয় পিকেএসএফ এর কার্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মানবিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা

প্রদানের প্রত্যয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম কাঠামো অব্যাহত ভাবে সমৃদ্ধি হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় দারিদ্র দুরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সংহতি রেখে পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি নামের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থা ২০১৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর থেকে নোয়াখালী জেলার চর এলাহী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবে এতে করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

কর্মএলাকার বিবরণ :

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ দিকে ৮নং চর এলাহী ইউনিয়ন অবস্থিত। চর এলাহী ইউনিয়নে ১২টি গ্রাম, ০৯টি ওয়ার্ড আছে। ইউনিয়নের মোট খানার সংখ্যা-৬৯৫২টি, মোট জনসংখ্যা-৩৩৭৮৭ জন, প্রবীনের সংখ্যা ১৬২০ জন।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	শাখা	ওয়ার্ড সংখ্যা	উপ:ভোগী প্রবীণসংখ্যা	উপকারভোগীপ্রবীণসংখ্যা			মন্তব্য
						পুরুষ	মহিলা	মোট	
নোয়াখালী	কোম্পানিগঞ্জ	চর এলাহী	২টি	৯টি (১নং-৯নং)	১৮১৫	৯১৩	৯০২	১৮১৫	

প্রবীণ গ্রাম ,ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি মিটিং ও ঋণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

প্রবীণ কর্মসূচীর আওতায় ৫টি গ্রাম কমিটি মিটিং, ৯৫ টি ওয়ার্ড কমিটি মিটিং ও ৯ টি ইউনিয়ন কমিটি মিটিং সম্পূর্ন করা হয়। ঋণ গ্রহনকরতে আগ্রহী এবং আয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত এমন ৬০ জন প্রবীন ব্যাক্তিকে ৩ ব্যাচে প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে আয়বৃদ্ধিমূখ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রবীণ ব্যক্তিদের গ্রাম ওয়ার্ড মাসিক সমন্বয় সভা

প্রবীণদের ব্যাক্তিদের ইউনিয়ন মাসিক সমন্বয় সভা

প্রবীণদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো: মাহাবুবুর রহমান

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন, প্রবীন ব্যাক্তিদের সম্মননা এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মননা প্রদান :

ইউনিয়নের সকল প্রবীনদের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনার মধ্যদিয়ে আন্তজাতিক প্রবীন দিবস উৎযাপন করা হয়। **৬ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা মেডেল ও সাটিফিকেট প্রদান, ৬ জনকে প্রবীণ সম্মননা এককালীন আর্থিক সুবিধা এবং ৩ জনকে শ্রেষ্ঠসন্তান সম্মাননা মেডেল ও সাটিফিকেট প্রদান, ৩ জনকে শ্রষ্ঠসন্তান সম্মাননা আর্থিক প্রদান করা হয়।**

আন্তজার্তিক প্রবীণ দিবস র‍্যালি উদযাপন

আন্তজাতিক প্রবীন দিবসে প্রবীণ ব্যাক্তিদেও সম্ননা

শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী

	প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম	পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম

অস্বচ্ছল প্রবীন ব্যাক্তিকে বিনামূল্যে সহায়তা প্রদান :

শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদের এমন ১১৬ জন ব্যাক্তিকে বিশেষ সহায়তা হিসেবে ৫০ জনকে কম্পল বিতরণ ৬০ জন কে কমেড চেয়ার ও স্টিক এবং ৬ জনকে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

বিশেষ সহায়তা প্রবীণদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ

বিশেষ সহায়তা প্রবীণদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মো: ইলিয়াছ

প্রবীণদের আর্থিক পরিপোষক ভাতা, অস্বচ্ছল প্রবীণকে ভরণ পোষন আবাসন, প্রবীণদের বিশেষসহায়তা ও দাপন কাপনের জন্য সহায়তা প্রদান:

১০০ জন প্রবীণ ব্যাক্তিকে মাসে ৬০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। এক জন অস্বচ্ছল প্রবীন ব্যাক্তিকে মাসে ৪০০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। ৮ জন মৃত ব্যাক্তিকে দাপন-কাপনের জন্য টাকা প্রদান করা হয়।

মো: রুহুল আমিনের হাতে পরিপোষক ভাতা তুলেদেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

অস্বচ্ছল প্রবীন বেগমকে মাসিক ৪০০০/- টাকার ভাতা প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক

কাহেলা খাতুন এর দাপন- কাপনের পূর্বে পরিবারের হাতে (মৃত ব্যাক্তির সৎকার কার্যক্রমের) টাকা প্রদান করছেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি(চর আমান উল্যা ইউনিয়ন) :

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পিকেএসএফ এর কার্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মানবিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রত্যয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম কাঠামো অব্যাহত ভাবে সমৃদ্ধি হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় দারিদ্র দুরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সংগতি রেখে পিকেএসএফ ও ইহার পার্টনার অর্গানাইজেশনের সাথে যৌথ ভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি নামের নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ১লা জুলাই, ২০১৮ইং তারিখ থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে চর আমানুল্যা ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সংস্থা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয়, প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্যারা ফিজিওথ্যারাপিষ্ট

প্রশিক্ষণ, প্রবীণ ব্যাক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত সেবাসমূহ প্রাপ্তীর ফলে তাঁদের জীবনযাপন শান্তি ও সুখময় হচ্ছে।

কর্মএলাকা ও প্রবীণ উপকারভোগী তথ্যঃ

ক্রমিক	শাখা	জেলার নাম	উপজেলা ইাম	ইউনিয়ন নাম	গ্রাম/ ওয়ার্ড সংখ্যা	উপঃ ভোগী পরিবার সংখ্যা	প্রবীণ সংখ্যা			মন্তব্য
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	চর আমান উল্যা শাখা	নোয়াখালী	সূবর্ণচর	৬নংচর আমান উল্যা	০৯	১৪২১	৬৫৭	৭৬৪	১৪২১	

প্রবীণ জরিপ, প্রবীন নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন, প্রবীণ ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি মিটিং :

প্রকল্পের উপকার ভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে জরিপ কাজ আবশ্যক । বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রবীণ জরিপ কার্যক্রমের কাজ করছেন স্বাস্থ্য পরিদর্শক টিপু রানী মজুমদার। জরিপ কাজ শেষে প্রকল্পের উপকার ভোগী ১৪২১ জন।। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন করে ৮১ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। প্রতিটি গ্রামে ১১ জন প্রবীণ ব্যক্তি কে নিয়ে গ্রাম কমিটি, প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১১ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়ে প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটি ও প্রতি ওয়ার্ডের ১/২ জন নেতৃবৃন্দ কে নিয়ে ১১সদস্য বিশিষ্ট প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। মোট গ্রাম মিটিং করা হয়েছে ০৫টি ওয়ার্ড মিটিং করা হয়েছে ৯০টি এবং ইউনিয়ন মিটিং করা হয়েছে ১০টি।

প্রবীণ জরিপ কাজ করছেন স্বাস্থ্য পদির্শক টিপু রানী মজুমদার

প্রবীন নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন বক্তব্য রাখছেন সংস্থার উপ-পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম।

প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটির মিটিং

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ :

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সম্মানিত চেয়াম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, আরো উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব বেলায়েত হোসেন, ইউপি সদস্যগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রয়্যাত নির্বাহী পরিচালক, উপ-পরিচালক, ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্ধোধন শেষে ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে প্রবীণদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন, ইউপি চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সবশেষে প্রধান অতিথীর বক্তব্য দিচ্ছেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধনী সমাবেশে বিশেষ অতিথীর বক্তব্য দিচ্ছেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।

ওয়ার্কিং স্টিক ও হুইল চেয়ার বিতরণঃ

অনুষ্ঠান শেষে অসহায় প্রবীণদেও যারা স্টিক ছাড়া হাটতে পারেনা,দাঁড়াতে পারেনা তাদের মধ্যে ২০টি ওর্য়াকিং স্টিক এবং যারা উঠে বসতে পারেনা সারাক্ষন বিছানাই থাকে তাদের মঃধ্য ০২টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

ওর্য়াকিং স্টিক হুইল চেয়ার বিতরণ করছেন জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও জনাব ড.মোঃ জসীম উদ্দিন, ইউনিয়নের চেয়াম্যান জনাব বেলায়েত হোসেন ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রয়্যাত নির্বাহী পরিচালক, উপ-পরিচালক, ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বয়স্ক ভাতা, প্রবীণ সম্মাননা ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদানঃ

অসহায় ৭৫ জন প্রবীণের মাঝে বয়স্ক ভাতা সমাজ সেবা ও সামাজিক কাজের অবদান স্বরুপ ১২ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও মা-বাবার ভরনপোষন ও চিকিৎসায় অবদানের জন্য ৬ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাঝে ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট বিতরন ও আর্থিক সম্মাননা দেওয়া হয়।

প্রবীণদের মাঝে বয়স্কভাতা বিতরণ করছেন আইয়ুব খান, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, নোয়াখালী ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য বৃন্দ ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব এ এইচ এম আব্দুল কাউয়ুম, মহা-ব্যবস্থাপক(কার্যক্রম) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

প্রবীণদের মাঝে ভরণপোষন আবাসন ও কমোট চেয়ার বিতরণ :

যে সমস্ত প্রবীণ সাধারণ কমোডে বসে পায়খানা করতে পারে না এমন ২০ জন প্রবীণ কে ২০টি কমোড চেয়ার ও একজন অসহায় নিঃস্ব অতি বয়স্ক প্রবীণ বিন্দু বালা দাস কে প্রতি মাসে ৪০০০/- টাকা করে ভরনপোষন বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

অক্ষম প্রবীণদের কমোড চেয়ার ও নিঃস্ব প্রবীন ব্যক্তিকে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা ভরন পোষন আবাসন এর টাকা তুলে দিচ্ছেন এ.এইচ.এম আব্দুল কাউয়ুম মহা-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউনেন্ডশনের। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সৈকত ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোনায়েম খান সংস্থার উপ-পরিচালক, ঋণ-সমন্বয়কারী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

শীতবস্ত্র বিতরণ ও প্রবীণ সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান :

অতিদরিদ্র শীতার্থ অসহায় প্রবীনদের মাঝে চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্য অনুযায়ী ১০০ জন প্রবীণের মাঝে ৫০টি কম্বল ৫০টি চাদর বিতরন করা হয় এবং প্রবীন মৃতঃ ব্যক্তির সৎকারের মাঝে অর্থ প্রদান করা হয়।চলতি অর্থ বছরে ২৫ জন প্রবীন ব্যক্তিকে ২ হাজার টাকা করে ৫০০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ করেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উপ-পরিচালক জনাব সাইফুল ও চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বেলায়েত হোসেন,

প্রবীন মৃতঃ ব্যক্তির সৎকারের অর্থ প্রদান করছেন ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব জাফর উল্যাহ

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ও নবীন প্রবীণ মেলা :

আন্তজার্তিক প্রবীন দিবস উদযাপন চর আমানউল্যাহ ইউনিযনের ৩০০ জন প্রবীন ব্যক্তির অংশ গ্রহনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে এক র‌্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, উক্ত র‌্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি, গ্রাম কমিটি , ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রত্যায় নির্বাহী পরিচালক জনাব রুহুল মতিন, চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের ইউপি সদস্যবৃন্দ ও ইউপি সচিব। র‌্যালী ও আলোচনা সভা শেষে সকল প্রবীণরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ রক্ষার

কর্মসূচির হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সামনের রাস্তায় ৩৫০টি তালের আটি রোপন করেন এবং সৈকত সরকারী সরকারী কলেজ মাঠে নবীন প্রবীণ মেলায় নানা ও নাতির মধ্যে প্রীতি ফুটবলের আয়োজন করা হয়।

প্রবীণ দিবসে বক্তব্য রাখছেন ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব জাফর উল্যাহ ও প্রবীণ দিবসে তালের আটি রোপন করছেন সংস্থার প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক জনাব রুহুল মতিন।

সৈকত সরকারী কলেজ মাঠে নবীন প্রবীণ মেলায় নানা ও নাতির মধ্যে প্রীতি ফুটবলের আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি:

উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক সক্ষমতা অর্জন আবশ্যক। মানবিক সক্ষমতা অর্জনের প্রপঞ্চ হলো মানুষের মানসিক ও দৈহিক সক্ষমতার উন্নয়ন ও বিকাশ,যার জন্য সুকুমার বৃত্তি ও ক্রীড়া চর্চার কোন বিকল্প নেই। পরিবার সমাজ ও প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা,শুদ্ধাচার চর্চা, সৎ-গুনাবলির বিকাশ,প্রকৃতি ও দেশপ্রেম এবং শুভ চিন্তা-ভাবনা শিক্ষনের পৃষ্ঠপোষকতার করা অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি বেগবান করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু-কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যৌথ অর্থায়নে সংস্থার কর্মএলাকায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার অডিটরিয়ামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুদ্ধাচার, নেতৃত্বের গুনাবলী ও বিকাশ বিষয়ক এবং শুদ্ধ উচ্চারণ, আবৃত্তি ও বিতর্ক বিষয়ক ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও যৌনহয়রানি রোধ বিষয়ক ২টি অবিহিতকরণ সভা বাস্তবায়ন করা হয়। চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালার বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মশালায় মোট ৪৬৫ জন ছাত্রী অংশগ্রহন করেন। জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও যৌনহয়রানি রোধ বিষয়ে অবগত করেন এ সবাইকে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এ কর্মসূচি সমন্ধে জানানোর আহব্বান করেন এবং সবাইকে সচেতনতার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও যৌনহয়রানি রোধ বিষয়ক অবিহিতকরণ সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ,।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও যৌনহয়রানি রোধ বিষয়ক অবিহিতকরণ সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন সংস্থার পরিচালক জনাব রুহুল মতিন।

শুদ্ধাচার, নেতৃত্বের গুনাবলী ও বিকাশ বিষয়ক এবং শুদ্ধ উচ্চারণ, আবৃত্তি ও বিতর্ক বিষয়ক কর্মশালায় বক্তৃতা দিচ্ছেন জনাব মোঃ মহিব উল্যাহ ।

শারীরিক ও মানষিক বিকাশে ক্রীড়া কর্মকাণ্ড ঃ

আন্তঃশ্রেণি দৌড় প্রতিযোগিতা : মাধ্যমিক পর্যায়ে শহীদ জয়নাল আবেদীন সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, জুবলী হাবিবুল্লাহ মিয়ার হাট উচ্চ বিদ্যালয়, হাজী মোশারেফ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় ও চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মোট ৪টি প্রতিষ্ঠানে স্কুল ভিত্তিক আন্তঃশিক্ষা শ্রেণী দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঁচটি শ্রেনীতে মোট ৮টি ইভেন্টে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩২২ (১২৫+৫৬+৭৬+৬৫ জন) ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

আন্তঃস্কুল ফুটবল, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাঃ

চরবাটা খাসের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে আন্তঃস্কুল ফুটবল, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার বাস্তবায়ন করা হয়। ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১২টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ২১৬জন ছাত্র অংশগ্রহনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইসমাইলিয়া আলিম মাদ্রাসা এবং রানার্স-আপ হয়েছে পূর্ব-চরবাটা স্কুল এন্ড কলেজ । কবাডি প্রতিযোগিতায় ৬টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ৬০ জন ছাত্রের অংশগ্রহনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চরবাটা খাসের হাট উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার্স-আপ হয়েছে দুলাল মিয়ার হাট মাদ্রাসা। ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ৮টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ২৪ জন ছাত্র অংশগ্রহনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পূর্ব-চরবাটা স্কুল এন্ড কলেজ এবং রানার্স-আপ হয়েছে হাজী মোসারেফ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়।

স্কুল ভিত্তিক আন্তঃশিক্ষা শ্রেণী দৌড় প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগিবৃন্দ।

আন্তঃস্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারীর একআংশ।

আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইসমাইলিয়া আলিম মাদ্রাসা

নবীন-প্রবীণ মেলা: সৈকত সরকারী কলেজ মাঠে সুবর্ণচর উপজেলা নবীন-প্রবীণ মেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ আবু ওয়াদুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর ও জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম, মহাব্যবস্থাপক,পিকেএসএফ। নবীন ও প্রবীণদের সমাগমে প্রীতি ফুটবল, কেরাম, হাড়ি-ভাঙ্গা, চেয়ার খেলা, যেমন খুশি তেমন সাজ, রশি টানা-টানি, ও লাঠি খেলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও স্কুল, কলেজ, মাদ্রসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণে মিনি ম্যারাথুন ও সাইক্লিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

নবীন ও প্রবীনদের সমাগমে কেরামবোর্ড প্রতিযোগিতা

নবীন ও প্রবীনদের সমাগমে নানা নাতির ফুটবল প্রতিযোগিতা

নবীন ও প্রবীনদের কাবাড়ি খেলা

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ, জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, অধ্যক্ষ, সৈকত সরকারী কলেজ, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক,সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক,সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন।

নবীন ও প্রবীনদের রসি টানাটানি খেলা দেখছেন জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম।	আন্তঃস্কুল সাইক্লিং প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম।	পুরুষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তিতা দিচ্ছেন জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম।

সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ড ঃ

বিগত ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি সুবর্ণ বই মেলা ও বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী মেলা ও আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভ-উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ আবু ওয়াদুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা ও জনাব সাইফুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। বিজ্ঞান ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল এর পক্ষে ও বিপক্ষে। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নোয়াখালী,সুবর্ণচর উপজেলার সৈকত সরকারী কলেজ মাঠে উক্ত উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নোয়াখালী জেলার আঞ্চলিক গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ আবু ওয়াদুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সুবর্ণচর উপজেলা ও জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ।
প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ফেনী জেলায় আন্তঃ উপজেলা ব্যাপি চর সাহা-ভিকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন নৃত্য, চিত্রাংকন, দেশাত্তবোধক গান ও শুদ্ধভাবে জাতীয় সংঙ্গীত গাওয়ার আয়েজন করা হয়। ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৫৫জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সুবর্ন বই মেলা ও বিজ্ঞান,কৃষি ও প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী মেলায় পুরুষ্কার দিচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আবু ওয়াদুদ।	নোয়াখালী জেলার আঞ্চলিক গানের প্রতিযোগিতার একাংশ	**ফেনী জেলায় উপজেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় শুদ্ধভাবে জাতীয় সংঙ্গীত প্রতিযোগিতা।**

লক্ষীপুর জেলায় আন্ত:উপজেলা ব্যাপি লক্ষীপুর আর্দশ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে এক মনোমুগ্ধ কর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বাস্তবা করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন নৃত্য, চিত্রাংকন, দেশাত্তবোধক গান ও শুদ্ধভাবে জাতীয় সংঙ্গীত গাওয়ার আয়েজন করা হয়। ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৪৬জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে উপজেলা পর্যায়ে নোয়াখালী সদর উপজেলার এক মনোমুগ্ধ কর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার ২২টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১১১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করেন। ইভেন্ট গুলো ছিলো নৃত্য, চিত্রাংকন, দেয়াল পত্রিকা, সংঙ্গীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপস্থিত ছিলেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল

ইসলাম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব হান্নান মোল্ল্যা ও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিবাবকবৃন্দ। প্রতিযোগিতা শেষে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করেন ।

লক্ষীপুর জেলায় উপজেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার দৃশ্য।

নোয়াখালী জেলায় উপজেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নৃত্য প্রতিযোগিতা।

নোয়াখালী জেলায় উপজেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা।

কৈশোর কর্মসূচি :

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বর্তমানে মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক ও সমন্বিত সেবাদি প্রদানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে উপযুক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ ধারাবাহিকতায় সংস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য **কৈশোর কর্মসূচি (Programme for Adolescents)** কাজ শুরু করা হয়েছে। সরকারি তথ্য মতে বর্তমানে দেশে ৩.৬০ কোটির বেশি কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ। আজকের কিশোর আগামী দিনের দেশ ও সমাজ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবে। দেশে চলমান 'জনমিতিক লভ্যাংশ'র সুফল পেতে কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা আবশ্যক। **'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন'**-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে।

এইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের সমাপ্তীকরণের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এর নির্দেশনানুযায়ী 'উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবগুলো' **কৈশোর কর্মসূচি**'র আওতায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কর্মসূচিটির ব্যয় পিকেএসএফ এবং সাগরিকা যৌথভাবে বহন করবে। ৩১ টি কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন, ২৫টি স্কুল ফোরাম গঠন ও ৬২০০ উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক বৈঠক/সভা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন ও যৌতুক রোধ কার্যক্রম, মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। জুলাই ২০১৯ হতে 'কৈশোর কর্মসূচি' মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হবে।

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চরআমানউল্যা, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন এবং হাতিয়া উপজেলার হরণী ও চানন্দী ইউনিয়নে উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থার চর বাটা শাখা, চর ক্লার্ক শাখা, মোহাম্মদপুর শাখা, জনতা বাজার শাখা, হাতিয়া বাজার শাখা ও পূর্ব চরবাটা শাখা মোট ৬টি শাখায় কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

উজ্জিবীত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কিশোরী ক্লাব কিশোরীদের মাঝে পিকেএসফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সার

মিতালী কিশোরী ক্লাবের মেয়েরা কেরাম বোড খেলছেন।

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার কার্যক্রম
রেজিঃনং-১০৬৫৯

২০১১ সনে সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ কল্পে ১৯৯৩ সালে দাতা সংস্থা অক্সফাম এর আর্থিক ও ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের কমিউনিটি হেলথ ইউনিটের সহায়তায় সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিক এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। এই স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ২০১৭ সনে সরকারি রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সীমিত খরচে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গর্ভবতী মায়ের আল্ট্রাসনোগ্রাফী এবং প্যাথলজি সেবা প্রদান করা হয়। সংস্থার সমিতিভুক্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও এলাকার জনগোষ্ঠী অল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ পাচ্ছে। ফলে সংস্থার কর্মএলাকার সুবর্ণচর এবং হাতিয়া অঞ্চলের মানুষের ও সমিতিভুক্ত পরিবার সমূহের সদস্যবৃন্দের ক্রমানয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগী ঃ

ক্রমিক নং	সেবা গ্রহণকারী উপকারভোগী শ্রেণী	সেবা সমূহ
০১	শিশু (নবজাত শিশু ও দুগ্ধপানকারী শিশু)	শিশুর শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমন, নিউমোনিয়া, জন্ডিস, সর্দি কাশি ও জ্বর, তীব্র কানের সংক্রমন, মুখের গা, ডায়রিয়া, আমাশয়, শিশুর প্রতিরোধযোগ্য রোগের টীকা ও অপুষ্টি
০২	মহিলা (জরায়ু সমস্যা, গর্ভধারন ও পরিচর্যা, প্রসব ইত্যাদি সহ মহিলাদের অন্যান্য সমস্যা)	প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, যৌন বাহিতরোগের চিকিৎসা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা প্রতিরোধযোগ্য রোগের টিকা প্রসব কালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রসবত্তর ও প্রসব পরবর্তী সেবা।
০৩	বৃদ্ধ/বৃদ্ধা	বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে অক্সিজেন সেবা প্রদান। এছাড়া তাৎক্ষনিক সদর হাসপাতালে রেফারের ব্যবস্থা করা হয়।

প্যাথলজি সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগী ঃ

ক্রমিক	সেবা সমূহ	স্বাস্থ্য সমস্যা
০১	রঙ্গিন আল্ট্রাসনোগ্রাফী	গর্ভবতী মায়ের গর্ভ চেকআপ, জরায়ু সমস্যা, লিভারের সমস্যা, কিডনী সমস্যা।
০২	ই.সি.জি	হার্টের সমস্যা নির্ণয়
০৩	রক্ত পরীক্ষা	রক্তস্বল্পতা, জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা,
০৪	প্রস্রাব পরীক্ষা	প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন, গর্ভ টেস্ট
০৫	প্রতিরোধযোগ্য ভ্যাকসিন	হেপাটাইটিস ভাইরাস, র‍্যাবিক্স ভাইরাস ও টিটেনাস ভ্যাকসিন।

ডক্টর্স চেম্বার কার্যক্রম :

ডক্টর'স চেম্বারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সংস্থার সমিতির সদস্যসহ সমাজের দরিদ্র ও হতদরিদ্র রুগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে মা ও শিশু, মেডিসিন, গাইনী, এবং ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। ডাক্তার ভিজিট ফি সহ অন্যান্য সকল ধরনের সেবা সমূহ ৫০% ছাড় মূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। তাই গ্রামের অতি গরীব ও অসহায় মানুষ বিনা চিকিৎসার কষ্ট থেকে মুক্তি পাই। সপ্তাহের প্রত্যেক রবিবার ও মঙ্গলবার ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য),গাইনী রোগী দেখেন বিকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এবং প্রত্যেক শনিবার রোগী দেখেন ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র দাস, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), মেডিসিন, সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত । ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে এ অর্থবছরে গাইনী রোগী-১৭০৭ জন, মেডিসিন ও ডায়াবেটিস রোগী-৬৪৯ জন এবং অন্যান্য রোগের রোগী ১৮১জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), একজন গর্ভবতী মায়ের পরীক্ষা করছেন।	ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র দাস, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), পিজিটি(মেডিসিন), সিসিডি(বারডে), একজন রুগীর রক্ত স্বল্পতা ও জন্ডিস পরীক্ষা করছেন।

প্যাথলজি (রঙ্গিন আল্ট্রাসনোগ্রাফী, ই.সি.জি, রক্ত পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা, প্রতিরোধযোগ্য ভ্যাকসিন) **ও ইপিআই সেবা :**

ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), গাইনী একজন মহিলা রোগীর আল্ট্রাসনোগ্রাফী করছেন	শ্যামলী দেবনাথ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রোগীদের ব্লাড প্রেশার দেখছেন।

হার্টের সমস্যাজনিত রোগীদের ই.সি.জি পরীক্ষার মাধ্যমে হার্টের রোগ নির্ণয় করে রোগীদের সু-চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া সদস্য পরিবারের সদস্যগণ ও বাহিরর গরীব এবং অসহায় রোগীরা কম খরচে এখন এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করার সুবিধা পাচ্ছে।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষা দ্বারা জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, রক্তস্বল্পতা, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা নির্ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় হয়। এছাড়া প্রস্রাব পরীক্ষা করে প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন এবং কফ টেস্ট বা পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় হচ্ছে। শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের নেবুলাইজেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত অল্পখরচে এই সকল সেবা সমূহ দেয়া হচ্ছে। মরণব্যাধি রোগ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস টেস্ট করে স্বল্পখরচে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের অধিনে ই.পি.আই টিকাদান কর্মসূচি ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে অত্র এলাকায় মহিলাদের প্রতিরোধক টিটেনাস এবং বাচ্চাদের সকল প্রকার টিকা নিয়ে মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে।এখানে মহিলা দ্বারা টিকা নেয়ার বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

সংস্থার মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজিষ্ট ল্যাবরেটরীতে রোগীর টেস্ট এনালাইজার মেশিন অপারেটিং করছে।	ফলদ বৃক্ষ মেলায় সংস্থার পক্ষ থেকে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ডায়াবেটিস নির্ণয়, ব্লাড প্রেশার এবং শারীরিক ওজন পরিমাপের সেবা দিচ্ছে।	প্রত্যেক মাসে সেন্টারে সরকারি ই.পি.আই. টিকাদান কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্প: সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা)
Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)

এই কর্মসূচির আওতায় চরবাটা শাখার কর্মএলাকা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের গ্রাম সমূহ যথাক্রমে চরবাটা, মধ্য চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, চর মজিদ, পূর্ব চরমজিদ ও পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের পূর্ব চরবাটা, হাজীপুর, চর নঙ্গলীয়া এলাকায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ৩টি ইউনিয়নের সর্বমোট ৮৩ টি সমিতির ২৩৮২ জন সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে উক্ত ইউনিয়নের মানুষের সামাজিক অবস্থা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমান্বয়ে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

জনতা বাজার শাখার সমিতিতে প্যারামেডিক কতৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ, রক্তচাপ নির্ণয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।		মৎস ইউনিট এর মাঠ দিবসে প্যারামেডিক কর্তৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।

অন্যান্য শাখায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান :

প্যারামেডিক সেবা কর্মসুচির আওতায় উপরে উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সংস্থার আরো দুটি শাখা যথাক্রমে রামগতি উপজেলার চৌধুরীর হাট শাখা ও কবিরহাট উপজেলার ধানসিঁড়ি শাখায় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শাখার অফিসে স্ট্যাটিক ক্লিনিক ও সমিতির উঠান বৈঠকে সদস্যদের স্বাস্থ্য , শিক্ষা, স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করা হয়। সংস্থার কৃষি ইউনিট,মৎস এবং প্রাণী সম্পদ ইউনিটের সাথে এ যাবত ১৬ টি মাঠ দিবসে অংশ গ্রহণ করে ১১২০ জন সদস্যকে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করা হয়। এছাড়া জনতাবাজার শাখায় ৩টি ও আল আমিন বাজার শাখায় ১টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে ১২০ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি:

২০১২ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় এবং সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সন থেকে সমিতির সদস্যভূক্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। পিকেএসএফ ও সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির তথ্য পৃথকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

পিকেএসএফ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত শিক্ষাবৃত্তির তথ্য:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০১২ সন থেকে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির উপকারভোগী অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। ২০১৮ সনে এসএসসি উত্তীর্ণ জিপিএ-৪.০০ থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ও এইচএসসি ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতিজন ১২ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি'র চেক প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৃত্তির তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

ক্রমিক	শিক্ষার স্তর	এ বছরে প্রদত্ত বৃত্তির তথ্য				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত		মন্তব্য
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট ছাত্র-ছাত্রী	বৃত্তির মোট অর্থ	মোট ছাত্র-ছাত্রী	বৃত্তির মোট অর্থ	
১	এসএসসি/সমমান	২৪	১৯	৪৩	৫১৬০০০	২৫০	৩৩৮৭০০০	
২	এইচএসসি ২ বর্ষে উত্তীর্ণ ও অধ্যয়নরত	-	-	-	-	১২৯	১৮১৮০০০	
৩	এইচএসসি উত্তীর্ণ ও পরবর্তী শ্রেণীতে অধ্যয়নরত	-	-	-	-	৪	৬০০০০	
	মোট	২৪	১৯	৪৩	৫১৬০০০	৩৮৩	৫২৬৫০০০	

প্রধান অতিথি সুবর্ণচর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব এ,এস,এম ইবনুল হাসান ইভেন ও সাগরিকা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম একজন ছাত্রীকে বৃত্তির চেক প্রদান করছেন।

প্রধান অতিথি ও সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মো: মোনায়েম খান একজন ছাত্রীকে বৃত্তির চেক প্রদান করছেন।

সংস্থার অর্থায়নে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি:

সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সন থেকে সমিতির সদস্যভূক্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের এসএসসি, জেডিসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ০৮ অক্টোবর' ২০১৮ খ্রি: তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন পাঠের পর সংস্থার উপ-প রিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সংস্থার কার্যক্রম সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচীর শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

ক্রমিক	শিক্ষার স্তর	এ বছরে প্রদত্ত বৃত্তির তথ্য				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত	
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট	মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট বৃত্তির অর্থ
১	এসএসসি/সমমান	২০	২৬	৪৬	২২৮০০০	৩৫৩	৮৬৮৬০০
২	জেএসসি/জেডিসি	২৯	২২	৫১	১৫২০০০	৩৮৫	৮৫৫১০০
৩	পিএসসি	-	-	-	-	১৮৫	২৪৭৫০০
	মোট	৪৯	৪৮	৯৭	৩৮০০০০	৯৮৮	২৩৬৪৭০০

২০১৮ সালের এসএসসি, জেডিসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ০৮ অক্টোবর' ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন পাঠের পর সংস্থার উপ-প রিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সংস্থার কার্যক্রম সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি সুবর্ণচর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব এ,এস,এম ইবনুল হাসান ইভেন বৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন।

সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মো: মোনায়েম খান, সৈকত সরকারি কলেজ বৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে সভার সমাপনি বক্তৃতা করছেন।

মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৯ থেকে অক্সফাম-জিবি এর অনুদানে স্বল্প আকারে মৌসুম ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি দিয়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। দাতা সংস্থা বা বাহিরের সাহায্য ব্যাতিরেকে সংস্থাকে স্থায়ীত্বশীল রাখা ও সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র পরিবার সমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য সংস্থার দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা ও চেতনায় ঋণ কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। তারই ফলশ্রুতিতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর নেতৃত্বে ১৯৯৩খ্রিঃ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। শুরুতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ খাত দিয়ে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋণখাত অন্তর্ভূক্ত হয়ে পিকেএসএফ'র ১২টি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ ও সবার জন্য বাসস্থান ঋণ প্রকল্পসহ মোট ১৪টি ঋণ খাতের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার ও শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বস্তী বাসীদের মাঝে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক আগ্রহী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য বিশেষ করে মহিলা প্রধানদেরকে সমিতি ভূক্ত করে সদস্য পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পাদনের জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া সংস্থা কর্মএলাকার বড় বাজার/বাণিজ্যিক কেন্দ্র সমূহে ব্যবসারত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী পুরুষ সদস্যদের নিয়ে পুরুষ সমিতি গঠন করে। তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে।

সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক

সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঋণ সমন্বয়কারী

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	জনাব মোঃ শামছুল হক

ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে বেকারত্ব প্রতিনিয়ত সমাজ ও দেশের জন্য এক বড় সমস্যা। জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। উৎপাদনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার কর্মএলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিক্ষিত জনশক্তির বেকারত্ব হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে সংস্থা ইহার ঋণ কর্মসূচি ও দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের আওতায় কর্মএলাকায় কর্মসংস্থানসহ দেশের বেকারত্ব হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স খাত সমূহের বিবরণ :

সংস্থা কর্মএলাকার গ্রামীণ, উপকূলীয় চরাঞ্চল ও শহর বা শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার গুলোকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অন্তভূক্ত করছে। দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংস্থা উপকারভোগীদের দক্ষতা ও পেশার উপর ভিত্তি করে সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর, কুঠির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা, উৎপাদনমূখী ও লাভজনক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সংস্থা বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার পরিচালিত চলমান ক্ষুদ্রঋণের খাত গুলো নিম্নরূপ।

➲	জাগরণ (Jagoran)	➲	**সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি (Samriddi – AC)**
➲	অগ্রসর (Agrasor)	➲	**সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন (Samriddi – LD)**
➲	বুনিয়াদ (Buniad)	➲	**সাহস (Sahos)**
➲	কেজিএফ-সুফলন (KGF- Sufalon)	➲	**গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan)**
➲	জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প (LIFT)	➲	**সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প**
➲	লিফ্‌ট (ভেড়া)	➲	**আবাসন ঋণ কর্মসূচি**
➲	সুফলন (Sufalon)	➲	**মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম**
➲	সমৃদ্ধি -আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (Samriddi – IGA)		

মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির বার্ষিক পরিকল্পনা সভা :

সংস্থা মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মমূচীর বার্ষিক পরিকল্পনা সভা খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ২ দফায় অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দফা জনু'১৯ মাসের ২১-২২ তারিখে ও ২য় দফায় জুলাই'১৯ মাসের ১৭-১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক ও ২/৩ জন ক্রেডিট অফিসার তাদের নিজ নিজ শাখার বিগত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ২ পর্বে ৪০ টি শাখার ২০১৮-১৯ সনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পরিকল্পনা উপস্থাপনার উপর অংশগ্রহণকারী সকলের প্রাণবন্ত আলোচনা, নিবিড় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিকল্পনার ভুলভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো সংশোধন করার মাধ্যমে শাখা সমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়। পরিকল্পনা সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফল ইসলাম সার্বক্ষনিক উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত তথ্যাদি প্রত্যক্ষ করেন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঋণ ব্যবস্থাপক (অগ্রসর) জনাব মোঃ মহিব উল্যাহ

সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মনিটরিং ও ডকুমেন্টেশন অফিসার জনাব জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী।

সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় উপস্থিত স্টাফবৃন্দ।

সংস্থার ঋণ কর্মসূচির কর্মএলাকা :

সংস্থা বর্তমানে মোট ৪০টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ১০টি শাখা, হাতিয়া উপজেলায় ৫টি শাখা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ৪টি শাখা, নোয়াখালী সদর উপজেলায় ৪ টি শাখা, কবির হাট উপজেলায় ১টি শাখা, বেগমগঞ্জ উপজেলায় ২টি এবং লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২টি শাখা, কমলনগর উপজেলায় ১টি শাখা, লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ৩টি শাখা, রায়পুর উপজেলায় ৩টি, সেনবাগ উপজেলায় ১টি, ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলায় ১টি, ফেনী সদরে ২টি ও ছাগলনাইয়া উপজেলায় ১টি শাখায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে মোট ৪৪টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে ও নিকটবর্তী উপজেলায় কর্মএলাকা আরও সম্প্রসারিত হবে।

সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, সঞ্চয়ের বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান ও সঞ্চয় দাবী পরিশোধ :

সংস্থা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছে। সদস্যদের সমিতির সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় জমা প্রদান করা ঋণ কর্মসূচির অন্যতম শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবছর সংস্থার ৪০টি শাখার আওতায় সদস্যগণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক ৩২৫,০১০,১০৩ টাকা সাধারণ সঞ্চয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। মাসিক জমা (এমডিএস) ও দিগুন সঞ্চয় জমা স্কীমের আওতায় ৮৫,১২১,০৮৪ টাকা সহ এ বছরে সর্বমোট ৪১০,১৩১,১৮৭ টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে। বার্ষিক ৬% হারে সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ৩০,৬৫৮,৩১০ টাকা সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে সদস্যদের আবেদনের ভিত্তিতে ২৯০,০৭৯,৮৮৭ টাকা তাদের সঞ্চয়ের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরের ৩০ জুন'২০১৯খ্রিঃ তারিখে সর্বমোট ৫৬৩,৭৬১,৩৬৫ টাকা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল সংস্থাতে সঞ্চিত রয়েছে।

ছাগলনাইয়া শাখার বুনিয়াদ সদস্য সাহেদা আক্তার ও লুবনা আক্তার নিজ বাড়িতে টেইলারিং পেশায় নিয়োজিত। ঋনের পরিমান-৪০০০০+৪০০০০ টাকা।

সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বার শাখার একজন ইউপিপি সদস্য ঋণের মাধ্যমে ছাগল পালন প্রকল্প

সংস্থার সমিতি, সদস্য সংখ্যা, ঋণ বিতরণ ও ঋণ গ্রহীতার তথ্য (২০১৮-১৯) :

সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় সমিতি সংখ্যা পুরুষ ২৮৯টি ও মহিলা ২৪৫৩টি মোট সমিতি সংখ্যা ২৭৪২ টি। সমিতিতে ৬৮০৬ জন পুরুষ সদস্য ও ৫৪৫৬০জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৬১৩৬৬জন সদস্য রয়েছে। নোয়াখালী জেলার ৭টি উপজেলায় ৫১৫৯৯ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ১৮৯৯২৮০০০০ টাকা, লক্ষীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় ৭৫৪৭ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২৬৯৯৬৩০০০ টাকা ও ফেনী জেলায় ৪ উপজেলার মধ্যে ১৭৭৯জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৫৮৬৫৮০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৬০৯২৫জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২২২৭৯০১০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তাদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে অতিদরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ ঋণসহ বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ করেছে। বিভিন্ন ঋণ খাত যেমন জাগরণ খাতে **৩৩৮৬৯** জনকে, অগ্রসর খাতে ৪১০৫ জনকে, বুনিয়াদ খাতে ৩৫৪৬ জনকে , কেজিএফ-সুফলন খাতে ১২৯৩ জনকে, জমি লীজ ঋণ (লিফ্ট প্রকল্প) খাতে ৭০৪ জনকে, লিফ্ট ভেড়া পালন খাতে ৭৬জনকে, সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সুফলন ঋণ খাতে ১৫৩৫৭ জনকে, সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম খাতে ১৭২৯ জনকে ও সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি খাতে ১২৬ জনকে , সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন খাতে ৮৬ জন সহ সর্বমোট ৬০৯২৫জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংস্থার ৪০টি শাখার মোট ঋণ বিতরণ তথ্য নীচের পাই চার্টে প্রদান করা হল।

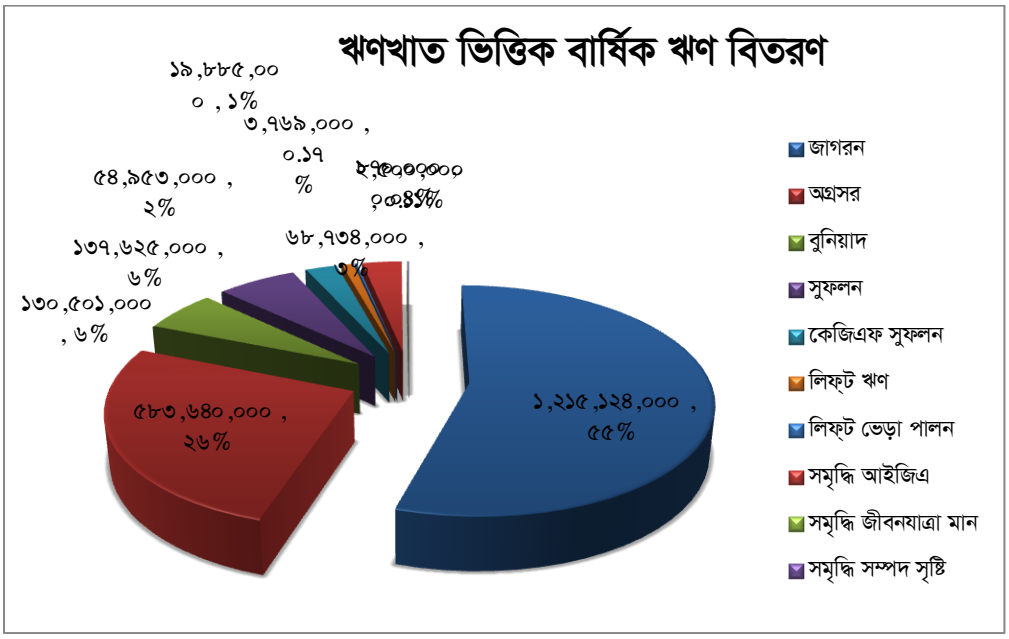

সেনবাগ উপজেলার একজন সদস সংস্থার জাগরণ ঋণ ব্যবহার করে সফল গাভী পালন প্রকল্প	প্রকল্প- চানাচুর ও লাড্ডু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সদস্যার নাম-রাহেনা বেগম স্বামীর নাম-মোঃ খানসাব, সমিতির নাম-লিজা মহিলা উন্নয়ন (জাগরন-৪০,০০০), সুবর্ণচর উপজেলা

ঋণের সার্ভিসচার্জ, ঋণের মেয়াদকাল ও গ্রেস পিরিয়ড :

সংস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রমহ্রাসমান ঋণস্থিতি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে সার্ভিসচার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। জাগরণ ঋণ কর্মসূচি বার্ষিক ২৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, অগ্রসর বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২(দুই) বছর, বুনিয়াদ বার্ষিক ২০ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১(এক) বছর, সুফলন বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, জমি লীজ ঋণ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০% হারে ঋণের মেয়াদ ১ বছর ,বছরে ২টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। উল্লিখিত নিয়মে সংস্থা থেকে বিতরণকৃত ঋণ সদস্যদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জসহ আদায় করা হয়। এছাড়াও কেজিএফ-সুফলন ঋণ বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণ বার্ষিক ২৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়দ ২ (দুই) বছর, সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট এবং ৩ মাসগ্রেস পিরিয়ড ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা উন্নয়ন ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর। গৃহায়ন ঋণ বার্ষিক ৫.৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর । আবাসন ঋনের সার্ভিসচাজ ১২% পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) বছর এবং মাসিক কিস্তি আদায় করা হয়। ঋণের কিস্তি আদায়ের গ্রেস পিরিয়ড সাপ্তাহিক কিস্তির ক্ষেত্রে ১৫দিন ও মাসিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ ১ মাস নিশ্চিত করে ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়।

হাতিয়া বাজার শাখা রোকেয়া বেগম লিফ্ট (জমিলীজ) ঋণ ব্যবহারকারী মহিলা সদস্য।	সুবর্ণচর উপজেলায় একজন সফল লিফ্ট(ভেড়া) ঋণ ব্যবহারকারী মহিলা উদ্যোক্তা।

সংস্থার ঋণ কর্মসূচির ঋণস্থিতি ও ঋণী সংখ্যা (জুন'১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত) তথ্য :

সংস্থার ঋণ কর্মসূচিতে ৪০টি শাখায় বর্তমানে পুরুষ সদস্য ৫,১৮৮ জন ও মহিলা ৪০,৭৪৫ জন মোট ৪৫,৯৩৩ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ১,৩০১,৬০৫,১৫২ ঋণস্থিতি রয়েছে।

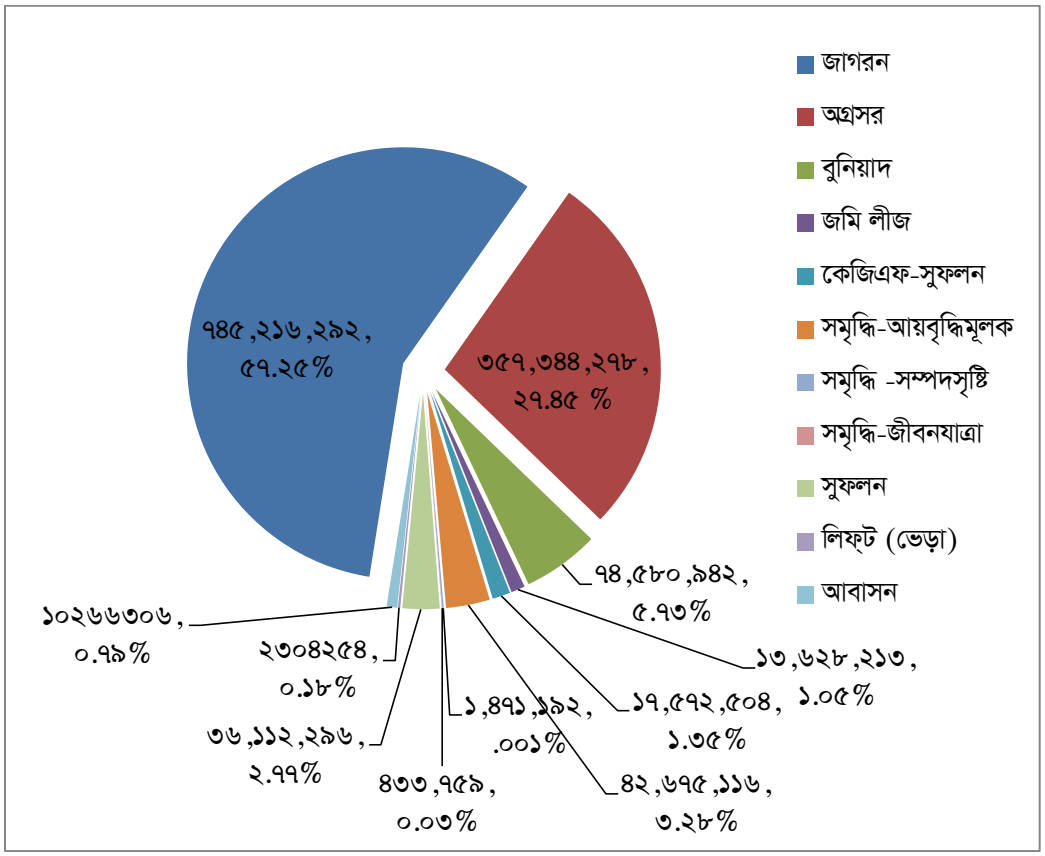

ঋণ ও সার্ভিসচার্জ আদায় :

সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং এ ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়। অটোমেশন পদ্ধতিতে সফ্টওয়ার আদায়শীট অনুযায়ী শাখায় ঋণের দৈনিক আদায়যোগ্য ও আদায় রেজিষ্টার গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়। সংস্থার বার্ষিক সর্বমোট ঋণ আদায় হয়েছে ১,৯৩৮,৩২৬,২৪৭ টাকা। বছর শেষে ৯৭৫ জন ঋণীর মধ্যে মোট ১১,৭৭৮,৮৭৪ টাকা বকেয়া ঋণ রয়েছে। তন্মধ্যে সন্দেহজনক ও কুঋণস্থিতি রয়েছে ৬,৫০১,৮৫৪ টাকা। সংস্থা এই অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী ঋণ কর্মসূচির ২৫৯,০৯৮,৭০১ টাকা, ব্যাংক থেকে আয় ৬,০৫৯,৮০৯ টাকা ও অন্যান্য আয় ১১৯৬৩৯৫ টাকাসহ সর্বমোট ২৬৬,৩৫৪,৯০৫ টাকা সার্ভিসচার্জ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

চর আমানুল্যা ইউনিয়নের সমৃদ্ধি আইজিএ ঋণ ব্যবহারকারী একজন কাকড়া চাষী উদ্যোক্তা সদস্য

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার এলাহী বাজারের একজন সফল আইজিএ ঋণ ব্যবহারকারী উদ্যোক্তা

সমৃদ্ধি জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন ঋণ ব্যবহারকারী চর আমানুল্যা ইউনিয়নের একজন সদস্য

সংস্থার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ, পরিশোধিত ঋণ ও ঋণস্থিতি হিসাব (২০১৮-১৯ অর্থবছর) :

ঋণ খাত	ক্রমপুঞ্জিভূত গৃহীত ঋণ তহবিলের পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ পরিশোধ (আসল)	ঋণস্থিতি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা	১,৮৮৩,৭১০,৯৪৩	১,৫১২,৭১০,৯৫১	৩৭০,৯৯৯,৯৯২
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড , চরবাটা শাখা	১৫,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০	০
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, সুবর্ণচর উপজেলা শাখা	১১৩,০৪৫,০০০	৫১,৭০০,০০০	৬১,৩৪৫,০০০
এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	৫৬,০৫০,০০০	২৪,৫৫০,০০০	৩১,৫০০,০০০
সিটি ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	১৩,৭৩৩,৭৫০	৯,৩৯৪,৭৫০	৪,৩৩৯,০০০
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, হারিছ চৌধুরীর বাজার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	৩৮,৫৭০,০০০	২৫,৩২৪,৮৮১	১৩,২৪৫,১১৯
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৩,৪০০,০০০	১,৮০০,০০০	১,৬০০,০০০
সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০০,০০০	২১,৬২৬,২৯৩	৩,৩৭৩,৭০৭
অগ্রণী ব্যাংক	৮০০০০০	০	৮০০০০০
মোট	**২,১৪৯,৩০৯,৬৯৩**	**১,৬৬২,১০৬,৮৭৫**	**৪৮৭,২০২,৮১৮**

চাপরাশির হাট শাখর অগ্রসর ঋণ ব্যবহার করে একজন সফল ডেইরী খামারী

সুবর্ণচর উপজেলার অগ্রসর ঋণ ব্যবহারকারী একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তা

সুবর্ণচর উপজেলার কেজিএফ সুফলন ঋণ ব্যবহারকারী একজন সফল উদ্যোক্তার খামার

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনার তথ্য:

এ বছর ১৪টি ঋণখাতে ৭০৮৪১ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সর্বমোট ৩১৬৭৭২৪০০০ টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা গত আর্থিক বছরের পরিকল্পনার চেয়ে ৬১.৬০ কোটি টাকা বিতরণ বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। মোট ঋণ তহবিলের ঋণখাত ভিত্তিক শতকরা হার যেমন- জাগরণ ঋণ ৫৪.৪৬%, অগ্রসর ঋণ ২৫.৫৭%, বুনিয়াদ ঋণ ৯.০৬%, লিফ্‌ট ঋণ ০.৬১%, কেজিএফ সুফলন ঋণ ১.৯৭%, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধি সম্পদসৃষ্টি-এ ০.২০%, সুফলন ঋণ ৩.২৬%, লিফ্‌ট (ভেড়া) ০.২২% ও আবাসন ঋণ ১১.০০% বিতরণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট ভিত্তিক বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা নীচের চার্টে দেখানো হয়েছে।

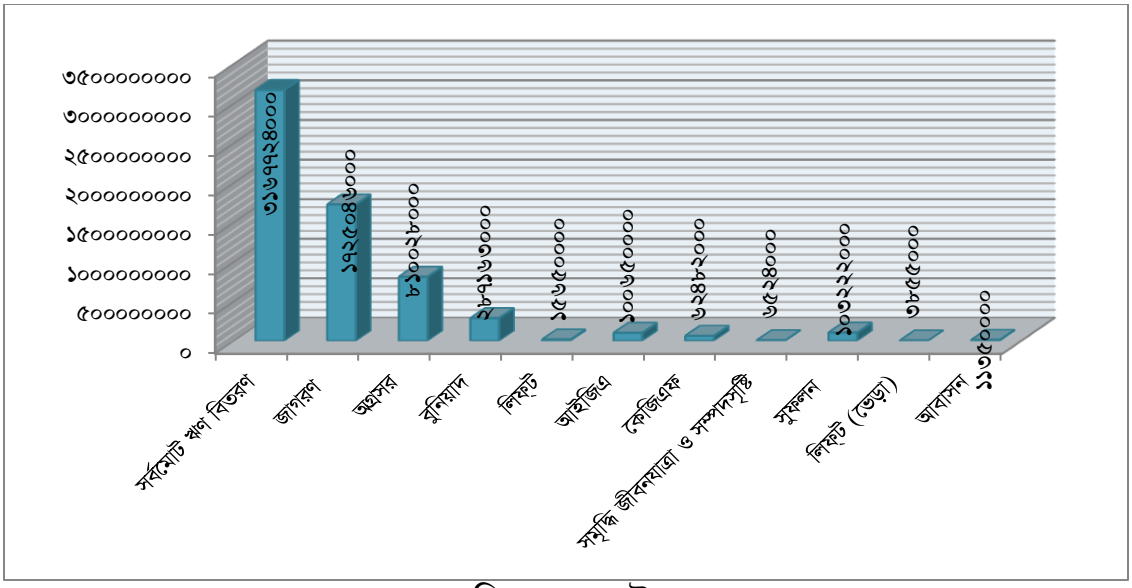

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন

এক নজরে সংস্থা'র মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র তথ্য :

	সূচক সমূহ	অর্জিত (৩০ জুন ২০১৮)	অর্জিত (৩০ জুন ২০১৯)
১	শাখার সংখ্যা	৪০	৪০
২	মোট সদস্য সংখ্যা	৫৩৭৬৪	৬১,৩৬৬
৩	মোট ঋণী সংখ্যা	৪০৩৭৪	৪৫,৯৩৩
৪	ঋণ গ্রহীতা কভারেজ (%)	৭৫.০৯%	৭৩.৪০%
৫	মোট স্টাফ সংখ্যা	৩১০	৩৬৫
৬	মোট মাঠ পর্যায়ের কর্মী সংখ্যা	১৮২	২১২
৭	মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	১০১.৩০ (কোটি)	১৩০.১৬ (কোটি)
৮	মাঠ পর্যায়ে বকেয়া	০.৮৯ (কোটি)	১.১৮ (কোটি)
৯	মোট সঞ্চয়স্থিতি	৪২.৬৩ (কোটি)	৫৬.৩৮ (কোটি)
১০	কর্মী : শাখা	৫.৫১	৫.৩
১১	মোট স্টাফ : শাখা	৯.৩৯	৯.১২
১২	ফিল্ড অফিসার - স্টাফ হার	৫৯%	৫৮%
১৩	শাখার গড় সদস্য সংখ্যা	১৩৪৪	১৫৩৪
১৪	সদস্য : সমিতি/গ্রুপ	২৬	২৩
১৫	কর্মী ঃ সদস্য	২৯৫	২৮৯
১৬	কর্মী ঃ ঋণী	২২২	২১২
১৭	মোট ঋণীর মধ্যে নারী ঋণীর সংখ্যা	৩৫,৪৫৩	৪০,৭৪৫
১৮	গড় সঞ্চয় : সদস্য	৭৯২৮.৭৯	৯১৮৭
১৯	গড় ঋণস্থিতি : ঋণী সদস্য	২৪৮২০	২৮৩৩৭
২০	কর্মী ঃ ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৫৫.৬৬	৬১.৪০
২১	ষ্টাফ ঃ ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৩২.৬৮	৩৫.৬৬
২২	ওটিআর	৯৯.৩১%	৯৯.৬৮%
২৩	সিআরআর (ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার)	৯৯.৮৯%	৯৯.৮৮%
২৪	পিএআর/পার	১.২৩%	১.০৪%

২৫	মোট ঋণস্থিতির শতকরা সঞ্চয়ের হার	৪২.০৮%	৪৩.৩১%
২৬	মোট উদ্বৃত্ত তহবিল	২৩.৫৭ (কোটি)	২৭.৫২ (কোটি)
২৭	সঞ্চয়ের উপর প্রদেয় সুদের হার	৬%	৬%

গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan):

বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিল থেকে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম (২য় পর্যায় ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সন থেকে) বাস্তবায়ন আবার শুরু করা হয়েছে। সংস্থার নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় এই ঋণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৩য় পর্যায়) কার্যক্রম মার্চ ২০১৯ খ্রি: সন থেকে বাস্তবায়ন আবার শুরু হয়েছে। সংস্থাকে ৩য় পর্বে আরও ৩৬টি ঘর নির্মাণের জন্য ২৫২০০০০ (পচিঁশ লক্ষ বিশ হাজার) ঋণ তহবিল সরবরাহ করেছে। উক্ত ঘর গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি ঘরের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা হারে ৩৬টি ঘরের নির্মাণ খাতে সর্বমোট ২৫২০০০০(পচিঁশশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত টাকা সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সদস্যভূক্ত ৩৬ জন সদসের নামে ঋণ ভূক্ত করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা মহিলা ৩৬ জন। ঋণের সার্ভিস চার্জের হার বার্ষিক ৫.৫ পারসেন্ট(ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে)। ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায় হবে। মাসিক কিস্তিতে সমিতির সভায় ঋণের কিস্তি প্রতি জন ঋণী থেকে আসল ১২০৪ টাকা ও সার্ভিসচার্জ ১৮৪ টাকাসহ মোট ১৩৩০ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ঋণ গ্রহীতা ১০৬ জন এবং টাকার পরিমান ৭৪,২০,০০০/-(চুয়াত্তর লক্ষ বিশ হাজার), সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ২৬,৭৫,৮০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত) টাকা আদায় হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সমাপণী হিসাবে সাভিসচার্জসহ সর্বমোট ৫৭,৮৬,৯৬৭/- (সাতান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শত সাতষট্টি) টাকা ঋণস্থিতি মাঠে রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৬টি পরিবারের মধ্যে ২৫২০০০০ টাকা ঋণ বাবত ৩৬ টি ঘর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচির নির্মিত একটি ঘর পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা

সুবর্ণচর উপজেলার গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচির নির্মিত একটি ঘর

সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প :

লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংস্থার অনুকূলে ঋণ কর্মসূচির হিসাবে মোট ১৩৭টি ঘর বাস্তবায়নের জন্য ৯৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অনুমোদন করেছে। তন্মধ্যে ১ম পযায় ৪৫ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩১,৫০,০০০ ঋণ তহবিলএবং২য় পর্যায় ৪৬ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩২,২০,০০০ ঋণ তহবিলসংস্থার নামে সরবরাহ করা হয়েছে।সর্বমোট ৯১টি ঘর বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রাপ্ত তহবিল ৬৩,৭০,০০০/- টাকা। বর্তমানে ঋণের কিস্তি আদায় হচ্ছে। সর্বোচ্চ ৫ বৎসর মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণ নির্ধারিত সার্ভিসচার্জ সংযুক্ত করে মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হবে। উপজেলা স্টীয়ারিং কমিটি'র সহযোগিতা ও প্রয়োজীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জুন ২০১৯ হিসাব অনুযায়ী প্রদত্ত ঋণের সার্ভিসচার্জসহ মোট ১২,০৬,১১০/- টাকা আদায় হয়েছে। বর্তমানে ঋণস্থিতি মোট ৬০,৩৯,৭৬৫/- টাকা ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৬টি পরিবারের মধ্যে ৩২২০০০০ টাকা ঋণ বাবত ৪৬ টি ঘর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

রামগতি উপজেলায় বাস্তবায়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প ঋণ কর্মসূচির নির্মিত একটি ঘর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা পরিদর্শন করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প ঋণ কর্মসূচির নির্মিত আরও ২টি ঘর।

আবাসন ঋণ কর্মসূচিঃ

দারিদ্রতা দুরীকরনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিদের চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সফলতার সাথে প্রণয়ণ ও পরিকল্পনা করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ ২০১৬ সালে তার অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের মত সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিকেএসএফ ১ম পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কে ১০,০০০,০০০ টাকা আবাসন ঋণ প্রদান করেছে। বর্তমানে এই ঋণ সংস্থার ৫ টি শাখাতে ৩৪ জন ঋণীর মধ্যে ১,০৩,০০০০০ টাকা ৫বছর মেয়াদী ৬০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য শর্তে বিতরণ করা হয় যার সাভিস চার্জ ১২% (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে) জুন-২০১৯ পর্যন্ত সংস্থার উক্ত খাতে ঋণস্থিতি ১,০২৬৬৩০৬ টাকা। ৩৪ জন ঋণীর মধ্যে ২৯ জন নতুন ঘর নির্মাণ কাজের জন্য , বাড়ী সম্প্রসারণ কাজে ৪ জন এবং ঘর সংস্কারের জন্য ১ জন আবাসন ঋণ গ্রহণ করে তাদের ঘর নির্মানের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়েছেন। নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষেই আবাসন ঋণ ৩টি শ্রেনীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । ১.নতুন গৃহ নির্মাণ ২.গৃহ সংস্কার ও ৩.গৃহ সম্প্রসারণ ।

সুবর্ণচর উপজেলার একজন আবাসন ঋণীর নবনির্মিত ঘর	সুবর্ণচর উপজেলার পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের একজন আবাসন ঋণীর নির্মাণাধীন ঘর	হাতিয়া বাজার শাখার আওতায় আবাসন ঋণীর একজন ঋণীর নবনির্মিত ঘর

সংস্থার ম্যানেজমেন্ট মিটিং এর তথ্যঃ

সংস্থার কার্যক্রমকে সংস্থার নিয়ম কানুন অনুসারে সুষ্টভাবে পরিচালনা, কাজের অগ্রগতি ও অর্জন বিশ্লেষণ এবং সংস্থার পলিসি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬ জন। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে কি না বা কোন বিষয়ে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন কি না তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সংস্থার পলিসি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে মিটিং করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক	সংস্থার পিআইসি সদস্যদের নিয়ে মিটিং করছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক	সংস্থার ঋণ কর্মসূচির মাসিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

সংস্থার প্রকল্প কমিটির মিটিং এর তথ্য:

সংস্থার সকল বিভাগ, কর্মসূচি ও প্রকল্পের প্রধানদের নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মসিক সভা করা হয়। সভায় সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়। কাজের অগ্রগতি কাংখিত পর্যায়ে নেয়ার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অগ্রগতি কম হলে তার কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনিয় সহযোগিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজের অগ্রগতির বিষয়ে কর্মসূচি/প্রকল্প প্রধানদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র মাসিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভার তথ্য:

সকল শাখা ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপক ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও আইটি সেকশন স্টাফদের নিয়ে প্রতিমাসের ২য় সাপ্তাহের শুরুতে সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির মাসিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ভিত্তিক সকল পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়। কাজের অগ্রগতি কাংখিত পর্যায়ে নেয়ার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অগ্রগতি কম হলে তার কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনিয় সহযোগিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম :

অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম সংস্থার একটি চলমান প্রক্রিয়া। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন ও সুনিয়ন্ত্রীত রাখতে অডিট ও মনিটরিং এর গুরত্ব অপরিসীম। সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪০টি শাখা অফিস ও সমিতি, ঋণ প্রকল্প, স্টাফবৃন্দের দক্ষতা ও কাজের অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়মিত নিরীক্ষা ও মনিটরিং করা হয়। সংস্থার কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কল্পে সংস্থার গঠনতান্ত্রিক ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে অডিট করা হয়ে থাকে। সংস্থায় ২ ধরনের অডিট হয়। প্রথমত সংস্থার অভ্যন্তরীন অডিট সেলের মাধ্যমে প্রতি তিন মাস পরপর শাখার ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং চলমান প্রকল্প কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয় । দ্বিতীয়ত, সংস্থা ও দাতাসংস্থা কর্তৃক চাটার্ড একাউন্টস ফার্মের মাধ্যমে সংস্থার সকল প্রকল্পের প্রতি অর্থ বছরের আয়ব্যয় হিসাব ও কার্যক্রমের বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়।

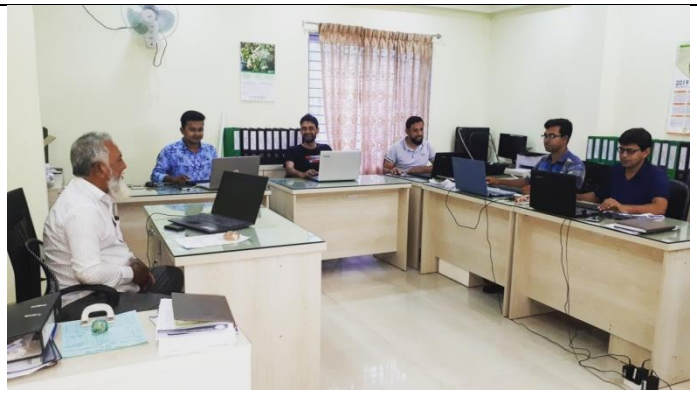

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের অডিট সেকশন

সংস্থার চলমান শাখা গুলোর মধ্যে চক্রাকার পদ্ধতিতে প্রতি ০৪ মাস অন্তর একজন নিরীক্ষক প্রতিমাসে ০২টি করে শাখা এবং ১৫-২০টি করে সমিতি নিরীক্ষা করে থাকে। তার মধ্যে প্রত্যেক মাসে ০২জন/০৩জন অডিট অফিসার কর্তৃক প্রত্যেক শাখা বছরে অন্তত একবার বিশেষ অডিট (১০০% পাশবই) ও শাখার যাবতীয় কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয। অর্থবছর ২০১৮-১৯ সংস্থার ৪০ টি শাখার মধ্যে পুরাতন ৩৬ টি এবং নতুন ০৪টি। পুরাতন ২৪ টি শাখা বছরে ০৩/০৪ বার সাধারণ অডিট কার্যক্রম এবং ১২টি শাখা বিশেষ অডিট (১০০% পাশবই) সহ যাবতীয় কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৬ জন অডিট অফিসার কর্তৃক মাসিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

আলীপুর শাখায় সমিতি নিরীক্ষার সময় অডিট অফিসার জামাল উদ্দিন	হাতিয়া বাজার শাখায় সমিতি নিরীক্ষার সময় অডিট অফিসার সুলতান মাহমুদ রানা	ছয়ানী শাখায় অলংকার সমিতি নিরীক্ষার সময় অডিট অফিসার আনোয়ারুল ইসলাম

সংস্থার চলমান সকল কার্যক্রমের নির্ভুলতা যাচাইয়ের মাধ্যমে অনিয়ম প্রতিরোধ করে গতিশীলতা অব্যাহত রাখা এবং মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসুচির কার্যক্রমের গঠন প্রণালী ও নীতিমালা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা।

সাগরিকা প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদিঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় কাজ করে আসছে। সংস্থার বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যে কোন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংস্থা জুন ২০১২ থেকে সাগরিকা প্রশিক্ষণ সেল গঠন করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রশিক্ষণ অবহেলিত ও বঞ্চিত জন গোষ্ঠীকে আর্থিক স্বচ্ছলতা, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদাশীল করতে সহায়তা করে।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরবাটা খাসের হাট এলাকায় সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও গেস্ট রুম রয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধাদির চিত্র প্রদান করা হল।

প্রশিক্ষণ ভেন্যুর সুযোগ সুবিধাদি :

প্রশিক্ষণ ও সেমিনার কক্ষ	ভিআইপি এসি কক্ষ

বাহিরের প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এই ভেণ্যুতে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনার করার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে । প্রশিক্ষণের মাল্টিমিডিয়া/প্রজেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট আরো সুযোগ সুবিধা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। নারী পুরুষ এক সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত রুমের ব্যবস্থা আছে। সংস্থার প্রধান কার্যলয়ে ও প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জেনারেটর সুবিধা বিদ্যমান আছে। কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা আছে। উন্নত খাদ্য পরিবেশনসহ ডাইনিং সুবিধা, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

ভেণ্যু ও প্রশিক্ষণ সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগাযোগঃ

মো: সাইফুল ইসলাম সুমন নির্বাহী পরিচালক

মোবা: ০১৭১১৩৮০৮৬৪, ০১৭১২-৭৭১৭০২, **০১৮৬৫০৪১২০২**

Email: matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্যোগ তথা বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানব সমাজকে রক্ষার উদ্দেশ্য ও চেতনা নিয়েই মূলত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার উপকূলী অঞ্চল সমূহ সামুদ্রিক ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। টর্নেডো ও বজ্রপাতে প্রতিবছর বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ প্রাণহানি সংঘটিত হচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস মহামারি চলমান রয়েছে। এর ফলে সংস্থার কর্মএলাকা সমূহে ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে এবং এ জনিত জটিলতায় আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুও হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে নদীভাঙ্গন একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে প্রতিবছর নদী নিকটবর্তী উপকূলবাসীর অনেকে জায়গাজমি হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির শীকার হচ্ছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিপাত, অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি এর ফলে মৌসুমী কৃষি আবাদ, জেলে জনগোষ্ঠী ও কৃষি শ্রমিক শ্রেণি তাদের পেশায় কর্মহীন হয়ে বছরের একটা সময়ে বেকারগ্রস্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে মূলধারার কার্যক্রমের সাথে অঙ্গীভূত করে সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়। তদানুযায়ী কর্মএলাকায় দুর্যোগ সংঘটিত বা সংঘটিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষনিক ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সরকারের ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘুর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ইউনিট টীমের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রাখা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা :

- ১৯৭০ সনে ১২ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় চরাঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছিল এবং সরকারি হিসাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে তখন এলাকার কাটা আমন ফসল ও ঘরে সংরক্ষিত ধান, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ধ্বংস হয়ে যায়।
- দাতা সংস্থার অর্থায়নে ও নির্দেশনায় সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতীয়া উপজেলায় উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও জেলে পরিবার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।
- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পূর্বাভাস/সংকেত ও নিরাপদ আশ্রয়ে গ্রহণের প্রচার, উদ্ধার, জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি দর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংস্থার এশটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবল, দুর্যোগ উপকরণ ও একটি কনটিনজেন্সী বা বিকল্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রয়েছে।

সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র :

সংস্থা ১৯৯১ খ্রিঃ থেকে সুবর্ণচর উপজেলায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এনজিও ফোরাম ফর ডিডব্লিওএসএস কুমিল্লা আঞ্চলের সহায়তায় ১৯৯৪ সনে স্থাপিত এই ভিএসসি কেন্দ্রে রিং স্লাব উৎপাদনের মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, চর-আমানুল্যা, চরওয়াপদা, চরজুবিলী, পুর্বচরবাটা, মোহাম্মদপুর ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের ও হাতিয়া উপজেলার বয়ারচর, নলের চর ও নাঙ্গলিয়া এলাকার স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। একজন দক্ষ ম্যাশন দ্বারা দীর্ঘ সময় সার্বক্ষনিক ভাবে কেন্দ্রে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

সাগরিকা ভিএসসি কেন্দ্রে রিংস্লাব উৎপাদন

ভিএসসি কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ রিং, স্ল্যাব, ডাকনা ও উৎপাদনের মালামাল যেমন খোয়া, বালি, তার, প্লাস্টিক প্যানসাইফুন ও সিমেন্ট কেন্দ্রে মজুদ রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রিং স্লাব, ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোসার স্লাইচ উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ৩,১৭,০০০ টাকা বার্ষিক বাজেট নির্ধারন করা হয়েছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত :

সংস্থা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ১৫ আগস্ট ২০১৯খ্রি: জাতীয় শোক দিবস পালন করে থাকে। সংস্থার পরিচালিত ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, স্কুলের শিক্ষিকা, স্টাফ, স্কুল কমিটির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ, এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দিবসের কর্মসূচিতে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই মহানয়কের প্রতি সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয়। শিশু কিশোররা খুবই মনোযোগের সহিত বক্তাদের আলোচনা শ্রবন করে ও সত্যিকার ইতিহাস শুনে আনন্দিত হয় ।

জাতীয় শোক দিবসের র‍্যালীতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম অংশগ্রহন।

মিলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও পরিবারের নিহত অন্যান্যদের আত্মার শান্তি ও বেহশত নসীব কামনা করা হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন :

প্রতি বছরের মত এ বছর সংস্থা কর্তৃক জাতীয় দিবস সমূহ যেমন ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, ও ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও জাতীয় শিশু দিবস, বিজয় দিবস, ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষসহ জাতীয় দিবস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন এবং অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। সংস্থা নববর্ষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের পান্তা উৎসবের আয়োজন করেছে। সংস্থা প্রকল্পের আওতায়ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ প্রকল্পের কর্মএলাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। সংস্থা জেলা প্রশাসক কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন কর্তৃক সরকারি ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করেছে।

পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রধান অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এ,এইচ, এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুবর্ণচর, জনাব মোনায়েম খান, অধ্যক্ষ সৈকত সরকারি কলেজ, মো: সাইফুল ইসলাম সুমন, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সউস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ শিক্ষকবৃন্দ, সরাকারি বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা, কল্যাণ কমনা ও পান্তা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

বৈশাখী মেলায় আনন্দ র‍্যালী

মাইজদী বিজয় মেলা মঞ্চে সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক ফোরাম এর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচী :

সাপ্তাহিক ১দিন সংগীত শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে

সাপ্তাহিক ১দিন নৃত্য শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে

সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যে কোন জাতির ও জনপদের ধর্ম ও বর্ণ ভেদাভেদে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও শান্তিময় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে । সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের কাছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের ধারণা সহজ ও কার্যকরভাবে প্রতিফলন করা যায়। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাগরিকার কর্মী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও কলা কৌশলীদের সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সুবর্ণচর উপজেলার স্কুল কলেজের বিশেষ করে এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় দক্ষতাসৃষ্টি, জাতীয় দিবস ও উৎসব সমূহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুন্দর পরিবেশনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সংস্থা সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সংগঠনটি সপ্তাহে ১দিন সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা স্কুল চালু রেখেছে ও ছেলে-মেয়েদের বুনিয়াদি শিক্ষায় গড়ে তুলার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২ জন দক্ষ প্রশিক্ষক (গান ও নৃত্য) ও ১ জন দক্ষ তবলচি দ্বারা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবস ও বৈশাখী উৎসবে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। এর ফলে সুবর্ণচর উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ সাধিত হচ্ছে।

নারী ফোরাম:

সংস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মী কাজ করে। নারী কর্মীদের সংগঠিতকরনের উদ্দেশ্যে নারী কর্মীদের সমন্বয়ে অক্সফাম-বাংলাদেশ এর অনুপ্রেরণায় ২০০০ সনে সংস্থায় নারী ফোরাম গঠিত হয়েছে। সংস্থার নারী স্টাফ এবং কর্ম এলাকার নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী ফোরাম

কাজ করে থাকে। নারী ফোরাম সদস্যবৃন্দ স্মানমাসিক সভায় মিলিত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নারী ফোরামের সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের সদস্যবৃন্দ গুরুত্বের সাথে তাদের বক্তব্য শুনেন ও সংস্থার মূলনীতি অনুযায়ী সংস্থার ম্যানেজমেন্ট নারী স্টাফদের সুযোগ সুবিধা, সুন্দর কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম :

সংস্থা প্রতি বছর কর্মএলাকায় মানবিক সহায়তামূলক কিছু কার্যক্রম করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নীকান্ড, দুস্থ-দের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড রেজিষ্ট্রেশ ও পরীক্ষার ফী, দুস্থ ছেলে মেয়েদের বিবাহ, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে উপকারভোগীবৃন্দ উপকৃত হয়েছে।

সংস্থার মানবিক সহায়তামূলক আর্থিক সহায়তার তথ্য (১০১৮-১৯):

ক্রমিক	সহায়তার ধরন	উপকারভোগীর ধরন	উপকারভোগী/কার্য্য সংখ্যা	প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ
১	পাঠ্য বই বিতরণ	এইচএসসি ছাত্র-ছাত্রী	৯	৩১৫০০
২	পরীক্ষার ফরম পূরণ	এসএসসি ও এইচএসসি	২০	২০০০০
৩	চিকিৎসা	অতিদরিদ্র	১৯	৫৭৮২৬
৪	ঘর মেরামত	আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য	০	০
৫	প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন	মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা	২৮	১১৩০০০
৬	বিবাহ	অতিদরিদ্র পরিবার	০৩	৫৫০০
৭	খেলাধুলার উন্নয়ন	সামাজিক সংগঠন	০২	১২০০০
৮	শিক্ষকদের ভাতা	উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	বার্ষিক	২০০০০০
৯	প্রশিক্ষক ভাতা (৩ জন)	সাংস্কৃতিক শিক্ষা স্কুল	বার্ষিক	১৯১৮২৯
১০	আর্থিক সাহায্য	টর্ণেডোতে ক্ষতিগ্রস্থ	১১৮	২৩২০০০
			সর্বমোট	**৮৬৩৬৫৫**

টর্ণেডোতে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে চেক বিতরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম

৮ নভেম্বর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর ২৩তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এই দিন সংস্থায় সাধারণ ছুটি থাকে ও সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও স্টাফবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। প্রতি বছরের মত ৮ নভেম্বর '২০১৮ তারিখে পবিত্র কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের **মৃত্যু** বার্ষিকী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, সভাপতি , সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এবং অধ্যক্ষ, সৈকত সরকারি কলেজ,

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: রুহুল মতিন, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

আলোচনা সভার শুরুতে মরহুমসহ সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে মহান স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করা হয়। সভায় সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মো: মোনায়েম খান সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ এই মহান সমাজ সেবকের সমাজের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর স্মৃতিচারণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আলোচকগণ তাঁর আদার্শ অনুসরণ করে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার আহবান জানান

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মো: শামছুল হক, ,

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ ব্যবস্থাপক (অগ্রসর),জনাব মো: মহিব উল্যাহ,

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও শোক প্রস্তাব :

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল মতিন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ সময় রোগভোগের পর ঢাকায় চিকিৎসাধিন অবস্থায় গত ২২/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তিনি সংস্থায় দীর্ঘ ২২ বছর কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মকালে তিনি সংস্থাকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাড় করিয়ে ভাল সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে সংস্থা এবং অত্র এলাকা একজন যোগ্য অভিভাবককে হারিয়েছে ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে সংস্থায় ২৩/০২/২০১৯ থেকে ২৯/০২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সাত দিন শোক পালন করা হয়, সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় ও ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আত্মার মাগফেরাতের জন্য ০২/৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে দোয়া ও শোক সভার আয়োজন করা হয়।

মোঃ হানিফ প্রাক্তন সচিব, শোক সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি ও সৈকত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান বক্তব্য রাখছেন।

শোক সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থা কার্যকরী কমিটির সভাপতি ও সৈকত সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শামছুজ্জামান নিজাম, সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান, পিকেএসএফ এর সহকারী মহা ব্যবস্থাপক জনাব শরফুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপক জনাব অভিজিত কুমার দাস, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাম মোঃ হানিফ, জেলা পরিষদের সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ মহিব উল্যাহ, সুবর্ণচর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ও সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, ৪০টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও হিসাবরক্ষকসহ সকল কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা তাঁর কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ শরফুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন।	শোক সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকরীবৃন্দ

সংস্থার এলাকা ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ :

সংস্থার এলাকা ব্যবস্থাপক জনাব আবুল কালাম আজাদ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ঢাকায় ইবনেসিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৬/০৫/২০১৯খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ০১/০১/২০১১ থেকে ১৫/০৫/২০১৯ খ্রিঃ যাবত সংস্থায় এলাকা ব্যবস্থাপক হিসাবে ও তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব খুবই যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। শোক ব্যানার, সংস্থার সাধারণ সভা, পরিচালনা পর্ষদের সভা, সংস্থার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মিটিং, সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভা, প্রকল্প সমন্বয় সভা ও মাসিক সমন্বয় সভাসহ শাখা অফিস সমূহে আলোচনা ও শোক প্রকাশ করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় মরহুমের স্ত্রীও আহত হয়েছেন। তাঁর দ্রুত সুস্থ্যতা কামনা করা হয়। দুর্ঘটনায় তাঁর ২ বছর বয়সের পুত্র শিশু অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যায়।

লক্ষীপুর জেলার নিজ এলাকায় এলাকা ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদ এর নামাজে জানাজার পূর্বে সংস্থার পক্ষ থেকে আলোচনা করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম

সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়ক তথ্য :

ব্যবস্থাপনা স্তর	পুরুষ	মহিলা	মোট
সাধারণ পরিষদ	১১	১৩	২৪
কার্যনির্বাহী পরিষদ	০৩	০৪	০৭
উপদেষ্টা পরিষদ	০৪	০১	০৫
ম্যানেজমেন্ট কমিটি	০৬	-	০৬

সংস্থার বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য :

সংস্থায় মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ৩৬৯ জন স্টাফ ও অনুদান ভিত্তিক ২৯৯ জন সহ সর্বমোট ৬৬৮ জন স্টাফ কর্মরত রয়েছে। এর ফলে সংস্থা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	মাইক্রো ফাইন্যান্স (ঋণ) কর্মসূচি	৩২৬	৪৩	৩৬৯
০২	উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি (ইএসপি)	৬	১৩০	১৩৬
০৩	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি (এমবিবিএস ও স্পেসিয়ালিস্ট ডাক্তার-২ জন, প্যাথলজিস্ট-১ জন ও সহকারী ১ জন)	৩	২	৫
০৪	কৃষি ইউনিট, প্রাণি সম্পদ এবং মৎস্য ইউনিট (কৃষি কর্মকর্তা (কৃষিবিদ)- ১জন, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভ্যাটেনারী সার্জন)- ১জন, মৎস্য কর্মকর্তা-১জন সহ সহকারিবৃন্দ	৬	০	৬
০৬	সমৃদ্ধি কর্মসুচি (চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)	০৬	৪৭	৫৩
০৭	সমৃদ্ধি কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	০৭	৪৯	৫৬
০৮	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি (চর এলাহী + চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)	২	০	২
০৯	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচি, কৈশর কর্মসূচি	২	১	৩
১০	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচি (সঙ্গীত, নৃত্য ও তবলা প্রশিক্ষক)	৩	-	৩
১১	উন্নত জাতের ভেড়া পালন কর্মসূচি (প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-ভেড়া পালন -১জন)	২	০	২
১২	লিফ্ট (কুচিয়া)	১	০	১
১৩	সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP) (ক্ষুদ্রঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা) (প্যারাম্যাডিক্স-১জন)	১	০	১
১৪	সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র	১	-	১
১৫	Others support staff	৩	২৭	৩০
	সর্বমোট=	৩৬৯	২৯৯	৬৬৮

প্রকল্প ও কর্মসুচী ভিত্তিক ২০১৮- ১৯ অর্থবছরের বাজেট ও খরচের বিবরণী এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুমোদিত খরচের বাজেট :

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ অগ্রগতি			২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ		
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত খরচ	খরচের হার	মোট বাজেট	সংস্থার কন্ট্রিবিউশান	সংস্থার কন্ট্রিবিউশান %
১	মাইক্রো ফাইন্যান্স (ঋণ) কর্মসূচি	২৪০,৮৭৭,০৬৭	২১৭,৪৪৮,৭৮৫	৯০%	২৬৮,১৭৮,০০০	২৬৮,১৭৮,০০০	১০০%
২	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচী (ইএসপি)	৩,৭৩৬,৫২১	৩,১৩৭,৭১৯	৮৪%	৬,৬৩৬,০০০	৬০০,০০০	৯%
৩	সাগরিকা কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক	১,৭৯২,৬৪৫	১,০২৪,৬৩৪	৫৭%	১,৫৪৫,০০০	৬৫০,০০০	৪২%
৪	কৃষি ইউনিট	২,১৯৮,১৫০	২,০২৬,২৫৬	৯২%	১,৮৬৯,৭০০	৩৫৮,৪৭০	১৯%
৫	প্রাণি সম্পদ ইউনিট	২,৬৫৩,০৩০	২,২৭০,২০৭	৮৬%	২,৭২২,০৩০	৪০১,৯৯০	১৫%
৬	মৎস্য ইউনিট	২,৬৫১,৫৫০	২,৪০১,৩৫৯	৯১%	২,৮৩২,৯৫০	৪৭৫,৯৮০	১৭%
৭	লিফট কুচিয়া	-	-	-	২,০০০,০০০	১,০০০,০০০	৫০%
	উন্নত জাতের ভেড়া প্রকল্প	১,১৩৩,৫০০	৮৮১,৫০৪	৭৮%	১,৩১১,৮৬০	৫৯৪,৭৬০	৪৫%
৮	উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসুচী (ইউ.পি.পি)	২,৫০৮,৫০০	২,৯৪৮,৪১২	১১৭%	-		#ঠঅখটউ!
৯	সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চরএলাহী)	১০,৯৭০,৪৯২	১০,৩২৬,৩০৭	৯৪%	৪,৩৫০,২৮০	৬৮৭,২২৬	১৬%
১০	সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চর আমান উল্লা)				৪,১৪৬,৪৪০	৬৪৬,৪৫৮	১৬%
১১	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর এলাহী	৩,৭২৬,৯২০	২,২৪৯,৯২৫	৬০%	১,২৭৩,৪৪০	৬৩৬,৭২০	৫০%
১২	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর আমান উল্যা	-	-		১,২৭৩,৪৪০	৬৩৬,৭২০	৫০%
১৩	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসুচী	২,০২৫,৬০০	১,১৪৯,৩২৩	৫৭%	১,২৯৬,৩০০	৫১৮,৫২০	৪০%
১৪	কৈশর কর্মসূচি	-	-	-	১,৩৩৩,০০০	৫৩৩,২০০	৪০%
১৫	সাগরিকা সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচি	৪৫০,০০০	৪৩৭,৫১৩	৯৭%	৪৫০,০০০	৪৫০,০০০	১০০%
১৬	DIISp Project (সমন্বিত বীমা উন্নয়ন কর্মসুচী)	২৩৫,১১৫	২৩০,৮৭০	৯৮%	২৬০,০০০	২৬০,০০০	১০০%
১৭	শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি	৯০৮,০০০	৯০৮,০০০	১০০%	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	১০০%
১৮	সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচী	৪০০,০০০	৪৪,৩৩৮	১১%	৪০০,০০০	৪০০,০০০	১০০%
১৯	ওয়াটসান প্রকল্প (স্যানিটেশান)	৩২৭,০৮০	২৭৪,৫০৩	৮৪%	৩১৭,১৯৫	৩১৭,১৯৫	১০০%
২০	জেনারেল ফান্ড	১,৯৬০,৫৩০	১,৫৩১,৭০০	৭৮%	২,৪১৬,৭৩০	২,৪১৬,৭৩০	১০০%
	সর্বমোট ঃ	**২৭৮৫৫৪৭০০**	**২৪৯২৯১৩৫৫**	**৯০%**	৩০৫,৬১২,৩৬৫	২৮০,৭৬১,৯৬৯	৯২%

সংস্থার সাধারণ ও কার্যকরী কমিটি :

সংস্থার অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক ২টি সভা যথাক্রমে ১২/০১/২০১৯ তারিখে অর্ধবার্ষিক ও ২৮/০৬/২০১৯ তারিখে ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রতি ২ মাসে ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থার বিশেষ প্রয়োজনে পরিচলনা পর্ষদ একাধিক সভা আহবান ও অনুষ্ঠান করে থাকেন। ০১/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা কর্তৃক কার্যকরী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অনুমোদিত কমিটির তালিকা নিম্নের সারণীতে দেয়া হল।

বার্ষিক সাধারণ সভার প্রারম্ভে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও সংস্থার পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) সহ সাধারণ, উপদেষ্টা পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরভতা সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছে।

সভায় সংস্থার সার্বিক অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফল ইসলাম।

সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি :

সংস্থার গাঠনতন্ত্র অনুসারে পুরাতন কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে ০১/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা কর্তৃক নির্বাচিত কার্যকরী কমিটিকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব মো: মীজানুর রহমান।

সংস্থার ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মোঃ শামছুল হক।

সভার সমাপণী ভাষণ প্রদান করছেন সংস্থার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানীয় সদস্যদের তালিকা :

ক্রমিক	নাম	পদবী	ঠিকানা
১	মোহাম্মদ মোনায়েম খান	সভাপতি	গ্রাম:- পুর্ব চরবাটা, পোষ্ট:-আনছার মিয়ার হাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।
২	মো: শামছুজ্জামান নিজাম	সহ- সভাপতি	গ্রাম:- মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।

৩	মো: মীজানুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক	গ্রাম-মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।
৪	প্রীতি রানী দাস	সহ-সাধারণ সম্পাদক	গ্রাম :- বজলুল করিম, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।
৫	শ্রীমতি শ্যামলী দাস	কোষাধ্যক্ষ	গ্রাম:-চর আমানুল্যা, পোঃ-চরবাটা উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।
৬	রোকেয়া বেগম	সদস্য	গ্রাম-দক্ষিণ কচ্ছপিয়া,পোষ্ট:-হাবিবুল্লাহ মিয়ার হাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।
৭	সাহিদা আক্তার	সদস্য	গ্রাম-চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।

সাধারণ পরিষদের সম্মানীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	সাধারণ পরিষদের সদস্যদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	পদবী
১	জনাব মোনায়েম খান	মোহা: আলী আহাম্মদ	সভাপতি
২	মো: শামছুজ্জামান নিজাম	মৃত-দীন মোহাম্মদ	সহ-সভাপতি
৩	মো: মীজানুর রহমান	মৃত-আবুল কালাম আজাদ	সাধারণ সম্পাদক
৪	প্রীতি রানী দাস	চিরু রঞ্জন দাস	সহ-সাধারণ সম্পাদক
৫	শ্যামলী দাস (লিলি)	রাম চন্দ্র দাস	কোষাধ্যক্ষ
৬	রোকেয়া বেগম	মোহা: শামছুল হক	সদস্য
৭	শাহিদা আক্তার মিলি	এ.কে.এম ফখরুল ইসলাম	সদস্য
৮	মোহাম্মদ মোস্তফা	মৌলভী ছালামত উল্যাহ	উপদেষ্টা সভাপতি
৯	বাবু দিলীপ চন্দ্র দাস	বরধা কান্ত দাস	উপদেষ্টা সদস্য
১০	প্রতিমা রানী দাস	কর্ণজিত দাস	উপদেষ্টা সদস্য
১১	জনাব মায়মুনা বেগম	মৃত-মোহাঃ ফজলুল হক	উপদেষ্টা সদস্য
১২	জনাব গোলাম মাওলা	মৃত-মুন্সি আবদুল কাদের	উপদেষ্টা সদস্য
১৩	মিসেস নাছিম বানু	মৃত- এ.কে.এম আবুল কাশেম	আজীবন সদস্য
১৪	মোঃ সাইফুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক	সদস্য সচিব
১৫	মোহাম্মদ আবদুল্যাহ	মোহা: মুরশেদ আলম	সদস্য
১৬	গন্ধ্য রানী দাস	হিরলাল চন্দ্র দাস	সদস্য
১৭	মোহা: ইস্রাইল	মৃত-হাজী আলী আজ্জম	সদস্য
১৮	বাবু গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস	মৃত জোতেন্দ্র কুমার দাস	সদস্য
১৯	শুধাংশু মোহন মজুমদার	মৃত-প্রমন্ত কুমার মজুমদার	সদস্য
২০	হোছনেয়ারা বেগম	মো: আবদুল্যাহ মুন্সী	সদস্য
২১	লায়লা বেগম	চোট্টু মিয়া	সদস্য
২২	মনোয়ারা বেগম	মৃত-আবদুল হালিম	সদস্য
২৩	শিল্পী রানী মজুমদার	ধর্মরাজ মজুমদার	সদস্য
২৪	মারজানা আকতার	মোঃ সাহাব উদ্দিন	সদস্য

সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স এর অডিট ব্যালেন্সশীট:

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)
Micro Credit Program
Funded by: Palli Karma Shahayak Foundation (PKSF)
Statement of Financial Position
As at 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Tk.	
		2018-2019	2017-2018
Properties & Assets :			
A.Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipment	6.00	51,779,918	37,049,598
Total Non-Current Assets		**51,779,918**	**37,049,598**
Current Assets:			
Investment on FDR	7.00	74,934,014	58,496,430
Loan to Members	8.00	1,301,605,152	1,013,033,089
Accounts Receivable	9.00	17,840,150	10,988,344
Interest Receivable on FDR	10.00	2,273,164	1,724,754
Staff Loan	11.00	9,241,147	7,481,780
Advance,Deposits & Prepayments	12.00	411,500	423,800
Cash & cash equivalent	13.00	32,037,623	43,264,021
Total Current Assets		**1,438,342,750**	**1,135,412,218**
Total Property and Assets:		**1,490,122,668**	**1,172,461,816**
Capital Fund & Liabilities:			
Capital Fund:			
Cumulative Surplus	14.00	247,711,529	212,087,677
Statutory Reserve Fund	15.00	27,523,503	23,565,298
Total Capital Fund		**275,235,032**	**235,652,975**
B. Long Term Liabilities:			
Loan from PKSF	16.00	172,328,402	110,633,329
Total Long Term Liabilities		**172,328,402**	**110,633,329**
C. Current Liabilities:			
Members Savings Deposits	17.00	563,761,365	426,283,728
Loan Loss Provision(LLP)	18.00	22,676,971	16,196,018
Provission For Expense	19.00	14,235,735	7,229,890
Tax & Vat	20.00	8,903	49,827
Loan From Others	21.00	206,022,826	165,993,350
Member Welfare Fund	22.00	30,986,307	23,321,874
Samredee Fund	23.00	4,742,510	2,010,534
Inactive Member Saving	24.00	1,453,027	790,291
Amount Payable to PKSF within next 12 months		198,671,590	184,300,000
Total Current Liabilities		**1,042,559,234**	**826,175,512**
Total Liabilities and Fund		**1,490,122,668**	**1,172,461,816**

The accompanying notes form an integral part of this financial statements

Accounts Officer

A.K.M. Fakhrul Islam
Coordinator (Finance)
Sagarika Samaj Unnayan Sangstha
Charbata, Subamachar, Noakhali.

Executive Director

Md. Saiful Islam
Executive Director
SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
Charbata, Subamachar, Noakhali

Subject to our separate report of even date

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

Dhaka 25 August, 2019

AKHTAR AMIR & CO. Dhaka Chartered Accountants

সংস্থার কনসোলিডেটেড অডিট ব্যালেন্সশীট:

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)

Consolidated Statement of Financial Position

As at 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Tk.	
		2018-2019	2017-2018
Property & Assets:			
Non-Current Assets:			
Property,plant & Equipement	5.00	62,329,374	47,022,313
HBA/Ravix vaccine	6.00	12,347	24,867
Investment	7.00	80,151,350	63,399,192
Current Assets:			
Loan to Members	8.00	1,301,605,152	1,018,293,214
Loan to Micro credit program	9.00	-	
Loan to other projects	10.00	84,910,000	66,002,030
Accounts Receivable	11.00	17,840,150	10,988,344
Interest Receivable on FDR	12.00	2,363,015	1,816,646
Advance,Deposits & prepayments	13.00	466,500	529,800
Misappropriation Fund (BY Staff)	14.00	-	
Loan to Staff	15.00	15,641,634	7,481,780
Stock (Sanitation materials)	16.00	45,472	70,781
Petty cash	17.00	10,000	10,000
Cash & Cash Equivalent	18.00	33,833,064	45,255,884
Total Property & Assets:		**1,599,208,058**	**1,260,894,851**
Fund and Liabilities:			
Capital Fund:			
Cumulative Surplus	19.00	352,766,640	297,132,754
Statatury Reserve Fund	20.00	27,523,503	23,565,298
Loan from PKSF	21.00	172,328,402	110,633,329
Current Liabilities:			
Loan from Other projects	22.00	209,832,826	167,948,350
Provision for Expenses	23.00	14,259,666	7,260,376
Members Savings Deposits	24.00	563,761,365	426,283,728
Loan Loss Provision	25.00	22,676,971	16,196,018
Inactive Member's Savings	26.00	1,453,027	790,291
Accounts Payable	27.00	42,000	42,000
Member Welfare Fund	28.00	30,986,307	23,321,874
Samredee Fund	29.00	4,742,510	2,010,534
Payable to PKSF within next 12 months	21.00	198,671,590	184,300,000
Tax & Vat payable	30.00	15,021	49,827
Forfiet Fund		148,230	60,472
Loan from Staff Savings Fund			1,300,000
Total Fund and Liabilities		**1,599,208,058**	**1,260,894,851**

A.K.M Fakhrul Islam
Coordinator (Finance)
Sagarika Samaj Unnayan Sangstha
Charbata, Subarnachar, Noakhali.

Chief Accountant

-

-

Executive Director

Md. Saiful Islam
Executive Director
SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTH
Charbata, Subarnachar, Noakhali

Signed as per our separate report.

Dhaka
25 August, 2019

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
CONSOLIDATED SCHEDULE OF FIXED ASSETS
As at June 30, 2019

Annexure-A

Particular	Cost				Rate	Depreciation					Written down value as at 30 June 2019
	Opening Value as on 1st July 2018	Disposal / Transfer	FY Purchaes	Closing Value as on 30 June 2019		Opening Value as on 1st July 2018	Disposal / Transfer Depreciation	Opening Balance after disposal	Depreciation Charge during the year	Closing Value as on 30 June 2019	
Land	6,566,575	-	1,624,040	8,190,615	0%	-	-	-	-	-	8,190,615
Semi Building	5,650,342	-	1,550,384	7,200,726	15%	3,499,871	-	3,499,871	438,849	3,938,720	3,262,006
Furniture & Fixture	3,581,942	1,509,172	3,145,019	5,217,789	10%	1,166,863	453,389	713,474	274,905	988,379	4,229,410
Mobile	132,595	51,279	-	81,316	20%	34,009	20,583	13,426	10,222	23,648	57,668
Computer	3,358,220	765,647	1,632,608	4,225,181	20%	1,534,953	427,338	1,107,615	391,967	1,499,582	2,725,599
Office Equipment	938,001	346,531	1,845,029	2,436,499	20%	441,466	169,830	271,636	183,221	454,857	1,981,642
Micro Bus	2,660,430	-	4,640,000	7,300,430	20%	2,158,290	-	2,158,290	719,095	2,877,385	4,423,045
Television	318,353	-	507,485	825,838	20%	136,572	-	136,572	95,051	231,623	594,215
Softwear	1,690,435	-	954,188	2,644,623	20%	991,701	-	991,701	139,747	1,131,448	1,513,175
Solar	523,692	33,000	441,338	932,030	20%	286,260	28,674	257,586	100,131	357,717	574,313
Health instrument	208,000	-	-	208,000	20%	122,803	-	122,803	17,142	139,945	68,055
Building	26,083,956	-	7,143,701	33,227,657	10%	145,547	-	145,547	3,308,211	3,453,758	29,773,899
House (Tin Shed Building)	2,705,911	-	-	2,705,911	20%	2,047,511	-	2,047,511	131,680	2,179,191	526,720
Motor-Cycle	22,995	22,995.00	-	-	20%	20,526	20,526	-	-	-	-
Camera	20,000	20,000.00	-	-	20%	11,808	11,808	-	-	-	-
Air- Conditioner	74,150	-	-	74,150	20%	43,778	-	43,778	6,074	49,852	24,298
Office Development	5,667,207	-	-	5,667,207	15%	3,344,297	-	3,344,297	349,977	3,694,274	1,972,933
Printer Of Computer	42,471	-	-	42,471	20%	11,798		11,798	6,135	17,933	24,538
Office Decoration	3,254,541	-	-	3,254,541	15%	1,518,155	-	1,518,155	260,458	1,778,613	1,475,928
Ring Forma	21,327	-	-	21,327	20%	9,731	-	9,731	2,319	12,050	9,277
Slab Forma	3,000	-	-	3,000	20%	1,771	-	1,771	246	2,017	983
Altrasonography Machine	900,000	-	-	900,000	10%	171,000	-	171,000	72,900	243,900	656,100
ECG Machine	92,000	-	-	92,000	10%	17,480	-	17,480	7,452	24,932	67,068
Multimedia Projector	37,450	-	-	37,450	20%	7,490	-	7,490	5,992	13,482	23,968
Rice Harbesting	230,000	-	-	230,000	20%	46,000	-	46,000	36,800	82,800	147,200
Tubewell	10,500	-	-	10,500	20%	2,100	-	2,100	1,680	3,780	6,720
Total	**64,794,093**	**2,748,624**	**23,483,792**	**85,529,261**		**17,771,780**	**1,132,146**	**16,639,634**	**6,560,254**	**23,199,887**	**62,329,374**

AKHTAR AMIR & CO. Dhaka Chartered Accountants

সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহ :

সংস্থা দাতা সংস্থার অনুদান ও সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করে প্রকল্পের সফল সমাপ্তি করেছে। নিম্নের সারণীতে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের তালিকা দেওয়া হল।

SL	Name of the programs/ projects	Name of Donors	Duration	Project Locat & Beneficiary	Nature of works
1	Socio-Economic Development and Disaster Management Project	Oxfam-GB	1990-1991	1500 HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
2	Rehabilitation program under 1991 cyclone	Oxfam-GB	1991-1992	2000HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Beneficiary training and Input support
3	Sanitary Latrine rehabilitation	NGO Forum for DWSS	1992-1993	2000 HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Awareness activities and Input support
4	Socio-Economic Development and Disaster management Project	Oxfam-GB	1991-1996	5000 HHs Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
5	Informal Education Program (INFEP) under department of mass and primary education	UNICIEP, NORAD	1993-1997	170 center, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Adult and Adolescent Children Education
6	School-Cum-Cyclone Shelter Project	European Economic Commission (EEC).	1994 – 1996	Shelter based community	Awareness and training supports
7	Gender Knowledge Networking and Human Right Intervention In Bangladesh	BLAST	1999-2004	Noakhali Sadar including Subarnachar, Ramgoti	Awareness of Legal Aid and Legal Education, Medication of any Conflict, Provide Legal aid Service to Torture Women, Popular Theater
8	Arsenic Mitigation Project	OXFAM	1999-2000	2200 HHs	Awareness and Rain Water Harvesting as Alternate way for Safe water

9	Participatory Homestead Gradening Project (PHGP), Care – LIFT	Care-Bangladesh	2000-2004	Subarnachar and Ramgoti Upazilla	Utilization of the homestead gradening increase their notation And Change livelihood
10	BARI	Bangladesh Government	2004-2005	Subarnachar Upazilla	Result Demonstration for general Beneficiaries
11	Community Based Preparedness and Risk Reduction Project in Boyer Char	Oxfam-GB	2002-2007	Boyerchar in Hatiya Upazill, Ben. 2500 HHs	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
12	CDSP- I	Royal Netherlands Embassy	1996-1999	Char Majid	LCS work,
13	CDSP- 2	DO	2000-2004	Maradona (W/S Charmajid, Mohiuddin)	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
14	CDSP- 3	DO	2005-2010	Boyerchar, Ben-1498 HHs	• Group formation, micro finance and capacity building . • Health and family planning program .• Water and sanitation program • Legal and human rights.• Disaster management and climate change adaptation
15	SHOUHARDO Project	Care-Bangladesh	2006-2010	5843 HHs in Subarnachar and Companigonj Upazilla	Food security & sustainability through agriculture, Nutrition, Water and Sanitation, women empower & disaster
16	Disaster Risk Redaction & vulnerable Livelihoods Project (DRR&VLH) in Caring Char	Oxfam-GB	2009-2010	2000 HHs	Disaster risk reduction and alternative Livelihood
17	Improved Access to water, Sanitation and Hygiene (WASH) in coastal regions of Bangladesh	Oxfam-GB	1 July 2010 to 31 December 2011,	10 coastal Chars in Nolerchar and Boyerchar in Hatiya, Noakhali, Ben. 2500 HHs	WatSan and alternative Livelihood.

18	GRIHAON	Bangladesh Bank	2001 -2011	75 HHs, Subarnachar Upazilla	Beneficiaries house Infrastructure Development
19	Climate Change Adaptation Among Fisher Communities in Noakhali District	Planning Commission, DANIDA	January-2010-September-2012	Char Nangolia and Nolerchar, Ben- 500 HHs	Training, input support, Infrastructure dev., awareness building on the effects of climate change and about adaptation measures, establish linkage with service providing agencies etc.
20	Regional Fisheries and Livestock Development Project through Farmers Field School	DANIDA	Nov, 2008 to Sept, 2012	Nolerchar , Hatiya Ben-2250 households HHs	Poverty reduction through Fisheries & live stock development.
21	Climate Change Adaptation among Fishing Communities of Coastal and Charland of Noakhali and Lakshmipur Districts	Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) through Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)	November 2012 to October 2013	Subarnachar and Ramgoti Upazilla Ben 1000 HHs of Fisherman	Training , input support , household Infrastructure dev. awareness building, establish linkage with service providing agencies etc.
22	Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society in Water Supply and Sanitation	NGO Forum for Public Health and European Union	Started on 1st January 2013 and closed 31st December 2016.	Wapda, Char Clerk and Mohammadpur Union of Subarnachar Upazilla, 21990 HHs	■ DTW installation and repairing ■ School and Community latrine construction ■ Awareness on hygiene practice ■ Enhancing Governance and Capacity of Service in the Society by the service Providers and Civil Society.
23	Char Development & Settlement Project-IV Social and Livelihoods Support Component	*The government of the Netherlands, International fund for Agriculture Development (IFAD), the government of Bangladesh.*	March'2011 to February'2017	Nolerchar, Nangoliercharin Hatiya Upazilla, Ben-7304 HHs	• Group formation, micro finance and capacity building . • Health and family planning program .• Water and sanitation program • Legal and human rights.• Disaster management and climate change adaptation

Networking:

SSUS has always been maintaining the good relations with government offices and other non-government organization. These are as follows:

- PKSF
- BRAC
- CDSP-IV
- NGO Forum for Public Health
- Bangladesh Disaster Preparedness Center (BDPC)
- Disaster Forum
- Asian Disaster preparedness Center
- Federation of NGO Network in Bangladesh (FNB)
- Credit and Development Forum
- BRCT, IUCN, NACOM, BLAST, ALRD, IFAD
- Coast Trust (Climate Change and Adaptation)

সংস্থার কন্ট্রাক্ট পারসন : মো: সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক

গ্রাম ও পো:- চরবাটা, পো: কোড- ৩৮১৩
থানা- চর জব্বর, উপজেলা- সুবর্ণচর
জেলা-নোয়াখালী।
মোবাইল নং- ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫০৪১২০২
ই-মেইল = saifulssus@yahoo.com
ওয়েব সাইট= www.sagarika-bd.org

উপসংহার :

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা টেকসই উন্নয়নের গতি ধারায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার সমূহের চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে সংস্থার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পের বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ ও তফশীলী ব্যাংক এর ঋণ তহবিল সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি বর্ণনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের বাজেট ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য, সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মরত জনবল ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অভিষ্ট উপকারভোগীদের কাঙ্খিত উন্নয়নের চিত্র এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে ।